যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন।
করিবা সকলে মেলি দ্বারকা রক্ষণ॥
রাখিবা দ্বারকাপুরী সযত্ন হইয়া।
আমি যাব কৃতবর্ম্মা উদ্ধবে লইয়া॥
অনুমতি দিলা সবে কৃষ্ণের বচনে।
ত্বরা করি চলিলেন হস্তিনাভুবনে॥
দারুক আনিল রথ সাজিয়া সত্বরে।
শুভক্ষণে চাপিলেন কৃষ্ণ তদুপরে॥
কৃষ্ণের মহিমা যত বোঝা সাধ্য কার।
তেলিনী মালিনী বায় লইয়া পশার॥
গোপিকা সাজিল রথে দধি দুগ্ধ লৈয়া।
হস্তিনা চলিল সবে সুবেশা হইয়া॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ কণ্ঠে মালা মনোহর।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ দেখিতে সুন্দর॥
কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টি কঙ্কালিতে বাজে।
নানা বেশ করি কত নারীগণ সাজে॥
বাজন নূপুর পায় সুমধুর ধ্বনি।
চলিতে না পারে সবে চারু নিতম্বিনী॥
যন্ত্র বাজাইয়া সঙ্গে সাজে কত গুণী।
নর্ত্তকী চলিল সঙ্গে লেখা নাহি জানি॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক ভট্ট যত লোক ছিল।
গজবাজি পদাতিক সাজিয়া চলিল॥
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টরাণী।
সঙ্গে করি লইলেন দেব চক্রপাণি॥
ভীমের সহিতে কৃষ্ণ চড়িলেন রথে।
নানা বাদ্য বাজায় যাইতে রাজপথে॥
অবলা অধিক সঙ্গে দেখি বৃকোদর।
হাস্যমুখে জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণের গোচর॥
বুঝিতে তোমার মন নারি যদুপতি।
তেলিনী মালিনী কেন তোমার সংহতি॥
অষ্টোত্তর ষোলশত সহস্র রমণী।
ব্রজের বনিতা কত লেখা নাহি জানি॥
তথাপিও তেলিনী মালিনী সহিতে।
মনে ভয় পাই প্রভু তোমার চরিতে॥
বলেন ঈষৎ হাসি কমললোচন।
পর নারী সহ সুখ না জানি কখন॥
এত বলি কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন স্ত্রীগণে।
তেলিনী মালিনী গেল ভীম বিদ্যমানে॥
অনেক সুন্দরী গিয়া ভীমেরে বেড়িল।
লাবণ্য কটাক্ষে হাস্য অনেক করিল॥
তাহা দেখি ভীম বীর বলিলা সত্বরে।
মরিতে আইলে কেন আমার গোচরে॥
হিড়িম্বা আমার নারী বিদিত সংসারে
সতিনী বলিয়া ধরি খাবে সবাকারে॥
প্রীত না পাইবে কেহ আমার মিলনে।
সত্বরে চলিয়া যাও কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
কৃষ্ণ বিনা এত নারী অন্যের না শোভে।
আমারে ভজিবে সবে কোন সুখ লোভে॥
ভীমের বচনে সবে ঈষৎ হাসিয়া।
গোবিন্দের স্থানে সব কহিলেন গিয়া॥
তাহা শুনি হাসিলেন সংসারের সার।
এই রূপে করিলেন অনেক বিহার॥
অবশেষে বিদায় দিলেন সবাকারে।
তেলিনী মালিনী গোপী গেল নিজ ঘরে॥
এ সব কৃষ্ণের লীলা শুন নরপতি।
হস্তিনাতে আইলেন ভীমের সংহতি॥
অগ্র হয়ে ভীমসেন আইল সত্বরে।
কৃষ্ণ আগমন কথা কহিলা রাজারে॥
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্ম নরপতি।
চলিলেন কৃষ্ণেরে আনিতে শীঘ্রগতি॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহামতি।
বিদুরাদি সর্ব্বজন চলিলা সংহতি॥
যুবনাশ্ব নরপতি যান তার সঙ্গে।
কৃষ্ণ আনিবারে চলে অতি বড় রঙ্গে॥
নানা বাদ্য উৎসব করিয়া নরপতি।
বনমালা নগরে বান্ধিল শীঘ্রগতি॥
টাঙ্গাইল চান্দোয়া চামর সর্ব্ব জন।
স্বর্ণ ঘণ্টা দ্বারে২ করিল স্থাপন॥
বান্ধিল পুষ্পের ঝারা আনন্দিত মনে।
দিব্য বস্ত্র পাতিয়া রাখিল রাজগণে॥
অগুরু চন্দন মাল্য রাখে দুই সারি।
সবে বলে এই পথে আসিবেন হরি॥
হেনমতে আনন্দিত নগরের জনা।
কৃষ্ণ দরশনে যান সকলে হস্তিনা॥
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আনিবারে।
আইলেন হেনকালে শ্রীকান্ত নগরে॥
পদব্রজে হেটিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
দেখিয়া ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি॥
কি কব তুলনা যারে দিতে নারে বেদে।
সেই হরি প্রণমিলা যুধিষ্ঠির পদে॥
আলিঙ্গন কৃষ্ণকে দিলেন নরপতি।
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণ্ডব সংহতি॥
পদব্রজে যান কৃষ্ণ হস্তিনানগরে।
কৃষ্ণ দেখি লোক সব আনন্দ অন্তরে॥

প্রবেশিল যুধিষ্ঠীর পুরে নারায়ণ।
রাজসভা সুশোভা হইল সেইক্ষণ॥
সভাসদ সকলে হইল আনন্দিত।
হেনকালে আইলেন ব্যাস ইচ্ছামত॥
কৃষ্ণ দেখি মহামুনি আনন্দ অপার।
প্রশংসা করেন ধন্য পাণ্ডুর কুমার॥
যজ্ঞ হোম দান করি না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম তোমার সহিতে॥
এত বলি সভাতে বসিল মহামুনি।
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন।
উপস্থিত কর যত আছে আয়োজন॥
দেশে দেশে পাঠাইয়া আন হব্য গব্য।
যজ্ঞ করিবারে চাহি ভাল ভাল দ্রব্য॥
বিলম্ব না হয় আন দূত পাঠাইয়া।
যতনে রাখিব দ্রব্য ভাণ্ডারে পুরিয়া॥
রাজাকে কহেন তবে ব্যাস তপোধন।
বিলম্ব না কর রাজা কর আয়োজন॥
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ।
অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু হইবে উৎপাত॥
সাধু কর্ম্মে আছয়ে বাধক বহুতর।
কিন্তু তব সহায় সখা দামোদর॥
অতএব উদ্বেগ না হবে রাখ ভক্তি।
তোমাকে জিনিতে কারু না হইবে শক্তি॥
দূত পাঠাইয়া শীঘ্র আন আয়োজন।
আমন্ত্রণ করি আন দেব মুনিগণ॥
ব্যাসের বচনে রাজা অর্জ্জুনে ডাকিল।
যজ্ঞ আয়োজন হেতু যতনে বলিল॥
করিলেন অর্জ্জুন নিযুক্ত দূতগণে।
নানা দ্রব্য আন শীঘ্র পরম যতনে॥
পুরী পরিষ্কার করে কত শত জন।
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন॥
দধিকুল্যা ঘৃতকুল্যা দুগ্ধ সরোবর।
ত্রিবিধ করিল কত দেখিতে সুন্দর॥
দধি সরোবর করে অতি মনোহর।
আয়োজন পূর্ণ হৈল ভাণ্ডার নগর॥
কৃষ্ণ যাহে যজ্ঞেশ্বর হইলা আপনি।
আইল কতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি জানি॥
নানামতে বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
মহানন্দে লোক সব আপনা পাসরে॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্ঠীর আছেন নিশ্চিন্তে।
হেনকালে উৎপাত হইল আচম্বিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

অনুশাল্ব দৈত্যের যুদ্ধ।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় শুন মহামুনি।
উৎপাত হইল কিবা কহ তাহা শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
আরম্ভ না হৈতে যজ্ঞ যুদ্ধের পত্তন॥
অনুশাল্ব নামে এক দৈত্যের ঈশ্বর।
কৃষ্ণের উদ্দেশে আসে হস্তিনানগর॥
গজবাজি রথ রথি সেনাগণ লৈয়া।
বহু সৈন্য অনুশাল্য আইল সাজিয়া॥
বেড়িল হস্তিনাপুরী সঙ্কোচ না করে।
হাট ঘাট বেড়িল পদাতি ঘরে ঘরে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে দৈত্য কোথা গদাধর।
পলাইলে কেন মম মারি সহোদর॥
আজি তোমা বিনাশিব এতে নাহি আন।
পাণ্ডবে শরণ নিলা রাখিবারে প্রাণ॥
পলাইয়া আইলা কি দ্বারকা ছাড়িয়া।
হস্তিনাতে আইলাম তোমার লাগিয়া॥
এত বলি অনুশাল্য কহে সৈন্যগণে।
কৃষ্ণকে মারিব আমি পরম যতনে॥
ভয় নাহি করি আমি করিতে সংগ্রাম।
আমার বিপক্ষ বড় দেব গুণধাম॥
যদি আজি গোবিন্দকে আমি দেখা পাই।
ক্ষণমাত্রে বিনাশিব শুনহে সবাই॥
যতনে করহ সবে কৃষ্ণ অন্বেষণ।
লুকাইলা মম ডরে যাদব নন্দন॥
যে মোরে দেখাবে কৃষ্ণ সংগ্রাম মাঝারে।
নানা ধন দিব আমি কহিনু সবারে॥
কৃষ্ণকে জিনিয়া আমি যে ধন পাইব।
সত্য করি কহিলাম তাহা তারে দিব॥
যে আমাকে দেখাইবে যশোদানন্দনে।
সে মম পরমবন্ধু জানে সর্ব্বজনে॥
এত অহঙ্কার করি প্রবেশিল পুরে।
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠীরে॥
অনুশাল্য দৈত্য আসি বেড়িল নগর।
অহঙ্কারে আসিতেছে করিতে সমর॥
কুবচন কহিলেক কত নারায়ণে।
সে সকল কথা রাজা না শুনি শ্রবণে॥
দূতের বচনে যুধিষ্ঠির নরপতি।
সংগ্রাম করিতে আজ্ঞা দেন শীঘ্রগতি॥

কৃষ্ণ নিন্দা শুনিয়া যতেক পাণ্ডুগণ।
দৈত্যের সহিত যান করিবারে রণ॥
সহদেব নকুলাদি যান ভীম বীর।
অর্জ্জুন গাণ্ডীব লয়ে সাজিলেন ধীর॥
মেঘবর্ণ আর সাজে সুবেগ কুমার।
নানা অস্ত্র লইয়া যতেক পরিবার॥
নানা অস্ত্র লয়ে সবে পাণ্ডবেরগণ।
দৈত্যের সম্মুখে গিয়া দিল দরশন॥
সৈন্য দেখি অনুশাল্য বলে উচ্চস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ সৈন্য সব দেখাও আমারে॥
কোথা গেল পাপ উগ্রসেন অনুচর।
আইস আমার সঙ্গে করিতে সমর॥
পাণ্ডব সহিতে আমি যুদ্ধ নাহি করি।
প্রতিজ্ঞা আমার আছে মারিব শ্রীহরি॥
এত যদি অনুশাল্য বলিল বচন।
তাহা শুনি কুপিত হইল সর্ব্বজন॥
রণে প্রবেশিল সবে ধনু টঙ্কারিয়া।
দৈত্যকে বিন্ধিল বাণ আকর্ণ পুরিয়া॥
ভীম সহদেব বলে বাহিনী চাপিল।
দেখি অনুশাল্য দৈত্য গর্জ্জিতে লাগিল॥
কুপিত হইয়া তবে দৈত্যের ঈশ্বর।
ভীম সহদেবে বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
দৈত্য শরে অচেতন দুই মহাবীর।
সহিতে না পারি রণে হইল অস্থির॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল দোঁহে পরিহরি রণ।
মার মার শব্দে ডাকে দৈত্য সেনাগণ॥
দৈত্যের বিক্রম দেখি বীর ধনঞ্জয়।
লোহিত লোচন অতি কুপিত হৃদয়॥
মহাক্রোধে পার্থ বীর করেন সমর।
তাহা দেখি ডাকি বলে দৈত্যের ঈশ্বর॥
শুনহ অর্জ্জুন তুমি আমার বচন।
তোমার প্রতিজ্ঞা যত জগতে ঘোষণ॥
আমাকে জিনিতে তুমি হইবে মোহিত।
সংগ্রাম করিব আমি কৃষ্ণের সহিত॥
আমার বিবাদ যে পা দেব নারায়ণ।
তোমার সহিত আমি না করিব রণ॥
অশক্ত জনের সঙ্গে না করি সংগ্রাম।
তুলারাশি দেখি আমি তব গুণধাম॥
এত যদি ডাকিয়া বলিল দৈত্যেশ্বর।
কহিলেন কুপিয়া গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধর॥
কি বলিব ওরে মূঢ় নাহি তোর জ্ঞান।
আমি কি নহিরে তোর সমরে সমান॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু অনলে।
নিবাত কবচ আমি জিনিনু পাতালে॥
আমার সংগ্রামে তুষ্ট হইল ঈশান।
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের করি অপমান॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যত কুরুসেনা।
সবারে জিনিয়া আমি রাখিনু ঘোষণা॥
তোর সম পাপী নাহি শুনরে বর্ব্বর।
কৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিতে সমর॥
বামন হইয়া বাঞ্ছা চন্দ্রমা ধরিতে।
আমি তোরে বিনাশিব সৈন্যের সহিতে॥
যদ্যপি আমার হাতে হয় অব্যাহতি।
তবে যুদ্ধ করিস রে কৃষ্ণের সংহতি॥
এত বলি অর্জ্জুন গাণ্ডীব লয়ে করে।
অগ্নিবাণ মারিলেন দৈত্যের উপরে॥
ক্রুদ্ধ হৈল অনুশাল্য অর্জ্জুনের বাণে।
সংগ্রাম করয়ে বীর কঠোর সন্ধানে॥
অর্জ্জুনের যত বাণ বিনাশিল শরে।
দুই জনে মহাযুদ্ধ সময় ভিতরে॥
বরুণাস্ত্র সন্ধান করেন ধনঞ্জয়।
বায়ু বাণে নিবারিল দৈত্য দুরাশয়॥
মারেন বহ্নিবাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ক্ষুরপা বাণেতে দৈত্য করে নিবারণ॥
হেনমতে অর্জ্জুনের যত অস্ত্র ছিল।
অনুশাল্য দৈত্য তাহা বাণে নিবারিল॥
জিনিতে না পারিলেন ইন্দ্রের তনয়।
দৈত্যের সমরে বড় উপজিল ভয়॥
তবে অনুশাল্য দৈত্য বিচারিল মনে।
অর্জ্জুনে বিন্ধিল বীর এক লক্ষ বাণে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়িল কিরীটি।
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল সেনা কোটি২॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সুবেগ ধনুর্দ্ধর।
অনুশাল্য সঙ্গে গেল করিতে সমর॥
বাণঘাতে বীর সব অচেতন হৈল॥
সমর ত্যজিয়া সবে ভয়ে পলাইল।
যুবনাশ্ব রাজা পরে প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম কৈল অনুশাল্য সনে॥
দৈত্য বাণে নরপতি হইল জর্জ্জর।
প্রাণ লয়ে পলাইল ত্যজিয়া সমর॥
গদ শাম্ব আদি করি যত বীর ছিল।
অনুশাল্য দৈত্য সহ অনেক যুঝিল॥
জিনিতে নারিল যুদ্ধ করি প্রাণপণ।
ভয়ে পলাইল সবে পরিহরি রণ॥

চিন্তিত পাণ্ডব সৈন্য দৈত্যের প্রহারে।
প্রাণ লয়ে গেল সবে কৃষ্ণের গোচরে॥
সংগ্রাম বৃত্তান্ত যত কৃষ্ণকে কহিল।
তাহা শুনি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য উপজিল॥
দৈত্য যুদ্ধে পার্থবীর হইল কাতর।
হাসিলেন শুনিয়া তাহাতে গদাধর॥
হাতে পান করিয়া বলেন নারায়ণ।
অনুশাল্য ধরিয়া দিবেক কোন জন॥
আসিয়া লউক পান আমার গোচরে।
ঘুষিবে তাহার যশ জগত ভিতরে॥
বীরপুঞ্জ সাক্ষাতেতে কহিলাম আমি।
ঘুষিতে থাকুক তার যশ অবিশ্রামি॥
এত শুনি প্রদ্যুম্ন সাহসে করি ভর।
লইল কৃষ্ণের পান সভার ভিতর॥
অঙ্গীকার করিলেন কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
সাজিল মকরধ্বজ দৈত্যকে মারিতে॥
ধনুর্ব্বাণ নানা অস্ত্র নিল যুদ্ধ হেতু।
সুসজ্জা হইয়া রথে যান মীনকেতু॥
অনুশাল্য দৈত্য যথা আছয়ে সমরে।
তথায় গেলেন বীর যুদ্ধ করিবারে॥
সৈন্যেতে বেষ্টিত হয়ে ধাইল অনঙ্গ।
দুই বীর দেখাদেখি বাড়িল তরঙ্গ॥
আকর্ণ পুরিয়া কাম করিল সন্ধান।
অনুশাল্য হৃদয়ে মারিল দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ক্রুদ্ধ হৈল দৈত্য অধিপতি।
ডাক দিয়া প্রদ্যুম্নেরে বলে শীঘ্রগতি॥
যুঝিতে আইলা তুমি লয়ে ধনুর্ব্বাণ॥
দেখিলে না সময়ে বীরের জ্ঞানবান॥
সন্মুখ হইয়া যদি যুঝ মম সনে।
তবে পাঠাইব তোমা যমের সদনে॥
চোর বংশে জন্ম তব জানহ চাতুরী।
গোপ ঘরে তব বাপ ননী কৈল চুরী॥
উদুখলে নন্দজায়া বান্ধিল তাহারে।
মিথ্যা নহে এই কথা বিদিত সংসারে॥
গোপিকার বসন হরিল যেই হরি।
রুক্মিণীকে পান যেই ছলে চুরি করি॥
কপট করিয়া সে মারিল কত জনে।
নিতান্ত অবোধ লোক তাহারে বাখানে॥
কিন্তু সে সকল কর্ম্ম নারিব করিতে।
আমি আজি যমঘরে পাঠাব নিশ্চিতে॥
এতেক বচনে কাম ক্রুদ্ধ হন মনে।
যুড়িল সাহসে বাণ ধনুকের গুণে॥
আকর্ণেতে মারিলেন দৈত্যের উপরে।
অনুশাল্য দৈত্য তারে নিবারিল শরে॥
তবে দৈত্য শত বাণ পুরিল সন্ধান।
আকর্ণ পুরিয়া কামে মারিলেক বাণ॥
বাণেতে কাটিল তাহা কৃষ্ণের কুমার॥
তাহা দেখি দৈত্য কোপ বাড়িল অপার।
দিব্য অস্ত্র ধনুকে যুড়িল দৈত্যপতি।
প্রদ্যুম্নে মারিল বাণ করিয়া সুগতি॥
উড়াইল সারথি সহিতে রথখান।
প্রদ্যুম্ন পড়িল গিয়া কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
কামদেব দেখি ক্রোধ হৈল গদাধরে।
মারিলেন লাথি তার শিরের উপরে॥
দৈত্যবাণে অচেতন ছিল সম্বরারি।
চেতন পাইল বীর পরশিতে হরি॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন প্রদ্যুম্নে চাহিয়া।
রণে ভঙ্গ দিলে তুমি মম পুত্র হৈয়া॥
শুনরে পামর পুত্র তুমি কুলাধম।
তোমা হৈতে কলঙ্ক হইল অনুপম॥
প্রাণভয়ে পলাইলা ত্যজিয়া সংগ্রাম।
কিসের কারণে তবে সম্বরারি নাম॥
আমার সাক্ষাতে গেলা করি অহঙ্কার।
রণে ভঙ্গ অপযশ ঘুষিবে সংসার॥
এত যদি নারায়ণ কহিলেন ক্রোধে।
অধোমুখে রহিলেন অনঙ্গ বিষাদে॥
পুত্র অপমান দেখি দুঃখিতা রুক্মিণী।
সচিন্তিত হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আসিয়া তবে তুষি কন্দর্পকে।
এ কর্ম্ম উচিত নহে কহিল কৃষ্ণকে॥
যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে সবাকার।
আপনি জানহ কৃষ্ণ সংসারের সার॥
গরুড়ে চাপিয়া তবে গেলেন শ্রীহরি।
প্রবেশ করেন রণে গদা চক্র ধরি॥
কৃষ্ণ দেখি হরষিত হৈল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র লয়ে যুঝে কৃষ্ণের সংহতি॥
শত শত বাণ দৈত্য কৈল অবতার।
না পারিল চক্রে তাহা দেবকী কুমার॥
তবে গদা সন্ধান পুরিল নারায়ণ।
প্রাণভয়ে পলাইল দৈত্য সেনাগণ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া কোপিল দৈত্যেশ্বর।
ধনু ধরি রণ করে কৃষ্ণের গোচর॥
অপার মহিমা কৃষ্ণে বুঝে কোন জন।
দৈত্য সহ করিলেন ঘোরতর রণ।

দৈত্য শরে জর্জ্জর হইল দেব হরি।
রহিতে না পারিলেন গরুড় উপরি॥
জর্জ্জর হইল বাণে বিনতানন্দন।
দৈত্যশরে অত্যন্ত কাতর নারায়ণ॥
ক্রোধে অনুশাল্য দৈত্য গদা লয়ে হাতে।
মারিল সক্রোধে গদা গরুড়ের মাথে॥
মোহ গেল পক্ষিরাজ পলায় সত্বরে।
কৃষ্ণকে লইয়া গেল ধর্ম্মের গোচরে॥
অচেতন নারায়ণ গরুড় উপরে।
তা দেখি জন্মিল ভয় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
চিন্তাযুক্ত হইলেন পাণ্ডবেরগণ।
আইলেন রণে ভঙ্গ দিয়া নারায়ণ॥
এই অমঙ্গল কথা শুনিয়া রুক্মিণী।
কৃষ্ণের সম্মুখে আসি কহিলেন বাণী॥
প্রথমে পরের দুঃখ কেহ নাহি জানে।
ফলিলে আপন অঙ্গ জ্ঞাত হয় মনে॥
যুদ্ধ করি কামদেব হৈল হীনবল।
পলাইল সারথি লাইলা তুমি ছল॥
চরণ প্রহারে তারে কৈল অপমান।
তুমি কেন ভয়ে ভঙ্গ দিলা ভগবান॥
দৈত্য যুদ্ধ সহিবারে না পারিলা তুমি।
প্রদ্যুম্নে মারিলা লাথি কি বলিব আমি॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ রুক্মিণী বচনে।
বলিলেন হেনকালে ভীম নারায়ণে॥
একি শুনি অমঙ্গল বল চক্রপাণি।
হাসিয়া কলঙ্ক ঘুচাইতে চাহ শুনি॥
নাবুঝিয়া প্রদ্যুম্নে করিলে তিরস্কার।
রণে ভঙ্গ কথা আমি শুনিনু তোমার॥
তবে যুধিষ্ঠীর রাজা ব্যাসে জিজ্ঞাসেন।
দৈত্য যুদ্ধে নারায়ণ কেন ভঙ্গ দেন॥
বলিলেন ব্যাস শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্ত মহিমা কৃষ্ণ বুঝে কোন জন॥
ব্রাহ্মণের বাক্য কৃষ্ণ সত্য করিবারে।
রণে ভঙ্গ দিয়া যান পুরীর ভিতরে॥
গর্গমুনি অভিশাপ দিল নারায়ণে।
অপমান পাবে তুমি অনুশাল্য রণে॥
একারণে রণে ভঙ্গ দিলেন শ্রীহরি।
শুন রাজা তোমারে কহিনু সত্য করি॥
নহে কি কৃষ্ণের ভঙ্গ সংগ্রামেতে হয়।
যাহার বচনে ঘটে অখিল প্রলয়॥
যন্ত্রের আকার প্রাণী শুনহ রাজন।
বেদ শক্তি বাখানিয়া যন্ত্রী নারায়ণ॥

ব্যাসের বচনে ধর্ম্মী বিস্ময় ঘুচিল।
দৈত্য সিংহনাদ মনে ভয় উপজিল॥
হেনকালে বৃষকেতু রাজার সাক্ষাতে।
অহঙ্কার করি বীর বলিলা সভাতে॥
আজ্ঞাকর যাব আমি করিতে সমর।
দৈত্যকে বান্ধিয়া আনি তোমার গোচর॥
কৃষ্ণের প্রসাদে আমি জিনিব সমর।
ভয় নাহি আজ্ঞা কর ধর্ম্ম নৃপবর॥
দৈত্য সিংহনাদ আর না পারি সহিত।
আজ্ঞা দেহ যাই আমি সংগ্রাম করিতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর্ণের নন্দন।
তোমারে পাঠাই হেন নাহি লয় মন॥
রণে ভঙ্গ আপনি দিলেন যদুপতি।
কি মতে জিনিবে তুমি সেই দুষ্টমতি॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব কামদেব আর।
না পারিল সহিবারে পরাক্রম যার॥
তুমি শিশু হয়ে যুদ্ধ করিবে কেমনে।
শুন বৃষকেতু আমি ভয় পাই মনে॥
কর্ণ শোক পাসরিনু তোমারে দেখিয়া।
যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন থাকহ বসিয়া॥
বৃষকেতু বলিলেন ভয় নাহি মনে।
আজ্ঞা দিলে যুদ্ধ আমি করি দৈত্যসনে॥
তবে দিল অনুমতি রাজা যুধিষ্ঠির।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যান মহাবীর॥
সিংহনাদ করিয়া সাজিল বৃষকেতু।
গোবিন্দে প্রণমি গেল যুঝিবার হেতু॥
ধর্ম্মরাজে প্রণমিলা আর চারিজনে।
সিংহনাদ করি বীর প্রবেশিল রণে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কর্ণের কুমার।
দৈত্যের সম্মুখে গিয়া বলে মার মার॥
শত শত বাণ বীর এড়ি একবারে॥
অগ্নি হেন বাণ বিন্ধে দৈত্যের শরীরে।
বাণে বাণ নিবারিল দৈত্য মহামতি।
হেনমতে যুদ্ধ হয় দৈত্যের সংহতি॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
হৃদয়েতে ভাবিলেন অভয় চরণ॥
কৃষ্ণ পদ ধ্যান করি যুড়িলেন শর।
বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল দৈত্যেশ্বর॥
মূর্চ্ছাগত অনুশাল্য হৈল অচেতন।
ধাইয়া ধরিল তারে কর্ণের নন্দন॥
অনুশাল্য দৈত্যেশ্বরে ধরিয়া দুহাতে।
আনিয়া দিলেন শীঘ্র ধর্ম্মের অগ্রেতে॥

ধন্য ধন্য বৃষকেতু করিয়া ব্যাখ্যান।
ধর্ম্মপুত্র দেন তারে আলিঙ্গন দান॥
ঘুষিতে রাখিলা তুমি আপনার যশ।
বৃষকেতু গুণে কৃষ্ণ হইলেন বশ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব প্রীতি পান মনে।
আলিঙ্গন দিলা সবে কর্ণের নন্দনে॥
তবে অনুশাল্য দৈত্য পাইল চেতন।
মায়া ঘুচাইলা তার কমললোচন।
দিব্য জ্ঞান দেন তবে দৈত্যের ঈশ্বরে।
কৃষ্ণ দেখি দৈত্যরাজ দণ্ডবৎ করে।
প্রণাম করিয়া করে যোড় করি হাত।
প্রসন্ন হইলা মোরে দেব জগন্নাথ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
এ স্থানে আনিল মোরে করিয়া বন্ধন॥
একারণে দেখিলাম চরণ তোমার।
সফল এ জন্ম আজি হইল আমার॥
যে চরণ হইতে আইল ভাগিরথী।
যে চরণ পরশে সানন্দ বসুমতী॥
যে চরণ সর্ব্বদা ভাবয়ে যোগিগণ।
সে পদ দেখিনু মম সফল জীবন॥
ধন্য যুধিষ্ঠির তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃষ্ণ দরশন পাই তোমার মিলন॥
আমার অনেক ভাগ্য জন্মে২ ছিল।
একারণে পাদপদ্ম দরশন হৈল॥
মদে মত্ত হয়ে আমি করিলাম রণ।
অপরাধ না লইবা ধর্ম্মের নন্দন॥
তুমি দোষ ক্ষমা কর তবে নাহি ভয়।
প্রসন্ন হবেন মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
দৈত্য বাক্য শ্রবণে কহিল ধর্ম্মরাজ।
শুন দৈত্য ক্ষমিলাম তোমার অকায॥
এত বলি প্রসাদ দিলেন নরপতি।
ধর্ম্মরাজ দৈত্যরাজ করিল প্রণতি॥
দৈত্যকে কহেন ধর্ম্ম মধুর বচনে।
বিদায় দিলাম আমি যাও নিকেতনে॥
তবে অনুশাল্য বলে করি যোড়হাত।
দেশে না যাইব আর পাণ্ডবের নাথ॥
থাকিব তোমার সঙ্গে হস্তিনানগরে।
সতত দেখিতে পাব দেব গদাধরে॥
রাজ্য ধনে মম কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কি করিব ধর্ম্মের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দৈত্যেশ্বর।
অর্জ্জুন সহিতে তুমি যাইবা সত্বর॥

রাখিবা যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সুগতি।
এই ভার তোমাকে দিলাম দৈত্যপতি॥
তুমি আর রঘুনাথ অর্জ্জুন সহিত।
রাখিবে যজ্ঞের ঘোড়া হয়ে সাবহিত॥
ইহা শুনি অনুশাল্য আনন্দিত মন।
নিজ সৈন্য আনিলেন করিয়া সাজন॥
অশ্ব রাখিবারে দৈত্য করে অঙ্গীকার।
প্রত্যয় পাইলা মনে ধর্ম্মের কুমার।
এই বিবরণ কহি তোমার গোচর॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ নরবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহামুনি।
যজ্ঞের আরম্ভ কথা অপূর্ব্বকাহিনী॥
অর্জ্জুন গেলেন যদি অশ্ব রাখিবারে।
ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী উপরে॥
ধরিয়া রাখিল ঘোড়া কোন বলবান।
কার সহ কি প্রকারে সংগ্রাম বিধান॥
আমাকে সে সব কথা কহ তপোধন।
তোমার প্রসাদে শুনি পুর্ব্ব বিবরণ॥
বলিল বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয়॥
বলিলেন ব্যাস তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি।
ঋষি মুনি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি॥
আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ মধু পুর্ণিমাতে।
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনাও ত্বরিতে॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইয়া।
ঋষি মুনি ব্রাহ্মণেরে আনেন বরিয়া॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ প্রাপ্ত মুনিগণ।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্য যুধিষ্ঠীর করিলা পুজন।
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন॥
আসনে বসিলা যত ঋষি মুনিগণ।
যোগেন্দ্র জটিল বহু আইল ব্রাহ্মণ॥
বলিলেন যুধিষ্ঠীর কৃষ্ণেকে স্মরিয়া।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল লইয়া॥
অনুচর আয়োজন সব যোগাইল।
যজ্ঞের মণ্ডপে সব যতনে থুইল॥
বেদের বিধানে মঞ্চ করিল নির্ম্মাণ।
আশী হাত গর্ত্ত দণ্ড সুন্দর বিধান॥

শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হাত পরিসর।
নির্ম্মাইল যজ্ঞ বেদী পরম সুন্দর॥
সুবর্ণ রচিত ঘট আরোপিল তাতে।
পুষ্পঝারা বান্ধিল চান্দোয়া চারিভিতে॥
দ্রৌপদী সহিত ধর্ম্মরাজ করি স্নান।
বসিলেন দোঁহে শুক্লবস্ত্র পরিধান॥
বেদধ্বনি করিল সকল মুনিগণ।
পুরোহিত করিলেন বেদ উচ্চারণ॥
শুভক্ষণে সঙ্কল্প করিল নরপতি।
ব্যাসদেব নৃপেরে দিলেন অনুমতি॥
ব্রাহ্মণ বরণ কর বসন ভূষণে।
ত্বরায় আনহ অশ্ব যজ্ঞ সান্নিধানে॥
ব্যাসের বচনে রাজা আনন্দ হইয়া।
আনাইল তুরঙ্গকে যজ্ঞে সাজাইয়া॥
আসন বসন সব কনকে রচিত।
সুবর্ণের থাল ঝারী মণিতে খচিত॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে করিল বরণ।
প্রত্যক্ষ সবারে দেন আসন ভূষণ॥
বরণ পাইয়া চিত্তে আনন্দিত মনে।
বসিল সকল দ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভণে॥
দ্রৌপদী সহিতে ব্রতী হইল রাজন।
মধুপূর্ণিমাতে হৈল যজ্ঞ আরম্ভণ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়া সত্বরে।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম্ম নরবরে॥
কুসুম চন্দনে ঘোড়া করিল ভূষণ।
বান্ধিলেন অশ্বভালে সুবর্ণ দর্পণ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখিলা দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে॥
নিজ বলে ছাড়াইয়া তুরঙ্গ আনিব।
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞে সঙ্কল্প করিব॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এসব লিখিল।
ঘোটক অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল॥
সোনার নূপুর দিল ঘোড়ার চরণে।
অশ্ব অঙ্গ আচ্ছাদিল রজত কাঞ্চনে॥
কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী।
হুলাহুলী মঙ্গল করিল অগ্রসরি॥
সত্যভামা আদি যত কৃষ্ণের রমণী।
মঙ্গলবিধানে অশ্ব পূজিল তখনি॥
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলিল নরবর।
অশ্বরক্ষা হেতু ভাই সাজহ সত্বর॥

আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞ স্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিতে একাসনে॥
অসিপত্র ব্রত আচরণে দিব মন।
যতনে করিবা ভাই ঘোটক রক্ষণ॥
অশ্ব চুরী হৈলে যজ্ঞ সাঙ্গ না হইবে।
ব্রত নষ্ট হবে আর কলঙ্ক রহিবে॥
শুনিয়াছি মুনি মুখে এ সব কথন।
অশ্ব হারা হয়ে দুঃখ পায় কত জন॥
যতনে রাখিবা অশ্ব বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়া কার্য্য সিদ্ধ হয়॥
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি।
সঙ্গেতে লইয়া যাও যত সেনাপতি॥
খাণ্ডব দহিয়া তুমি তুষিলা অনলে।
বিনাশিলে নিবাত কবচে বাহুবলে॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বে করিলা অপমান।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সহ সংগ্রাম বিধান॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা চিন্ত অকারণে।
আমাকে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া আমি তুরঙ্গ আনিব।
যদি কেহ ঘোড়া ধরে তারে বিনাশিব॥
কৃষ্ণের প্রসাদে ভয় না করি কাহারে।
কহিলাম সত্য আমি সবার গোচরে॥
এত বলি ধনঞ্জয় হইল বিদায়।
ঋষি মুনিগণ দিল জয়ধ্বনি তায়॥
অশ্ব পিছে ধনঞ্জয় করেন প্রয়াণ।
বাজায় দামামা ভেরী থমক বিধান॥
মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজে পটহ ঝাঝরী।
ডমরু রসাল বাজে ডুমরি মোহরি॥
জয়ঢাক বীরঢাক বড়ং দামা।
কাঁসর পিনাক বাজে আর বহু নামা॥
ভয়ানক ভেরি বাজে শঙ্খ জয় জয়।
অশ্ব অগ্রে পিছে আর নানা বাদ্য হয়॥
নর্ত্তকী নাচয়ে গান করে কত গুণী।
অশ্ব সঙ্গে সৈন্য কত লেখা নাহি শুনি॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও অশ্ব রাখিবারে॥
প্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিল নারায়ণ।
অশ্ব রাখিবারে পুত্র করহ গমন॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক ধনুর্দ্ধর।
গদ শাম্ব সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর॥
রাখিবা তুরঙ্গ সব মন্ত্রণা করিয়া।
যুঝিবা সমর মধ্যে বীরত্ব করিয়া॥

এত বলি প্রত্যেকেরে করেন বিদায়।
প্রণমিয়া নারায়ণে সর্ব্ব সৈন্য যায়॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্য সুবেগ কুমার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যান অশ্ব রাখিবার॥
বৃষকেতু বীর যান কর্ণের নন্দন।
অনেক অশ্বের সঙ্গে করিল গমন॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে।
প্রথমে যজ্ঞের ঘোড়া চলিল দক্ষিণে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

নীলধ্বজ রাজার সহিত পাণ্ডব-
দিগের যুদ্ধ।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দক্ষিণ দিকেতে গেল পাণ্ডবের হয়॥
পশ্চিমে চলিল সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি।
প্রবেশ করিল গিয়া মাহেশ্বতী পুরী॥
মাহেশ্বতী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম।
অস্ত্র শাস্ত্র বিশারদ বীর গুণধাম॥
ধর্ম্মেতে পালেন ধরা নীলধ্বজ রায়।
নানা সুখে আছে রাজা ক্লেশ নাহি পায়॥
নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করে সর্ব্বজনে।
নৃপতি পালনে ধনী সব প্রজাগণে॥
প্রবীর নামেতে তার প্রধান তনয়।
যৌবনে হইয়া মত্ত ত্যজি ধর্ম্ম ভয়॥
যুবতী লইয়া নিরন্তর করে কেলি।
নানা রঙ্গে করে রঙ্গ সদা কুতূহলী॥
হেনকালে যজ্ঞ অশ্ব যায় সেই পথে।
প্রবীর বনিতা তাহা দেখিল কি মতে॥
মদনমঞ্জরী নামে প্রধান বনিতা।
যোড়হাতে হয়ে স্বামী অগ্রে কহে কথা॥
হের দেখ অশ্ব আসে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা রতন॥
সোনার নূপুর বাজে ঘোড়ার চরণে।
ভুলিল আমার মন অশ্ব দরশনে॥
অশ্ব ধরি দেও মোরে শুন প্রাণেশ্বর।
নাহিলে মরিব আমি তোমার গোচর॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
ধাইয়া ধরিল ঘোড়া সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অশ্ব ভালে লিখন পড়িল নৃপসুত।
পত্র পড়ি অহঙ্কারে বাড়িল বহুত॥
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে।
ঘোড়া লয়ে তোমরা পলাও নিকেতনে॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।
তুরঙ্গ রাখিতে সঙ্গে ধনঞ্জয় বীর॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া আছে কোনজন॥
যদি কেহ অশ্ব ধরে নাশিব তাহারে।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া হস্তিনানগরে॥
অশ্বভালে এই পত্র আছুয়ে লিখন।
অবশ্য সংগ্রাম হবে অশ্বের কারণ॥
কদাচিত অশ্ব আমি না দিব তাহারে।
ঘোড়া না পাইয়া রঙ্গে ডাকিবে আমারে॥
অতএব তোমাসব যাও নিজপুরে।
বান্ধিয়া রাখিব ঘোড়া লয়ে কার ঘরে॥
এত বলি অনুচর অশ্ব সঙ্গে দিল।
প্রবীর বনিতাগণ পুরে প্রবেশিল॥
হেথা অশ্ব না দেখিয়া যত সৈন্যগণ।
নানা অস্ত্র লয়ে যায় করিবারে রণ॥
অগ্রেতে গেলেন পার্থ ধনুঃশর হাতে।
সাক্ষাত হইল তার প্রবীরের সাতে॥
কত সৈন্য সঙ্গে আছে রাজার তনয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে বীর ধনঞ্জয়॥
পরিচয় দেও তুমি কাহার নন্দন।
কি জন্যে যজ্ঞের ঘোড়া করিলে বন্ধন॥
করিছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ যুধিষ্ঠির।
ঘোড়া ধরে পৃথিবীতে আছে কোন বীর॥
প্রবীর বলিল নাই কর অহঙ্কার।
ঘোড়া ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার॥
বুঝিব তোমার বল পাণ্ডুর নন্দন।
কেমনে লইবা অশ্ব কর তুমি রণ।
অর্জ্জুন বলেন যুদ্ধ করি তোর সনে॥
হাসিবেক এ কথা শুনিলে ক্ষত্রগণে॥
বিবাদ করিব আমি বালক সংহতি।
যুঝিবেক তোর সঙ্গে অন্য সেনাপতি॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রোষে রাজার কুমার।
আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
এত শুনি অগ্নিদেব প্রবেশিল রণে।
অর্জ্জুন কটক সব দাহিল আগুনে॥
কহিলেন দেখিয়া অর্জ্জুন বৈশ্বানরে।
ক্ষমা কর অগ্নি হও সদয় অন্তরে॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু তোমারে।
অক্ষয় কবচ তুমি দিয়াছ আমারে॥
এক্ষণে অন্যায় কর কিসের লাগিয়া।
যোড়হস্ত হয়ে বলি যাও নিবর্ত্তিয়া॥

অশ্বমেধ করিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহাতে করিবে তুমি অশ্ব হুতিভক্ষণ॥
অর্জ্জুন বচনে অগ্নি সম্প্রীতি পাইল।
তেজো নিবারণ হেতু অর্জ্জুনে কহিল॥
পাইয়া অগ্নির আজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়।
এড়িলেন বরুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয়॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি সলিল পরশে।
মন্দানল হয়ে গেল ভূপতির পাশে॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নৃপ সমাগন।
আপনি পালান রাজা পরিহরি রণ॥
প্রবীর রাজার পুত্র ছিলেন পশ্চাতে।
দেখিয়া অর্জ্জুনে তিনি আইল ত্বরিতে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার মুণ্ড কাটা যায়।
প্রবীর রাজার পুত্র পড়িলেন তায়॥
পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরস বদন।
ভঙ্গ দিল মনে দুঃখ পাইয়া রাজন॥
নীলধ্বজ রাজে কহে মধুর ভারতী।
অর্জ্জুনে জিনিতে নাহি আমার শকতি।
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ।
মনুষ্য নহেন পার্থ নর নারায়ণ॥
আমি অগ্নি শুন রাজা পাণ্ডবের পক্ষ।
পাণ্ডবের সখ্য করি না করি অসখ্য॥
তুরঙ্গ অর্পিয়া তুমি ত্রুত কর প্রীতি।
রাজা প্রজা রক্ষা কর শুন নরপতি॥
নহিলে সঙ্কট বড় হইবে দুষ্কর।
রাখিতে নারিব আমি শুন নৃপবর॥
জামতার বাক্য শুনি রাজা মতিমান।
অশ্ব আনিবারে তবে অন্তঃপুরে যান॥
পুত্রশোকে ভূপতির অন্তর জর্জ্জর।
নয়নে সলিল ধারা বহে নিরন্তর॥
বিরস বদনে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা প্রেয়সীর গোচরে॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র সমাচার পায়ে।
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হয়ে॥
কোথায় প্রবীর বলি দুঃখি নরপতি।
পুত্রশোকে অচেতন জনা গুণবতী॥
নৃপতি বলেন আমি না কান্দিব আর।
অশ্ব দিয়া রাজা আমি রাখি আপনার॥
ছিলাম পুরুষ আমি হইলাম নারী।
এ সব ঈশ্বর লীলা বুঝিতে না পারি॥
সম্প্রীতি করিব আমি অর্জ্জুনের সনে।
সংগ্রামে পড়িল পুত্র কার্য্য নাহি রণে॥

বলিলেন জনা কি কহিলে নরপতি।
শত্রু সঙ্গে কি প্রকারে করিবা পিরীতি॥
প্রবীরে মারিয়া সে হইল মম অরি।
তার সঙ্গে প্রীতি কর কহিতে না পারি॥
সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জ্জুনে মারিয়া কর শোক নিবারণ॥
নীলধ্বজ বলিলেন শুন গুণবতী।
জামতা হারিল রণে অর্জ্জুন সংহতি॥
যার বাহুবলে আমি জিনি সবাকারে।
স্থির হৈতে নারিলেন অর্জ্জুনের শরে॥
তুমি কি বুঝিবে নীত সব আমি জানি।
পাণ্ডবের সহায় আপনি চক্রপাণি॥
প্রীতি করি তার সনে অশ্ব সমর্পিয়া।
অশ্বরক্ষা হেতু আমি যাব গোড়াইয়া॥
শুনিয়া বলিল রাণী ধিক বীরপনা।
রহিল ঘুষিতে তব অযশ ঘোষনা॥
জন্মিয়া ক্ষত্রিয় কুলে ত্যজিলে সংগ্রাম।
শত্রুর আশ্রয় লহ বৃথা ধর নাম॥
তোমা বিদ্যমানে মৈল কোলের কোঙর।
পুত্রশোকে মরি এই তোমার গোচর॥
এত বলি রাজ রাণী কান্দিয়া কুস্বর।
অশ্ব লয়ে নরপতি আইল সত্বরে॥
অর্জ্জুনের অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায়।
যোড়হাতে বলিলেন ক্ষমহ আমায়॥
না জানিয়া মম পুত্র অশ্ব ধরে নিল।
বিধাতা তাহার ফল হাতেই দিল॥
এত বলি নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে॥
রাণী তাহা শুনি বড় ক্রুদ্ধ হয়ে মনে।
অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জনার পুত্রশোকে ভ্রাতৃ গৃহে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

তবে জনা পাটেশ্বরী, অন্তরেতে ক্রোধ করি,
তাজিয়া আলয় ধন জন।
পুত্রশোকে অধোমুখ, মনেতে ভাবিয়া দুঃখ
স্বামি নিন্দা বিপক্ষ শরন॥
পশে যুক্তি করি পরে, বিনাশিতে পার্থবীরে,
সহোদরে সহায় লইব।
পুরাইব মনোরথ, দৈবে হৈল এই পথ,
কি করিয়া ঘরেতে রহিব॥

বিনাশিলে অর্জ্জুনেরে, তবে মম আশ পুরে,
নহে আমি ত্যাজব শরীর।
কাতর হইল রাজ, দুঃখতে না হয় লাজ,
কোথা গেল তনয় প্রবীর॥
লাজে অধোমুখে হৈয়া,মনেতে সুযুক্তি লৈয়া,
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি।
উল্লুকের বিদ্যমান, জনা কান্দি অপমান,
পুনঃ২ লোটাইল ধুলি॥
ভগিনীর দশা দেখি, উলকি হইল দুঃখী,
হাতে ধরি তুলিল তাঁহারে।
না কহিবা বিবরণ, কান্দ কেন অকারণ,
কোন জনে দুঃখ দিল তোরে॥
বলিলেন জনা ভাষ, কহিবারে, চাহি তাই,
প্রবীর বিনাশ হৈল রণে।
অর্জ্জুন আইল পুরে, অশ্ব রাখিবার তরে,
এ হেতু সংগ্রাম তার সনে॥
যুদ্ধ করে ধনঞ্জয়, জামতা পাইল ভয়,
পরাজয় মানিল ভূপতি॥
পুত্রশোক না ভাবিয়া, তুরঙ্গ দিলেন নিয়া,
পার্থ সহ করিলেন প্রীতি॥
শুনিয়া পাইনু তাপ, না ঘুচিল মনস্তাপ,
স্বামি নিল শত্রুর শরণ।
বিনাশিয়া অর্জ্জুনেরে,যদ্যপি রাখহ মোরে,
তবে দুঃখ হয় নিবারণ॥
এ বড় অধিক লাজ, নীলধ্বজ মহারাজ,
পুত্রশোক না করিল মনে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয় কুলে, অশ্ব রাখিবার ছলে;
ভয়ে গেল অর্জ্জুনের সনে॥
পায়ে ধরি ভ্রাতৃবর, প্রতিজ্ঞা রাখিবা মোর,
অর্জ্জুনের বধিয়া জীবন।
আমি সে অবলাজাতি কলঙ্কেতে পাই ভীতি;
নহে আমি করিতাম রণ॥
তাই সে উল্মুক নাম, মর্ম্ম বুঝি গুণধাম;
লজ্জাতে করিল হেটমাথা।
অবলা প্রবলা হৈয়া, নিজপুরি ত্যাগ দিয়া,
কি কারণে আসিয়াছ হেথা॥
পার্থ নর নারায়ণ, কহেলেন মুনিগণ,
রণে কেহ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবের সখা গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু;
কেবা তার কি করিতে পারে॥
আপনার ভাল চাও; নিজালয়ে চলি যাও
ত্যহাতে আমার ক্রোধ নাই।
যে কর্ম্ম করিলা তুমি, কভু নাহি শুনি আমি,
প্রতিফল পাবে মম ঠাঁই।
কহিবেক দুষ্ট ভাষা, নহে কাটিতাম নাসা,
অবলার এত অহঙ্কার॥
ভ্রাতৃ মুখে কথা শুনি, জনা অপমান গণি,
নাহি গেল পুরে আপনার।
মহাভারতের কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
গোবিন্দ চরণে মন, নিয়োজিয়া অনুক্ষণ,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার শাপ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
কি যুক্তি করিল জনা কহ বিবরণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
অপমান পায়ে তবে জনা গুণবতী॥
ভ্রাতার কাছেতে পায়ে বড় অপমান।
মনেতে করিল যুক্তি ত্যজিব পরাণ॥
ভাগীরথী তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
যোড় হস্তে বলিলেন শুন ভাগিরথী॥
শুন গঙ্গাদেবী আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আজি ত্যজিব জীবন॥
বধিলেন অর্জ্জুন আমার পুত্র প্রাণ।
আপনি করিবা মাতা দুঃখে পরিত্রাণ॥
সেই হেতু চিত্তে বড় হৈল অভিমান।
কাতর হইয়া বলি তোমা বিদ্যমান॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পায়ে জনা তখনি মরিল॥
জনার মরণে শোক পান ভাগিরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জ্জুনের প্রতি॥
সতী কন্যা মরে পার্থ তোমার কারণে।
এ সকল ভয় তব নাহি হয় মনে॥
ভীষ্মে নিপাতিলা তুমি কপট করিয়া।
ভয় না করিলা পিতামহকে মারিয়া॥
কৃষ্ণ সখা বলিয়া বাড়িল অহঙ্কার।
না বুঝ দেবের মায়া পাণ্ডুর কুমার॥
পৌত্রের হস্তেতে ভীষ্ম ত্যজিল পরাণ।
তুমিও পুত্রের হস্তে হারাইবে প্রাণ॥
শাপিল জাহ্নবীদেবী কিরীটির তরে।
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে॥

ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ পাণ্ডব সভায় ।
ব্যাসদেব বুঝিলেন তার অভিপ্রায় ॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠীর দেব নারায়ণে ।
কহ কৃষ্ণ আপনি হাসিলা কি কারণে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন ধর্ম্ম নরবর ।
অভিশাপ পাইলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
শাপিলেন গঙ্গা যেই দুঃখ পায়ে মনে ।
মরিলেন পার্থ বব্রুবাহনের রণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইল কেমন ।
অভিশাপ দেন গঙ্গা কি হেতু এমন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন রাজা গুণধাম ।
মহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম ॥
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া তাহার নন্দন ।
অশ্ব হেতু অর্জ্জুনের সঙ্গে বাজে রণ ॥
প্রবীর তাহার পুত্র মরে রণস্থলে ।
রাজরাণী শরীর ত্যজিল গঙ্গাজলে ॥
গঙ্গাতে মরিল সেই পুত্রশোকে গিয়া ।
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখিত হইয়া ॥
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জয় বীরে ।
আপনি চলিল রাজা অশ্ব রাখিবারে ॥
অর্জ্জুন কারণে ভয় না করিও তুমি ।
সঙ্কট হইলে রক্ষা হেতু যাব আমি ॥
এত শুনি প্রবোধেন কৃষ্ণ নৃপবরে ।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ॥
অমৃত সমান মহাভারত কথন ।
কহে কাশীদাস ভাবি গোবিন্দ চরণ ॥

জামতার অগ্নির বিবরণ ।

জন্মেজয় কহিলেন কহ তপোধন ।
তোমা প্রতি করি আমি এই নিবেদন ॥
রাজার জামতা অগ্নি হৈল কি কারণে ।
এই কথা কৃপা করি কহিবা আপনে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
কহিতেছি নীলধ্বজ রাজার ভারতী ॥
জনা নামে নারী নীলধ্বজের মহিষী ।
রতি জিনি তার রূপ পরম রূপসী ॥
জনা সঙ্গে নীলধ্বজ নানা কেলী করে ।
দৈবযোগে গর্ভ তার হইল উদরে ॥
লক্ষ্মী শাপে সেই গর্ভে হন বসুমতী ।
স্বাহা নামে হৈল কন্যা শুন নরপতি ।
পরম সুন্দরী কন্যা বাড়ে দিনে দিনে ।
চন্দ্রমার শোভা যেন পৌর্ণমাসী দিনে ॥

কন্যা দেখি ভূপতির আনন্দ অপার
স্বাহা বলি নাম রাজা রাখিল তাহার ॥
হইল বিবাহ কাল ভাবি মনে মনে ।
অনুক্ষণ যুক্তি পাত্র মিত্রগণ সনে ॥
কারে কন্যা দান দিব কোথা পাব বর ।
কালাতীত হইলে হইবে মন্দতর ॥
কন্যা বলে শুন পিতা আমার বচন ।
মনুষ্যলোকেতে হয় নাহি লয় মন ॥
দেবপতি হবে মম এতে নাহি আন ।
কহিলাম সত্য পিতা তোমা বিদ্যমান ॥
স্বাহার বচনে রাজা হরিষ অন্তরে ।
কাহারে বরিবা তুমি বলহ আমারে ॥
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র কিবা শমন পবন ।
কুবের বরুণ অগ্নি কারে তব মন ॥
শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু আর যত দেবগণ ।
কার পত্নী হবে তুমি বলহ বচন ॥
আমার অনেক ভাগ্য এতে নাহি আন ।
দেবপত্নী হবে তুমি আমার সম্মান ॥
স্বাহা বলে শুন পিতা আমার বচন ।
জীবনে মরণে অগ্নি বলে সর্ব্বজন ॥
শিশুকাল হৈতে মম অনলেতে মতি ।
শুন পিতা অগ্নি পূজা করি নিতি২ ॥
অনল আমার স্বামী কহিনু তোমারে ।
তাহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে ॥
রাজা বলিলেন কোথা পাব দরশন ।
স্বাহা বলে আসিবেন করিলে স্মরণ ॥
এত বলি রাজকন্যা পূজে বৈশ্বানরে ।
স্তুতি করে স্বাহা পরে যুড়ি দুই করে ॥
স্বাহার বিনয়ে বশ হৈল বৈশ্বানর ।
রহিতে না পারি আসি কহিল সত্বর ॥
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবতী ।
কিসের কারণে পূজা কর নিতি২ ॥
স্বাহা বলে তুমি কর আমাকে গ্রহণ ।
তব পত্নী হব আমি এই নিবেদন ॥
এই হেতু স্তব করি পুজিয়া তোমারে ।
এই অভিলাষ বিভা করিবে আমারে ॥
এবমস্তু বলি অগ্নি দিল সেই বর ।
বর শুনি স্বাহা দেবী প্রম্প্রীতি বিস্তর ॥
জানাইল পিতারে অগ্নির আগমন ।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দিত মন ॥
যোড়হাতে বিনয় করেন নরপতি ।
কন্যাদান অগ্নিকে করিল শীঘ্রগতি ॥

যোড় হস্ত হয়ে রাজা বলিল অগ্নিরে।
স্বাহা নামে কন্যা আমি দিলাম তোমারে॥
আপনি করিব' তুমি আমারে রক্ষণ।
করিলাম ধন জন রাজ্য সমর্পণ॥
বিপক্ষ না আসে যেন আমার নগরে।
সতত থাকিবে তুমি আমার মন্দিরে॥
এবমস্তু বলি অগ্নি সেই বর দিল।
তারপরে স্বাহাকেও গ্রহণ করিল॥
বিপক্ষ না যায় কেহ নীলধ্বজ পুরে।
শুন রাজা কহিল যে অনলের ডরে॥
কন্যা দিয়া অগ্নিরে রাখিল নরপতি।
জানি যাহা কহি তাহা পূর্ব্বের ভারতী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণ
হইতে অশ্বোদ্ধার।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহামুনি।
পূর্ব্ব বিবরণ কথা তোমা হৈতে শুনি॥
লক্ষ্মী কেন অভিশাপ দিলেন ধরায়॥
পৃথিবীর কি পাতক কহিবে আমায়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সংক্ষেপে তোমারে কহি সে সব কথন॥
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত।
নানা কেলি করে দোঁহে আনন্দ সংযুত॥
অপার মহিমা তার কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থাকেন বক্ষোপরে॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে।
না দেখি এমন তপ না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে॥
মহী বাক্য শুনি তার উপজিল ক্রোধ।
মনোদুঃখে দিলা তারে অভিশাপ বোধ॥
জন্মিবা জনার গর্ভে হবে স্বাহা নাম।
অনল তোমার স্বামী আমি কহিলাম॥
পৃথিবী কহিল তুমি শাপ দিলা মোরে।
নারায়ণ সহ দেখা না হইবে পরে॥
পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ।
সতত পাইব আমি তার দরশন॥
অনুক্ষণ শ্রীগোবিন্দ থাকিবা আমাতে।
এত বলি বসুমতী চলিল ত্বরাতে॥
শাপে বর পায়ে তুষ্ট হইল ধরণী।
স্বাহানামে জন্ম নীলধ্বজের নন্দিনী॥

ভ্রমিতেং অশ্ব প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণ মুখেতে যায় আনন্দিত মনে॥
সম্মুখে দেখিল শিলা বনের ভিতর।
লিজাঙ্গ ঘসিল ঘোড়া পাষাণ উপর॥
যাইতে না পারে ঘোড়া পরশিয়া পাষাণ।
করিলেন দেখিয়া অর্জ্জুন অনুমান॥
বিরস বদন তাহে কুন্তীর নন্দন।
ভীম সহ বিরস হইল সর্ব্বজন॥
অর্জ্জুন বলিল কি হইবে অবসান।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া হইয়া পাষাণ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কার কাছে যাব।
কহ দেখি কি প্রকারে অশ্ববরে পাব॥
প্রদ্যুম্ন বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
এই দেখ সম্মুখে অপূর্ব্ব তপোবন॥
তত্ত্ব পাবে মুনিস্থানে করিলে প্রস্থান।
দুঃখ না ভাবিহ তুমি শুন বুদ্ধিমান॥
প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর কত রথীগণে।
মুনি সম্ভাষিতে সবে গেল তপোবনে॥
সৌরভি বসিয়াছিল আপন আশ্রমে।
শিষ্যগণ বসিয়া তাহার কাছে ক্রমে॥
বেদ শাস্ত্র পাঠ দেন হরষিত মনে।
ধনঞ্জয় কামদেব গেল সেইখানে॥
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া।
নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া॥
পাণ্ডুর তনয় যুধিষ্ঠীর নরপতি।
অশ্বমেধ করিলেন কৃষ্ণের সম্মতি॥
আমরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ।
অর্জ্জুন আমার নাম শুন তপোধন॥
ভ্রমিতেং অশ্ব আইল কানন।
পাষাণে ধরিল ঘোড়া না জানি কারণ॥
ভয় পায়ে নিবেদিনু চরণে তোমার॥
কহ কহ মহামুনি কি হবে আমার॥
জ্ঞাতিবধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত মন।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন তপোধন॥
অর্জ্জুন কহিল যদি এতেক উত্তর।
কহিলেন ঈষদ হাসিয়া মুনিবর॥
শুন ধনঞ্জয় তুমি বচন আমার।
চিত্তের সন্দেহ কেন না ঘুচে তোমার॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ তোমার সারথি।
তথাপিও পাপ বলি মনে ভাব ভীতি॥
কোটি ব্রহ্মহত্যা যায় যাহার স্মরণে।
হেন কৃষ্ণ নাম তুমি নাহি কর মনে॥

নাহি দেখি কিছু ভক্তি তোমার অন্তরে ।
সখা বলি জান তুমি দেব গদাধরে ॥
হিংসাতে যাতনা পায় কৃষ্ণের শরীর ।
জ্ঞাতি বধ পাপে কেন ভাবে যুধিষ্ঠির ॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ ।
পাপ না থাকয়ে তার পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে যদি অশ্বমেধ করিয়াছ মতি ।
পাইবা যজ্ঞের হয় না হইবে প্রীতি ॥
ব্রহ্মশাপে শিলা তনু হইল ব্রাহ্মণী ।
চণ্ডী নামে উদ্দালক মুনীন্দ্র রমণী ॥
তুমি পরশিলে তার হইবে সুগতি ।
পাইবে পূর্ব্বের তনু শুন মহামতি ॥
হইবেক মুক্ত অশ্ব বলি ধনঞ্জয় ।
গোবিন্দ বান্ধব তুমি না করহ ভয় ॥
শুনিয়া এ সব কথা সৌভরি বদনে ।
অশ্ব পাশে আইলেন আনন্দিত মনে ॥
মুনির বচন তার আনন্দ অন্তরে ।
উদ্ধারেন শিলা পরশিয়া অশ্ববরে ॥
স্পর্শিলেন অর্জ্জুন শিলাকে দুই করে ।
শিলারূপ পরিহরি নারীরূপ ধরে ॥
বহুমতে অর্জ্জুনেরে করিল স্তবন ।
তোমার পরশে হৈল এ পাপ মোচন ॥
তুমি নর নারায়ণ এতে নাহি আন ।
শাপ হৈতে আমাকে করিলে পরিত্রাণ ॥
মুক্ত হয়ে নিজালয়ে গেল সে ব্রাহ্মণী ।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয় জয় ধ্বনি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি ।

ব্রাহ্মণীর পাষাণ হইবার বৃত্তান্ত ।

বলিলেন জন্মেজয় শুন তপোধন ।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হৈল কিসের কারণ ॥
অভিশাপ কেন মুনি দিলেন তাহাকে ।
কৃপা করি সেই কথা কহিবা আমাকে ॥
তোমার অপূর্ব্ব মুখ পদ্মের সমান ।
তাহে কত মধু ক্ষরে নাহি পরিমাণ ।
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার ।
কহ কহ মহামুনি করিয়া বিস্তার ॥
প্রত্যহ নূতন কৃষ্ণ কথা মনোহর ।
কৃপা করি সেই কথা কহ মুনিবর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী ॥

উদ্দালক নামে মুনি ছিল তপোধনে ।
চণ্ডী নামে ভার্য্যা তার সর্ব্বলোকে জানে ॥
চণ্ডী নামে কন্যা সেই মুনি ঘরে ছিল ।
বাল্যে উদ্দালকে কন্যা স্বামী ভাবে দিল ॥
বিবাহ করিয়া মুনি ছিল নিকেতনে ।
চণ্ডীকে বুঝান মুনি বিবিধ বচনে ॥
আমি তব স্বামী বটি হই গুরুজন ।
সর্ব্বদা পালিবা তুমি আমার বচন ॥
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না ধরিব ।
তুমি যাহা বল তাহা কভু না করিব ॥
দুঃখ পায়ে উদ্দালক তাহার বচনে ।
কহিল সকল কথা মুনি পত্নীগণে ॥
বলিলেন তারা বাল্যে কত জ্ঞানগতি ।
পালিবে তোমার বাক্য হৈলে বুদ্ধিমতি ॥
হেনমতে বহুকাল বঞ্চিলেন মুনি ।
চণ্ডীকা না শুনে কিছু উদ্দালক বাণী ॥
দুঃখ পান উদ্দালক তাহার মিলনে ।
স্বামীর বচন সে কদাচ নাহি শুনে ॥
কমণ্ডলু আনিতে বলিল মুনিবর ।
দেবতা পুজিব আমি শুনহ উত্তর ॥
যজ্ঞ করি মনোনীত বর মাগি লব ।
চণ্ডী বলে কমণ্ডলু আমি নাহি দিব ।
না আনিব কমণ্ডলু যজ্ঞে নাহি কায ।
কি হইবে সেবিলে গোবিন্দ দেবরাজ ॥
বরে প্রয়োজন নাহি প্রাক্তন সুমূল ।
বৃথা উপদেশ দেও নহে সমতুল ॥
চণ্ডীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল ।
বাক্য নাহি শুনে নানামতে বুঝাইল ॥
তীর্থ হেতু ভ্রমেন কৌণ্ডিন্য মুনিবর ।
উদ্দালক আশ্রমেতে আইল তৎপর ॥
শিষ্যগণ সহিতে আগত মহামুনি ।
প্রীতি পান উদ্দালক এই কথা শুনি ॥
কহিলেন চণ্ডীকে ডাকিয়া মুনিবর ।
না আনিব কৌণ্ডিন্যে করিয়া সমাদর ॥
কোথা পাব ফল মূল নাহি তপোবনে ।
না করিব সংপ্রীতি সে কৌণ্ডিন্যের সনে ॥
চণ্ডী বলে মুনিকে করিব সমাদর ।
ফল মূল আনি আমি পুজিব সত্বর ॥
কমণ্ডলু দেন গিয়া পদ প্রক্ষালনে ।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি চণ্ডীর বচনে ॥
সমাদর করি পরে কৌণ্ডিন্যে আনিল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল ।

ফল মূল আনি দিল করিতে ভক্ষণ।
উদ্দালক সঙ্গেতে বসিল তপোধন॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি।
কহ কৃষ্ণ কথা তোমা হৈতে শুনি॥
উদ্দালক বলিলেন ভার্য্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে চিত্ত না পায় সুগতি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আসিয়া হইল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মনে এই ভীত॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শ্রাদ্ধ করিবা প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যুষ বিহনে॥
জিজ্ঞাসেন চণ্ডীকে মুনির বিদ্যমানে॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডিকা বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
তাহা শুনি কৌণ্ডিন্যের উপজিল ক্রোধ।
আরক্ত লোচনে দেন চণ্ডীকে প্রবোধ।
স্বামিবাক্য পাপিয়সী নাহি ধর মনে।
শিলারূপ হও গিয়া আমার বচনে॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া।
যোড়হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য শুন তপোধন॥
কত কালে হবে মম শাপ বিমোচন॥
দোষ অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলা মোরে।
শাপান্ত করহ প্রভু নিবেদি তোমারে॥
কৌণ্ডিন্য বলেন তুমি থাক গিয়া বনে।
অভিশাপ মুক্ত হবে অর্জ্জুন মিলনে॥
করিবেন অশ্বমেধ যজ্ঞ যুধিষ্ঠীর।
রাখিতে আসিবে ঘোড়া ধনঞ্জয় বীর॥
ধরিয়া রাখিবা ঘোড়া করি বহুবল।
অর্জ্জুনের স্পর্শে পাপ ঘুচিবে সকল॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডিকা পাষাণরূপ হয় সেইক্ষণ॥
চিরকাল শিলা হয়ে আছিল কাননে।
শাপ মুক্ত হইল সে অর্জ্জুন মিলনে॥
অতঃপর অশ্ববর আনন্দে ভ্রময়।
ভদ্রাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্ব গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংগ্রাম॥

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
সুরথ সুধন্বা তার উভয় নন্দন।
বিষ্ণু ভক্ত দুই ভাই বিষ্ণুপরায়ণ॥
হংসধ্বজ মহারাজ ধার্ম্মিক বৈষ্ণব।
অতিথি সেবয়ে রাজা করিয়া গৌরব॥
নিরন্তর বিষ্ণু পূজা রত নরপতি।
সতত থাকেন সাধুজনার সংহতি॥
পাষণ্ড জনের নাহি দেখেন রাজন।
আলাপ পাষণ্ড সঙ্গে না হয় কখন॥
কায়মনোবাক্যে রাজা বিষ্ণু পদে মতি।
সগোষ্ঠী বৈষ্ণব নৃপ অন্যে নাহি মতি॥
প্রজাগণ যত আছে রাজার নগরে।
সর্ব্বলোকে বিষ্ণু পূজা নিত্য২ করে॥
পুণ্যকথা আশ্রয় করয়ে সর্ব্বজন।
পাপপথে কদাচিত নাহি করে মন।
এরূপ ধার্ম্মিক রাজা হংসধ্বজ নাম॥
ধর্ম্মপথে ধর্ম্ম রত পাপ পথে বাম॥
মহাবলবান রাজা বিক্রম গভীর।
সুরথ সুধন্বা তাঁরা দোঁহে মহাবীর॥
ঘোড়া উপনীত হৈল তাঁহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে॥
যুধিষ্ঠির করিলেন অশ্বমেধ ক্রতু।
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার হেতু॥
নগরে আইল ঘোড়া শুনহ রাজন।
সঙ্গে আসিয়াছে তার বহু সেনাগণ॥
দূত মুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
অনন্দেতে দূতে দিল মনে হয়ে প্রীত॥
কি কহিল আরে দূত শুভ সমাচার।
আইল আমার পুরে পাণ্ডুর কুমার॥
আজি যে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জ্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল॥
যে স্থানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
অতি সত্য একথা কহেন মুনিগণ॥
দেখিব মাধব আমি পাণ্ডুর মিলনে।
চিরকাল সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে॥
ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া আনহ সত্বরে।
এত বলি নৃপতি ডাকিল অনুচরে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন॥
অশ্ব লয়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে।
মহানন্দে নরপতি রাখিলেন ঘরে॥
যতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন।
অর্জ্জুনে ধরিতে পুনঃ করিলেন মন॥

হংসধ্বজ বলিলেন শুন বীর লোকে।
যতন করিয়া সবে ধরিবা পার্থকে॥
তবে সে পাইব আমি কৃষ্ণ দরশন।
সবান্ধবে পরশিব তাহার চরণ॥
এবড় আমার সাধ আছয়ে অন্তরে।
দেখা পাব নারায়ণে আপনার ঘরে॥
আমার তপের ফল হইল উদয়।
অকারণে আসিলেন পাণ্ডুর তনয়॥
সাজ সাজ সর্ব্ব সৈন্য করিতে সংগ্রাম।
অর্জ্জুনেরে ধরিলে পূরিবে মনস্কাম॥
বান্ধিল যজ্ঞের ঘোড়া আর নাহি ডর।
এখনি অর্জ্জুন সহ হইবে সমর॥
ঘোড়া বান্ধা গেল পার্থ কোথায় না যাবে।
অর্জ্জুন হইতে সবে গোবিন্দকে পাবে॥
সাজহ আমার যত আছে সেনাগণ।
এত বলি হংসধ্বজ দিলেন ঘোষণ॥
দামামা মৃদঙ্গ ভেরী বাজে কতপুরে।
তাহা শুনি বীরগণ আনন্দ অন্তরে॥
নানা বেশ করে শিরে পরে আভরণ।
গলায় পুষ্পের মালা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন॥
বীরবেশ করি কেহ পরে বীর বস্ত্র।
ঢাল খাণ্ডা হস্তে করি নিল নানা অস্ত্র॥
কেহ ধনুর্ব্বাণ নিল দিব্য অস্ত্র হাতে।
বীরবেশ ধরি কেহ চাপিলেন রথে॥
গজোপরি আরোহণ করে কোন বীর।
হয় পৃষ্ঠে কেহ রহে হইয়া সুস্থির॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ প্রবেশে নগরে।
যত্ন করি নৃপসৈন্য নিবারিতে নারে॥
মহাকোলাহল হৈল শুনি হংসধ্বজ।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব সাজে লক্ষ লক্ষ গজ॥
হংসধ্বজ চন্দ্রকেতু চন্দ্রদেব নাম।
আর কত সৈন্য চলে করিতে সংগ্রাম॥
বলিলেন হংসধ্বজ শুন পুরোহিত।
আপনি সমস্ত জান নয় যত নীত॥
আজি সে আমার জন্ম সফল জীবন।
আসিবেন মম পুরে দেব নারায়ণ॥
অর্জ্জুন ধরিলে তবে আসিবেন হরি।
অন্যথা ইহাতে নাহি কহি সত্য করি॥
বহু পুণ্য হৈতে তাঁর দরশন পাই।
পুণ্যবন্তে দেখা দেন গোবিন্দ গোসাঞি॥
না যাইবে যেই জন পার্থের সমরে।
তাহাকে ফেলিবা তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
আত্ম পর এতে কিছু না কর বিচার।
শুন প্রভু নিবেদিনু চরণে তোমার॥
উত্তপ্ত করিয়া তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আইলে ফেলিবা তাহাতে॥
এত বলি রাজা দিল দামামা ঘোষণা।
পরম্পরা সে কথা শুনিল সর্ব্বজনা॥
রাজার আদেশ পেয়ে রাজপুরোহিত।
করিলেন তাম্রকুণ্ড তৈলেতে পূর্ণিত॥
তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর।
তাহা শুনি পায় ভয় যত ধনুর্দ্ধর।
সত্বরে চলিল সবে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ তুরঙ্গ উপরি॥
ভূপতির তনয় সুধন্বা ধনুর্দ্ধা।
শীঘ্রগতি চলিলেন করিতে সমর॥
যুদ্ধ যাত্রা সময়েতে সুধন্বার নারী।
যোড় হস্ত করি বলে লজ্জা পরিহরি॥
প্রাণনাথ শুন তবে কোথায় গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ॥
সুধন্বা বলেন তুমি নাহি জান ধনী।
যুদ্ধ হেতু আদেশ করিল নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আইল পুরে তুরঙ্গ লইয়া।
ঘোড়া ধরিলেন পিতা দূত পাঠাইয়া॥
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ শুনিয়া শ্রবণে।
যুদ্ধ অভিলাষী পিতা গোবিন্দ কারণে॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ দরশনে।
অর্জ্জুনে ধরিতে আজ্ঞা দিল এ কারণে॥
এই হেতু দিল রাজা নগরে ঘোষণা।
সাজিয়া চলিল যুদ্ধে যত রাজসেনা॥
শুন প্রিয়ে পিতার মনের অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব আজ দেব শ্রীনিবাস॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন॥
প্রভাবতী বলিলেন শুন এক মনে।
আজি রতি ভোগ তুমি কর মম সনে॥
প্রিয় পতিব্রতা আমি শুন প্রাণেশ্বর।
প্রভাতে যাইবে কালি করিতে সমর॥
ঋতুস্নান করিয়াছি নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাও যুদ্ধ করিবারে॥
পর আশা সফল করিয়া যেই যায়।
সর্ব্বত্র তাহার জয় কহিনু তোমায়॥
অর্জ্জুন সহিত যাও করিবারে রণ।
এ কথা শুনিয়া মম [illegible] মন॥

পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদিত সংসারে।
কেমন করিয়া তুমি জিনিবে তাহারে॥
প্রত্যয় না হয় মনে শুন গুণমণি।
নারায়ণ দরশনে মুক্ত হয় প্রাণী॥
ছাড়িয়া সংসার আশা কত মুনিগণে।
বিবেক জন্মিবে তবে দেখি নারায়ণে॥
পুত্র নাহি আমাকে পুজিব কোনজনে।
বিশেষ আমার ঋতু আজিকার দিনে॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ পুত্রদান।
কৃষ্ণ দরশনে ঘর ত্যজে পুণ্যবান॥
পুত্র পৌত্র ইত্যাদি করিয়া বিসর্জ্জন।
কর্ম্ম নাহি এতে প্রভু শুনহ বচন॥
এ সব ঈশ্বর লীলা শুনিয়াছি আমি।
নারায়ণ দরশনে মুক্ত হবে তুমি॥
সতত তোমার মন কৃষ্ণ দরশনে।
ছাড়িয়া সংসার কৃষ্ণে দেখিলে নয়নে॥
একে আমি অবলা তাহাতে কুলনারী।
পুত্র না হইলে তবে কি প্রকারে তরি॥
তোমার ঔরসে মম হইবে তনয়।
এ ঋতু পালন কর শুন মহাশয়॥
শুন প্রাণনাথ মোরে না কর বিনাশ।
পিতৃলোকে রাখ জল গণ্ডূষের আশ॥
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন॥
সুধন্বা বলিল তবে শুনহ সুন্দরী।
মিথ্যা পুত্রে কিবা কার্য্য যদি তুষ্ট হরি॥
প্রভাবতী বলিলেন এ নহে বিচার।
এ জন্ম বিফল পুত্র নাহি হয় যার॥
পুন্নাম নরকে তার না হয় নিষ্কৃতি।
এসব শাস্ত্রের কথা শুন প্রাণপতি॥
ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মহামুনিগণ।
পুত্র জন্মাইল সবে শুন নিবেদন॥
এতে দোষ নাহি মোরে দেও পুত্র দান।
তবে গিয়া সংগ্রামে দেখিবা ভগবান॥
সুধন্বা বলেন শুন আমার বচন।
করিল আমার পিতা নিদারুণ পণ॥
শীঘ্রগতি যেই জন না যাবে সমরে।
তাহাকে ফেলিবে তপ্ত তৈলের উপরে॥
তপ্ত তৈলে ফেলাইয়া দিবেন নরপতি।
প্রাণভয়ে সর্ব্বজন গেল শীঘ্রগতি॥
পশ্চাতে যাইব আমি ভাল নহে কায।
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবা মহারাজ॥
শুন প্রভাবতী তুমি আজি থাক ঘরে।
সংগ্রাম জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে॥
প্রভাবতী বলিলেন শুন প্রাণেশ্বর।
অর্জ্জুনে জিনিবে তুমি সে অতি দুষ্কর॥
সখা যার নারায়ণ সংসারের সার।
এ তিন ভুবনে পরাজয় নাহি তার॥
সেবক বৎসল হরি রাখেন অর্জ্জুনে।
পুরিয়া আমার আশা তুমি যাও রণে॥
পঞ্চশরে জর্জ্জর করিল কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর॥
ঋতু ভঙ্গ কৈলে নাথ যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয়॥
ঋতু রক্ষা হেতু নাহি দিবস বিচার।
এ সকল যত কথা তব জ্ঞাতসার॥
ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
হাসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমিতে॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খাটের উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিয়া ভার্য্যারে॥
প্রভাবতী গর্ভ দিয়া করিলেন স্নান।
যু ঋতে সুধন্বা যুদ্ধে করিলা প্রয়াণ॥
কুবলয়া নাম তার আইল ভগিনী।
সুধন্বা গমনে দেয় জয় জয় ধ্বনি॥
যাও যাও সাধু ভাই অর্জ্জুনের রণে।
তোমা হৈতে কৃষ্ণ আজি দেখিব নয়নে॥
সুধন্বা জননী যে পাইল সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আসি আনন্দ অপার॥
শীঘ্র যাও ওরে পুত্র করিতে সংগ্রাম।
তোমা হৈতে আমরা দেখিব গুণধাম॥
যে স্থানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা বলে সর্ব্বজন॥
বিলম্ব না কর পুত্র চলহ সত্বরে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে ঘোড়া আইল নগরে॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিব পরমানন্দ অর্জ্জুন মিলনে॥
জননীর বচন শুনিয়া হরষিত।
প্রণাম করিয়া মায়ে চলিল ত্বরিত॥
হেথা দেখ সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখিল॥
সুধন্বারে না দেখি বলিল নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমন সন্ততি॥
হংসধ্বজ কহিলেন রাগে পুরোহিতে।
আজি সুধন্বাকে তৈলে ফেলাও নিশ্চিতে॥

পুত্র হয়ে না পালিল পিতার বচন।
হেন ছার পুত্র মম নাহি প্রয়োজন ॥
পুরোহিত সঙ্গে রাজা এ কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে ॥
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে।
রাজারে প্রণাম করি রাজ সম্ভাষণে ॥
সুধন্বা দেখিয়া রাজা বলিল বচন।
আজ্ঞার বাহির তুই হৈলি কি কারণ ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ আইলেন পুরে।
করিলাম যত্ন তারে ধরিবার তরে ॥
অর্জ্জুনে ধরিলে পাব কৃষ্ণ দরশন।
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণ পণ ॥
ত্বরায় সাজিয়া যেবা না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিব তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
ভয়েতে সাজিয়া চলে যত সেনাগণ।
না হইল তোর মনে কি জন্যে স্মরণ ॥
প্রলয় দামামাধ্বন না শুনিলে কাণে।
বল দেখি ঘরেতে রহিলি কি কারণে ॥
সুধন্বা বলেন পিতা কর অবধান।
অশ্বালয়ে আসি আমি করিতে প্রয়াণ ॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল ॥
মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব এ বিলম্ব হইল রাজন ॥
তাহাতে বলিল হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলি আমার কুলে তুই পাপমতি ॥
যুদ্ধের সময়ে তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট দেখিব কেমনে নারায়ণ ॥
তুই সে আমার কুলে বঞ্চিত হইলি।
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কামে মন দিলি ॥
কৃষ্ণেতে বিমুখ এই তপ্ত তৈল পাশে।
উচিত যে শাস্তি হয় করিব বিশেষে ॥
পাত্র মিত্র বলিলেন এ নহে বিচার।
লোক অনিন্দিত কর্ম্ম তোমার কুমার ॥
না করিলে ঋতু রক্ষা হয় মহাপাপ।
কি বুঝিয়া সুধন্বাকে দেও মনস্তাপ ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় জানহ আপনি।
লঘু পাপে গুরুদণ্ড নহে নৃপমণি ॥
পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আসিল পশ্চাতে ॥
ঋতু রক্ষা কারণে বিলম্ব হৈল তার।
কহ প্রভু কি হইবে ইহার বিচার ॥

ক্রুদ্ধ হৈল পুরোহিত রাজার বচনে।
করিয়া আরক্ত চক্ষু দৃষ্টি রাজাপানে ॥
শুন রাজা সর্ব্বগুণ গুণী নরপতি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সন্ততি ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম ঘোষে সর্ব্বজন।
পুত্র স্নেহে ধর্ম্মপথ করিলে লঙ্ঘন ॥
এত বলি সভা হৈতে যান পুরোহিত।
বলিলেন ক্রোধ ভরে অধর কম্পিত ॥
না থাকিব তব দেশে শুন নরপতি।
দেখিনু তোমার রাজা এবে পাপমতি।
এত শুনি হংসধ্বজ কহিলা পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে ॥
তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে ফেলাইবা তুমি।
সুধন্বাকে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি ॥
অন্যের বচনে না আসিবে পুরোহিত।
আনি গিয়া আমি তারে করিয়া বিহিত ॥
এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে ॥
আপনি শুনিলা তুমি রাজার বচন।
তৈল পাশে দ্রুত যাহ রাজার নন্দন ॥
সুধন্বা বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন।
কিন্তু দুঃখ না দেখিব কমললোচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে নিক্ষেপ।

এত বলি সুধন্বা আইল তৈল পাশে।
ডর পায়ে লোক সব দেখিতে না আসে ॥
তপ্ত তৈল দেখি বীর না করিয়া ভয়।
গোবিন্দ চরণ ভাবি রাজার তনয় ॥
জয় হে নারায়ণ পরম কারণ।
আমি মূঢ় না সেবিনু তোমার চরণ ॥
এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ না দেখি সমরে ॥
ওহে কৃষ্ণ রক্ষা কর অকাল মরণ
তপ্ত তৈলে মোরে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে সুধন্বা ডাকিল নারায়ণে।
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥
এত বলি সুধন্বা জপিলা কৃষ্ণনাম।
না শুনিয়া শোকে লোক হইল বিরাম ॥
সুমতি রাজার পাত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলাইয়া দিলা তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥

ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈল মধ্যে তার না গেল জীবন॥
সুধন্বা বসিয়াছিল তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণনাম ডাকিল সুস্বরে॥
ঘনং কৃষ্ণনাম ডাকিল সুধন্বা।
ভূপতি সভায় হেথা উঠে ঘোর কান্না॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
পড়িল সুধন্বা তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভক্ত বুঝি তাহাকে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈলে সুধন্বার নহিল মরণ॥
নামের মহিমা আমি কহিনু তোমারে।
পুরজন আইল সুধন্বা দেখিবারে॥
অশ্বমেধ পর্ব্ব কথা পাপের বিনাশ।
শ্রবণে পবিত্র হয় কহে কাশীদাস॥

সুধন্বার তৈলে পতনে রাজা ও রাণীর শোক।

না দেখিয়া সুধন্বারে, কান্দিতেছে উচ্চৈঃস্বরে
ভূমিতে লোটায় সর্ব্বজন।
কেহ মনে দুঃখ পায়ে, রাজার সম্মুখে যায়ে,
কহিলেন সুধন্বা নিধন॥
তাহ শুনি পুরোহিতে, কহিলেন দুঃখান্বিতে,
সুধন্বা মরিল তৈল পাশে।
রক্ষা হৈল ধর্ম্ম পথ, রহিল শাস্ত্রের মত,
দেখিবারে চল সুহরিষে।
তবে হংসধ্বজ রায়, যায় পুরোহিত পায়,
তৈল কাছে আসিয়া সত্বরে।
তাহাকে বেড়িয়া লোক, করে নানাবিধ শোক,
না দেখ বৈষ্ণব সুধন্বারে।
হংসধ্বজ নরপতি, বিহ্বলে পড়িয়া ক্ষিতি,
পুত্রশোকে হরিল চেতন।
কেহ জল দেয় মুখে, কর্ণমূলে কেহ ডাকে,
পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত রাজন॥
নগরে বাসকে যায়, সমাচার দিতে চায়,
সুধন্বার জননী যে স্থানে।
শুনং ঠাকুরাণী, সুধন্বা ত্যজিল প্রাণী,
অগ্নিসহ তৈলের মিলনে॥
পাষাণে বান্ধিয়া মন, দেখিলাম সর্ব্বজন;
তৈলে মৈল তোমার নন্দন।
পুত্রশোকে নরপতি, লোটাইয়া পড়ে ক্ষিতি,
দেখিবারে করহ গমন॥

শুনি অমঙ্গল কথা, চলিল সুধন্বা যথা,
ত্যজিয়া গেলেন অন্তঃপুরা।
বধূগণ চলে সাথে, শোকাকুল নানা মতে,
প্রভাবতী সুধন্বার নারী॥
লজ্জা ভয় নাহি করে, কান্দে রামা উচ্চৈঃস্বরে
কোথা প্রভু বৈষ্ণব সুধন্বা।
প্রবেশিয়া রণে পরে, কে ধরিবে অর্জ্জুনেরে
কৃষ্ণকে দেখাবে কোনজনা॥
ধরিয়া রাজার পায়, কান্দি রাণী উভরায়,
কেন কৈলা নিদারুণ পণ।
রণস্থলে প্রবেশিব, অর্জ্জুনেরে পরাজিব,
মিছা তুমি করিলা ভাবন॥
রাজা বলিলেন পুত্র, উঠ তুমি শুদ্ধ গাত্র,
পরাভব করহ অর্জ্জুনে।
আছিলাম অভিলাষে, দেখিবারে শ্রীনিবাসে
আনিয়া দেখাও নারায়ণে॥
বলিয়া এত রাজন, পুত্রশোকে অচেতন,
প্রবোধ করয়ে রাজরাণী।
শোকসিন্ধু তেয়াগিয়া, অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া,
আনিয়া দেখাও চক্রপাণি॥
জন্মিলে মরণ ভয়, আছে হেন মহাশয়,
অদ্য কিবা শতেক বৎসর।
কেহ চিরজিবী নহে, দেহ শাস্ত্রে হেনকহে
আনিয়া দেখাও গদাধর॥
পুনঃ২ বাড়ে শোক, চমকিত সর্ব্বলোক,
তৈল দ্রোণি দেখে সর্ব্বজন।
সুধন্বা বসিয়া আছে, যেন পদ্মহ্রদ মাঝে,
কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ॥
পুলকে পুর্ণিত হয়; নৃপ অগ্রে কেহ কয়,
অবধান শুন মহারাজ।
সুধন্বা আছেন তৈলে, বসি অতি কুতূহলে,
যেন দেখি প্রফুল্ল পঙ্কজ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে ঘুচয়ে ব্যথা,
কালের কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

তপ্তৈতল হইতে সুধন্বার উত্থান ও পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ।

নৃপতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
সুধন্বা দেখিতে রাজা করিল গমন॥

বসিয়া সুধন্বা তথা তৈলের ভিতরে।
কাঞ্চন প্রতিমা যেন শোভা হেন করে॥
সুধন্বাকে সজীব দেখিয়া নৃপমণি।
হরিষে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি॥
পুরোহিত বলিলেন শুন নরপতি।
তৈল না তাতিল তাহে করিবেক স্থিতি॥
পুত্র স্নেহ হেতু তুমি ভাণ্ডাও আমারে।
তপ্ত নাহি হয় তৈল কহিনু তোমারে॥
পরীক্ষা করিলে তৈল জানিব সকল।
আমারে আনিয়া দেও নারিকেল ফল॥
অনুচরে নারিকেল আনিল সত্বরে।
পুরোহিত ফেলিলেন তৈলের ভিতরে।
তৈলস্পর্শে শতখান হৈল এককালে।
আসিয়া বাজিল শঙ্খ লিখিতের ভালে॥
অচেতন হয়ে দোঁহে পড়িল ধরণী।
ভয় প্রাপ্ত দোঁহারে তুলিল নরমণি॥
কতক্ষণে দুইজনে পাইল চেতন।
সুমতীরে জিজ্ঞাসেন ডাকিয়া তখন॥
তৈল পরশিতে শিশু কি বাক্য বলিল।
অপূর্ব্ব ঔষধ মুখে কিবা দিয়াছিল॥
পাত্র বলিলেন পরে শুন দ্বিজবর।
নারায়ণে সুধন্বা ডাকিল বহুতর॥
কৃষ্ণ২ করি মুখে তৈলেতে পড়িল।
লোকেরা সকলে ইহা নয়নে দেখিল॥
করিলেন রক্ষা হরি তাই সুধন্বারে।
ঔষধ না জানে কিছু কহিনু তোমারে॥
পাত্র বাক্যে দুই জনে হন হরষিত।
ঝাপ দিতে তৈলে কুণ্ড চলিল ত্বরিত॥
আমরা পাষণ্ড বড় বৈষ্ণবে হিংসিনু।
রাখিতে এ পাপ হেনু নরকে ডুবিনু॥
এত বলি তৈলেতে পড়িল দুই জন।
সুধন্বার অঙ্গ সঙ্গে খণ্ডিল মরণ॥
লইয়া শংখ লিখিতে রাজার কুমার।
তৈল হৈতে উঠিলেন আনন্দ অপার॥
হরষিত হংসধ্বজ পুত্র দরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল বাপের চরণে॥
পরে দুই পুরোহিত কহিল রাজারে।
সুধন্বা সমান ভক্ত না দেখি সংসারে॥
বৈষ্ণবে হিংসিয়া মোরা পাইনু যন্ত্রণা।
শুন হংসধ্বজ বড় বৈষ্ণব সুধন্বা॥
সুধন্বা জিনিবে রণ এতে নাহি আন।
দেখাইবে তোমারে আনিয়া ভগবান॥

কৃষ্ণ দরশন পাবে শুন নরপতি।
সফল তপস্যা কৈলে তুমি মহামতি॥
পুরোহিত মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সুধন্বাকে তুষিলেন দিয়া আলিঙ্গন॥
হেনকালে কহিলেন রাণী সুধন্বারে।
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে॥
শুন পুত্র শীঘ্র যাও করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন॥
এত বলি রাজরাণী গেল নিজ ঘরে।
হরিষে চলিলা বীর যুদ্ধ করিবারে॥
দুই দলে দেখাদেখি বাজিল সমর।
সিংহনাদ ছাড়ি দোঁহে বরিষয়ে শর॥
রবির কিরণ রুদ্ধ হৈল শরজালে।
অন্ধকার চারিদিকে ঘন রণস্থলে॥
গজবাজী পদাতিক পড়ে বিদ্যমানে।
রক্তেতে বহিল নদী দোঁহাকার বাণে॥
সুধন্বা সংগ্রামে রত হাতে ধনুর্ব্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডব সৈন্য নাহি ধরে টান॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের তনয়।
রথে আরোহিয়া যান সমরে নির্ভয়॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রবেশিল রণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল বীর সুধন্বার সনে॥
দোঁহাকার শরজালে ছাইল গগণ।
দোঁহে শত শত বাণ করে বরিষণ॥
বৃষকেতু শত বাণ পূরিল সন্ধান।
সুধন্বা কাটিয়া তাহা কৈল খান২॥
পঞ্চশত বাণ এড়ে রাজার নন্দন।
বাণাঘাতে বৃষকেতু হল অচেতন॥
সুধন্বা বিন্ধিল পরে কৃষ্ণের নন্দনে।
অগ্র হৈয়া কামদেব ক্রোধ করি মনে॥
চেতন পাইয়া উঠি কর্ণের কুমার।
ধনুক পাতিলা বীর আসি পুনর্ব্বার॥
সুধন্বারে ডাকিয়া বলিল ক্রোধ মনে।
আমার সহিতে যুদ্ধ বিন্ধ অন্যজনে॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুনহ সুধন্বা।
আজি তোমা বধি আমি রাখিব ঘোষণা॥
এত বলি বৃষকেতু বাণবৃষ্টি করে।
নিবারেন সুধন্বা ছাড়িয়া বহু শরে॥
বৃষকেতু রথধ্বজ সুধন্বা কাটিল।
সারথির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
বাণগুণ ধনু তার কাটিলেন শরে।
মারিল সহস্র বাণ বৃষকেতু পরে॥

ভঙ্গ দিয়া গেল পরে কর্ণের নন্দন।
শ্রীকৃষ্ণ তনয় গেল করিবারে রণ॥
মহাক্রোধভরে বীর প্রবেশি সমরে।
বাণাঘাতে পাড়িল যতেক বীরবরে॥
তাহা দেখি সুধন্বা সে মহাক্রোধ মনে।
একবারে শত বাণ ছাড়িলেন রণে॥
প্রদ্যুম্নে বিন্ধিতে বীর করিল যতন।
শোণিত ভূষিত তনু রুক্মিণী নন্দন॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ বিন্ধে কৃষ্ণ জুন।
বাণাঘাতে ক্লান্ত হয় সুধন্বার গুণ॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
কেহ পরাভব নহে দোঁহে তুল্যতর॥
হেনমতে দোঁহে ঘোর হইল সমর।
কৃতবর্ম্মা আইলেন লয়ে ধনুঃশর।
সুধন্বা সহিতে রণ কৈল বহুতর॥
সহিতে না পারি যুদ্ধ হইল ফাঁফর।
বাণাঘাতে কৃতবর্ম্মা পড়িলেন দূরে।
অনুশাল্য দৈত্য গেল যুদ্ধ হেতু পরে॥
ধনুক পাতিল সে সুধন্বা সন্নিধানে।
আবরে আকাশ তাহে বাণ বরিষণে॥
ডাক দিয়া অনুশাল্য বলে ক্রোধ বাণী।
আজি শেলাঘাতে তোর বধিব পরাণী॥
এত বলি শেলপাট এড়ে দৈত্যেশ্বর।
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া পঞ্চ শর॥
ভয় পায় দৈত্যেশ্বর সুধন্বার রণে।
জিনিতে না পারে বীর বিশিষ্ট সন্ধানে॥
পরশু পট্টিশ গদা এড়ে দৈত্যপতি।
সুধন্বা কাটেন তাহা অতি দ্রুতগতি॥
শিলীমুখ সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
সুধন্বা উপরে দৈত্য পুরিল সন্ধান॥
নিবারয়ে রাজসুত নিজ বাণ ঘাতে।
দেখি অনুশাল্য বীর ভীত হয় তাতে॥
সুধন্বা করিল তবে বিশিখ সন্ধান।
শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ব্বাণ॥
কাটিল রথের ঘোড়া সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈলা খণ্ডখণ্ড॥
মারিল সহস্র বাণ দৈত্যের উপরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া অনুশাল্য পড়ে গিয়া দূরে॥
আগে হৈলা যুবনাশ্ব পুত্রের সংহতি।
বাণবৃষ্টি হয় দোঁহে সমরে সুমতি॥
সুধন্বা মারেন বাণ হাতে ধরি চাপ।
বাণবৃষ্টি করিলেন দুর্জ্জয় প্রতাপ॥

সুধন্বার বাণ যেন অগ্নির সমান।
সহিতে না পারি রাজা কাতর পরাণ॥
সুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে।
পিতা পুত্র দুই জনে সুধন্বার সনে॥
রথ হৈতে দূরেতে পড়িল দুই জন।
সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ॥
সাত্যকি সহিত পরে যুঝয়ে সুধন্বা।
ভয়েতে কাতর হয় পাণ্ডবের সেনা॥
যুঝিতে নারিল কেহ সুধন্বার সনে।
পলায় পাণ্ডব-সেনা ভয় প্রাপ্ত মনে॥
বিমুখ হইলা পরে যত সেনাপতি।
তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহামতি॥
ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলেন সুধন্বারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে॥
পরাক্রম যত তব দেখিলাম আমি।
সাহস করিয়া মম সঙ্গে যুঝ তুমি॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিব তোমার সনে মম নাহি ভয়॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃষ্ণকে না দেখি কেন তব রথোপরে॥
সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ।
কেমনে করিবে তুমি মম সহ রণ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তুমি জিনিলে সবায়।
তব রথে সারথি ছিলেন যদুরায়॥
এবে কৃষ্ণ হীন তুমি কিসের লাগিয়া।
নারিবা জিনিতে যুদ্ধে যাও ভঙ্গ দিয়া॥
তোমার প্রতিজ্ঞা আমি শুনি লোক মুখে
খাণ্ডব দাহন তুমি করিলা কৌতুকে॥
কিরাত শঙ্কর সঙ্গে করিলা সমর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার উপর॥
কিন্তু সে সকল যশ গোবিন্দ হইতে।
হেন কৃষ্ণ নাহি কেন তোমার সহিতে॥
শুনহ অর্জ্জুন তোমা করি নিবেদন।
কোনস্থানে কৃষ্ণ বিনা জিনিয়াছ রণ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তব প্রকাশিত যশ।
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ॥
যদি যুদ্ধ করিতে তোমার থাকে মন।
আপনি সারথি আনি দেব নারায়ণ॥
সুধন্বার বচনে অর্জ্জুন ক্রোধ মন।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে পুরিলা সন্ধান॥
মারিলেন আকর্ণ পুরিয়া সুধন্বারে।
হংসধ্বজ সুত তাহা নিবারিল শরে॥

ক্রোধে বাণ মারিলেন রাজার নন্দন।
বাণের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
অর্জ্জুনের বাণবৃষ্টি আকাশ ছাইল।
ঘোর অন্ধকার করি রবি আচ্ছাদিল॥
ভয়েতে পলায় যত ভূপ সেনাগণ।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ নহে স্থির মন॥
গজবাজী রথ পড়ে গণিতে না পারি।
রুধিরের কর্দ্দম ভূমি দেখি ভয় করি॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে সেনা কম্প ভারাপন্না।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করিল সুধন্না॥
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে।
সুধন্না বিক্রম দেখি সকলে প্রশংসে॥
সুধন্না সাহস করি করিল সংগ্রাম।
অর্জ্জুন উপরে পড়ে অস্ত্র অবিশ্রাম॥
অর্জ্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ।
সারথি চালায় রথ নাহি নারায়ণ॥
রাজার তনয় তবে বিচারিল মনে।
অর্জ্জুনের সারথি কাটিব অগ্রে বাণে॥
তবে আসিবেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে।
এত বলি দশ বাণ যুড়ি ভালমতে॥
সুধন্না এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সারথির মাথা কাটি কৈল খানং॥
সারথি পড়িল পড়ে একা ধনঞ্জয়।
সুধন্না বিন্ধিল বাণ হইয়া নির্ভয়॥
অর্জ্জুন জর্জ্জর তনু সুধন্নার বাণে।
রথ নাহি চলে বীর যুঝেন কেমনে॥
হইল কাতর তবে বীর ধনঞ্জয়।
স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণের উদয়॥
সুধন্না দেখিল হরি রথের উপরে।
যোড় হস্ত হয়ে বীর নানা স্তুতি করে॥
কহিল সফল মম এ জন্ম ধারণ।
একত্র দেখিনু আমি নর নারায়ণ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যারে না পান দেখিতে।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম অর্জ্জুন সহিতে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণে আনিলা রণে দেব নারায়ণ॥
চিরদিন যোগাসনে স্থিত যোগিগণ।
বহু তপ করিয়া না পান দরশন॥
হেন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে।
হাতেতে পাচনি ধরি রথ চালাইতে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর কুমার।
এ তিন ভূবনে নাহি তুলনা তোমার॥

এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি॥
অর্জ্জুন বলেন তোমা পরাজিব বাণে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
এই তিন বাণ দেখ যম অবতার।
ইহাতে করিব আমি তোমাকে সংহার॥
সুধন্না বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমি তব তিন বাণ কাটিব নিশ্চয়॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলিব ভূমেতে।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
সুধন্নার বচন শুনিয়া নারায়ণ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহিল তখন॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি কারণ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন॥
সুধন্না বৈষ্ণব বড় শুন ধনঞ্জয়।
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চয়॥
তিনবাণে সুধন্নাকে কাটিবা কেমনে।
তৃণ তুল্য নহ তুমি সুধন্নার রণে॥
মহাবলবান হংসধ্বজের নন্দন।
শুন সখা প্রতিজ্ঞা করিলা কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ তুমি যার নাথ।
কখন কি হয় তার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত॥
কখন প্রতিজ্ঞা মম ব্যর্থ নাহি হয়।
তোমার প্রসাদে মম সর্ব্বস্থলে জয়॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বোলে।
সুধন্না ধনুক হাতে নিল সেইস্থলে॥
ধরিলেন অর্জ্জুন গাণ্ডীব হৃষ্টমনে।
সাহস করিয়া যুদ্ধে রত দুই জনে॥
সুধন্না যতেক বাণ করিল সন্ধান।
করিলেন বাণেতে অর্জ্জুন খানং॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ সুধন্না উপরে।
রাজার তনয় তাহা নিবারিল শরে॥
করিলেন দোঁহে হেনমতে যুদ্ধ নানা।
দেবাসুরে নিতে নারে তাহার তুলনা॥
অগ্নিবাণ সুধন্না করিল অবতার।
বরুণাস্ত্রে নিবারিল ইন্দ্রের কুমার।
যুড়িল বায়ব্য অস্ত্র পাণ্ডুর কুমার।
করিলেন পর্ব্বতাস্ত্রে সুধন্না সংহার॥
দোঁহে মহাবলবন্ত বিক্রমে বিশাল।
দুই জনে যুদ্ধ যেন প্রলয়ের কাল॥
কোপেতে সুধন্না দিব্য অস্ত্র নিল হাতে।
মহাবেগে মারিলেন অর্জ্জুনের মাথে॥

বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন ফাঁফর।
পড়িলেন কৃষ্ণ কোলে হইয়া কাতর ॥
হস্ত বুলাইলা কৃষ্ণ পার্থের উপরে।
শ্রম দূর করিয়া দিলেন ধনু করে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ দিয়া হুহুঙ্কার।
দ্বাদশ যোজন পাছু রাজার কুমার ॥
কতক্ষণে সুধন্না আইল যুদ্ধে পরে।
মহাক্রোধে মারিলেন অর্জ্জুন উপরে ॥
সেই বাণে গেল রথ উভয় যোজন।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণে পাণ্ডুর নন্দন।
হে কৃষ্ণ দেখিয়া কি করিলা নিরূপণ।
দোহা মধ্যে বলবান হয় কোন জন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুনে বাক্যে কহিলা শ্রীহরি।
তোমা হৈতে সুধন্নারে আমি বাখ্যা করি।
আমি রথে বিশ্বম্ভর ধ্বজে হনুমান ॥
আমা দোঁহে ঠেলি গেল উভয় যোজন।
আমি নামি রথ হৈতে দেখ বীরবর।
কি মতে রাখহ রথ আমার গোচর ॥
এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বাধার।
মারিলেন ক্রোধে বাণ রাজার কুমার ॥
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জ্জুনের মন।
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন।
কহিলেন বন্দি প্রভুর কমল চরণ ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন ॥
অনেক সঙ্কটে প্রভু করিলা তারণ।
এবার করহ রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সুধন্নার মুণ্ডচ্ছেদ ও মুণ্ড প্রয়োগে নিক্ষেপ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনিবর স্থানে।
কহিল বৈশম্পায়ন রাজা বিদ্যমানে ॥
শেলপাট হাতে নিয়া পাণ্ডুর কুমার।
সুধন্নারে মারিলেন দিয়া হুহুঙ্কার ॥
সুধন্না কাটিল শেল দিয়া দশ শর।
অর্জ্জুন চিন্তিত তবে দেখিয়া সমর ॥
পাঁচ সাত বাণ পরে ধনুকে ধরিয়া।
সুধন্নারে মারিলেন সন্ধান পুরিয়া ॥
সুধন্নারে জিনিতে নারিয়া ধনঞ্জয়।
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয় ॥
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে।
সুধন্না দেখিয়া তাহা ভীত হন মনে ॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি ভাব অবসান।
করিবা আমার বাণে নাহি পরিত্রাণ ॥
সুধন্না বলেন মম যদি ভাগ্য থাকে।
শরীর ত্যজিব আমি কৃষ্ণের সম্মুখে ॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণ আপন নয়নে ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রাম।
মরিলে পাইব আমি স্বর্গ মোক্ষধাম ॥
কাটিব তোমার বাণ শুন ধনঞ্জয়।
রাখিতে না পারিবেন কৃষ্ণ মহাশয় ॥
এত যদি সুধন্না করিল অহঙ্কার।
কোপে বাণ এড়িলেন কুন্তীর কুমার ॥
বাণ শব্দে চমকিত হয় ত্রিভুবন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ ব্যস্ত দেবগণ ॥
অসুরে হইল ভয় চঞ্চলা ধরণী।
বাণ দেখি সুধন্না স্মরিল চক্রপাণি ॥
হুহুঙ্কার দিয়া বাণ এড়িল অর্জ্জুন।
সুধন্না সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ ॥
তাহা দেখি পাইলেন পার্থ অপমান।
হেট মাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বরে ॥
গর্জ্জন করিয়া অর্দ্ধ বাণ বেগে যায়।
ভগ্ন বাণে সুধন্নাকে কাটিয়া ফেলায় ॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে।
পড়িল সুধন্না বীর অর্জ্জুনের রণে ॥
ধনঞ্জয় কাটিলেন সুধন্নার মাথা।
কাটামুণ্ড ডাকি বলে প্রাণকৃষ্ণ কোথা ॥
বিষ্ণু অনুগত সেই সুধন্না বৈষ্ণব।
হাসিয়া তাহার তেজ নিলেন মাধব ॥
সুধন্না হইল লিপ্ত কৃষ্ণ কলেবরে।
তাহা দেখি পার্থ বীর বিরস অন্তরে ॥
কৃষ্ণপদতলে তার পড়িলেক শির।
সেই মুণ্ড তুলিয়া নিলেন যদুবীর ॥
ভক্তের মস্তক দেখি দয়া হৈল মনে।
গরুড়েরে নারায়ণ ডাকিলা তখনে ॥
বিনতানন্দন রহে নিকটে আসিয়া।
কহিলেন তারে কৃষ্ণ ঈষদ হাসিয়া ॥
সুধন্নার মুণ্ড লয়ে যাও মহাতীরে।
ফেলাইয়া দেও মুণ্ড প্রয়াগের নীরে ॥

প্রয়াগ পবিত্র হবে মস্তক পরশে ।
শুনহ গরুড় যাও আমার আদেশে ॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা কশ্যপ নন্দন ।
সুধন্বার শির লয়ে করিল গমন ॥
হিমালয়ে থাকিয়া দেখেন পশুপতি ।
বৃষভে ডাকিয়া তবে বলিলা ঝটিতি ॥
শুনরে বৃষভ তুই আমার বচন ।
গরুড়ের স্থানে শীঘ্র করহ গমন ॥
সুধন্বার মুণ্ড গিয়া আনিবে অচিরে ।
ফেলিতে না পারে যেন প্রয়াগের নীরে ॥
বৈষ্ণব বর মস্তক আছয়ে প্রয়োজন ।
বিলম্ব না কর তুমি করহ গমন ॥
তাহা শুনি শঙ্করে বলেন ভগবতী ।
আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্পমতি ॥
গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে ।
অপমান পাবে প্রভু কহিনু তোমারে ॥
প্রয়াগে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন মুরারি ।
বৃষভ অশক্ত হবে আনিতে না পারি ॥
হইল শিবের ক্রোধ শিবার বচনে ।
ত্বরায় বৃষভ গেল গরুড়ের স্থানে ॥
জিজ্ঞাসিল খগবর বৃষভে তথায় ।
শিবের বাহন তুমি যাইবা কোথায় ॥
বৃষভ বলিল শুন বিনতানন্দন ।
সুধন্বার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন ॥
পাঠাইলা মহাদেব মস্তক লইতে ।
এই হেতু আইলাম তোমাকে কহিতে ॥
গরুড় বলিল মুণ্ড দিতে নাহি পারি ।
প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিল মুরারি ॥
তার বাক্য লঙ্ঘিবারে শক্তি নাহি ধরি ।
প্রয়াগে ফেলিব মুণ্ড শুন সত্য করি ॥
বৃষভ বলিল মুণ্ড নারিবা ফেলিতে ।
সুধন্বার মুণ্ড আমি লইব নিশ্চিতে ॥
হাসিয়া গরুড় বলে নাহি তব লাজ ।
শুন নাহি শিবমুখে আমি পক্ষিরাজ ॥
গরুড়ের বাক্যেতে বৃষের ক্রোধ হৈল ।
মস্তক কারণ যুদ্ধ দোঁহে উপজিল ॥
দোঁহার বিক্রম আমি কি বলিতে পারি ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কাঁপে তিন পুরী ॥
গরুড়ের সনে বৃষ যুঝিতে না পারে ।
পাকশাটে বৈনতেয় ফেলাইল তীরে ॥
অচেতন বৃষভেরে দেখিয়া ভবানী ।
মুখে হাসি দিয়া তবে রাখিলা পরাণী ॥

শঙ্করে কহেন ক্রোধে দেবী ভগবতী ।
যতেক ভাঙ্গড়গণ তোমার সংহতি ॥
বিষ্ণুর বাহন পক্ষী মহাবল ধরে ।
বৃষভে পাঠাও তুমি মুণ্ড আনিবারে ॥
খাইলে মাদক দ্রব্য নাহি থাকে জ্ঞান ।
বিষ্ণুর বাহন সঙ্গে বৃষ অপমান ॥
সে মুণ্ড আনিতে তুমি কর অভিলাষ ।
না লয় আমার মনে শুন কৃত্তিবাস ॥
গৌরীর বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাধর ।
নন্দিরে বলেন তুমি যাইবা সত্বর ॥
গরুড়ে জিনিয়া মুণ্ড আনিবা সত্বরে ।
হিমালয় নন্দিনী আমারে তুচ্ছ করে ॥
এত বলি শূল দেন দেব পঞ্চানন ।
নন্দী মহাবীর পরে করিল গমন ॥
গরুড় দেখিল তবে শিবের কিঙ্কর ।
মহ বলবান নন্দী অসীম সমর ॥
ইহা দেখি পক্ষিরাজ আকাশে উঠিল ।
দেখিয়া শিবের দূত ভয় উপজিল ॥
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে ।
হাত পাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সে কালে ॥
আনিয়া মস্তক দিল শঙ্করের হাতে ।
তাহা দেখি পার্ব্বতী রহিল হেটমাথে ॥
সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি ।
করিলেন মালাতে সুমেরু মহাজ্ঞানী ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় আমি তাহা জানি ॥
সেই কথা শিবারে কহেন শূলপাণি ॥
পবিত্র হইল মালা সে মুণ্ড পরশে ।
কহিলাম সত্য কথা আমি তব পাশে ॥
হংসধ্বজ শুনিল এ সব বিবরণ ।
কোথায় সুধন্বা বলি করেন রোদন ॥
অর্জ্জুনের সারথি না দেখাইয়া মোরে ।
আমারে এড়িয়া পুত্র গেল স্বর্গপুরে ॥
শুনিয়াছি দূত মুখে যে সব হইল ।
সুধন্বার মাথা কৃষ্ণ চরণে পড়িল ॥
হেন পুত্র মরে মম অর্জ্জুনের বাণে ।
কে আনিয়া দেখাইবে মোরে নারায়ণে ॥
আমার এ বড় খেদ রহিবেক মনে ।
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ না দেখি নয়নে ॥
পিতার ক্রন্দন দেখি সুরথ সত্বরে ।
যে ভয়াতে বলিলেন পিতার গোচরে ॥
শুন পিতা আর তুমি না কর ক্রন্দন ।
আমি তোমা আনিয়া দেখাব নারায়ণ ॥

আশীর্ব্বাদ করি মোরে করহ বিদায়।
অনুমতি দিল হংসধ্বজ নররায়॥
সাজিয়া সুরথ যান করিতে সমর।
দেব সুর নাগ ভয়ে কম্পে থরেথর॥
সেনাগণ লয়ে বীর প্রবেশিল রণ।
কামদেব আইল করিয়া বীরপণ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্য নীলধ্বজ সনে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ চলিলেন রণে॥
সুরথ উপরে সবে বরিষয়ে বাণ।
নিবারয়ে নৃপতি তনয় সাবধান॥
বাণেং নিবারেন সুরথ প্রচণ্ড।
বিন্ধিয়া পাণ্ডব সৈন্য করিল বিখণ্ড॥
সুরথ সংগ্রাম মধ্যে ভয় নাহি মনে।
শরীর জর্জ্জর হৈল বাণ বরিষণে॥
পট্টিস তোমর গদা মুষল মুদ্গর।
অর্দ্ধচন্দ্র সহিতে ক্ষুরচক্র মনোহর॥
রথধ্বজ সারথি কাটিয়া খরবাণে।
তূণ গুণ শর ধনু কাটিল সন্ধানে॥
সুরথ সংগ্রামে রত হাতে লয় ধনু।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে প্রদ্যুম্নের তনু॥
মোহ গেল কামদেব বাণের আঘাতে।
সারথি লইয়া রথ পলায় ত্বরাতে॥
বৃষকেতু বীর পরে এক শত বাণ।
ভঙ্গ দিল বৃষকেতু লইয়া পরাণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সুরথের যুদ্ধে গমন ও পতন
বর্ণন।

বৈশম্পায়ন বলেন শুনহ রাজন।
অতঃপর যা হইল কহি বিবরণ॥
দুই বাণে যুবনাশ্ব হৈল হতজ্ঞান।
রথ লয়ে সারথি হইল পাছুয়ান॥
সুবেগে বিন্ধিল বীর বাটি সংখ্যা বাণে।
ভঙ্গ দিল নৃপসেনা ভয় প্রাপ্ত মনে॥
কেশরী ভয়েতে যেন ধায় পশুগণ।
সুরথের যুদ্ধে সবে হইল তেমন॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া কোপিত ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিয়া বিনয়॥
সংগ্রাম করিছে এই কোন মহারথী।
ভয়ে ভঙ্গ দিল মম যত সেনাপতি॥
কামদেব আদি কেহ না রহে সমরে।
কহ কৃষ্ণকে আইল যুঝিবার তরে॥
গোবিন্দ বলেন সখা শুনহ বচন।
যুঝিতে আইল হংসধ্বজের নন্দন॥
সুরথ ইহার নাম বড় বলবান।
সংগ্রামে না হয় কেহ ইহার সমান॥
সুধন্বার সহোদর সুরথ প্রচণ্ড।
বিন্ধিয়া তোমার সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড॥
অর্জ্জুন বলেন রথ চালাও শ্রীহরি।
সুরথেরে পাঠাইব আমি যমপুরী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণ চালাইল রথ।
আইলেন পার্থ যথা আছয়ে সুরথ॥
পার্থে দেখি সুরথ করয়ে অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাতে না পাবে নিস্তার॥
সুরথের বচনে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হৈয়া।
শত শত বাণ বীর ধনুকে যুড়িয়া॥
মারিল আকর্ণ পুরি সুরথ উপরে।
নৃপতি তনয় তাহা নিবারিল শরে॥
তাহাতে সুরথ হংসধ্বজের কোঙর।
হুঙ্কারে এড়িল অস্ত্র অর্জ্জুন উপর॥
লিপ্ত হৈল দিনকর সব অন্ধকার।
দিব্য অস্ত্রে সংগ্রাম করয়ে বীরবর॥
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রাম সমান।
সমর ছাড়িয়া সবে করে পলায়ন॥
নানা অস্ত্র দুই জনে করে অবতার।
সংগ্রাম ভিতরে পরাজয় নাহি কার॥
হেনমতে দুই জনে করিল সমর।
সংক্ষেপে কহিনু ইহা কহিতে বিস্তর॥
জিনিতে না পারি যুদ্ধে সুরথ চিন্তিত।
চঞ্চল নয়ন বীর দৃষ্টি চারিভিত॥
কপিধ্বজ রথখান দেখিয়া সম্মুখে।
দুইহাতে সাপটিয়া ধরিল তাহাকে॥
সুরথ তুলিয়া রথ নিল বাহুবলে।
ফেলাইয়া দিতে ইচ্ছা সমুদ্রের জলে॥
তাহা দেখি ঈষৎ হাসিয়া গদাধর।
হইলেন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি রথোপর॥
তুলিতে নারিলা রথ ভূমিতে ছাড়িলা।
আপনার রথে গিয়া দ্রুত আরোহিলা॥
সুরথের বিক্রম দেখিয়া ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন বীর হইয়া নির্ভয়॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ পুরিয়া সন্ধান।
সুরথের মাথা কাটি করে দুই খান॥

পড়িল সুরথ হংসধ্বজের নন্দন।
মুণ্ড লয়ে শিবদূত করিল গমন॥
বৈষ্ণবের মুণ্ড বলে নিলেন শঙ্কর।
সুরথ পড়িল বার্ত্তা প্রাপ্ত নৃপবর॥
পুত্রশোকে হংসধ্বজ করিল রোদন।
প্রবোধ করয়ে পাত্র মিত্র সর্ব্বজন॥
জন্মিলে মরণ আছে কান্দ কি লাগিয়া।
কেহ কারু নহে দেখ মনেতে ভাবিয়া॥
বলিলেন পাত্র শোকে না কর ক্রন্দন।
দেখিতে পাইবা তুমি শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
এত শুনি ভূপতি কহিল পাত্রগণে।
নিতান্ত ইচ্ছুক আমি কৃষ্ণ দরশনে॥
সুধন্বা আনিয়া কৃষ্ণ দেখাইবে মোরে।
আছিল এ বড় সাধ আমার অন্তরে॥
স্বর্গেতে চলিয়া গেল পুত্র দুইজন।
অর্জ্জুনের রথে দেখি দেব নারায়ণ॥
বুঝিলাম কারু পুণ্য কেহ নাহি পায়।
শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ বিনা নাহি হয়॥
কেমনে দেখিব কৃষ্ণ বলনা আমারে।
মন্ত্রী বলিলেন রাজা চলহ সত্বরে॥
রথ পদাতিক লয়ে করহ গমন।
অর্জ্জুনের সারথি দেখিবা নারায়ণ॥
আপনি যজ্ঞের ঘোড়া লও নরপতি।
কৃষ্ণের সম্মুখে রাখি করিয়া প্রণতি॥
পাত্রের বচনে সুখী হইয়া রাজন।
যজ্ঞ অশ্ব লয়ে রাজা করিল গমন॥
আগে পিছে গজ বাজী অপূর্ব্ব বিমান।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক করিল যোগান॥
নানা উপহার লয়ে যান নরপতি।
দূত গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিল ভারতী॥
অশ্ব লয়ে আইলেন দেখি নৃপবর।
শরণ লইতে তব শুন গদাধর॥
ভূপতির অভিপ্রায় বুঝি যদুবর।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর॥
হেনকালে হংসধ্বজ আইল ত্বরিত।
দেখিলেন নারায়ণ অর্জ্জুন সহিত॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজে বালা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
নবজলধর জিনি শ্রীঅঙ্গের আভা।
দক্ষিণ বামেতে লক্ষ্মী সরস্বতী শোভা॥
পারিষদগণ তাঁর সঙ্গেতে দেখিল।
রথ হৈতে হংসধ্বজ ভূমিতে নামিল॥
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি পড়িল ভূমিতে।
গোবিন্দ চরণে রাজা লাগিল লুটিতে॥
যোড়হস্ত হয়ে রাজা করিলেন স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন॥
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর।
তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি দিবা রাতি।
সলিল সাগর তুমি সর্ব্ব অব্যাহতি॥
অয়ন বৎসর মাস তিথি পঞ্চদশ।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমিই তাপস॥
সকলের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
তোমা হৈতে সর্ব্ব সৃষ্টি শুন জনার্দ্দন॥
অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে।
বলিতে নারেন ব্রহ্মা সহস্র বদনে॥
বহুকাল প্রভু মম সাধ আছে মনে।
অর্জ্জুন সহিতে তোমা দেখিব নয়নে॥
সে সাধ সংপূর্ণ আজি হল আমার।
দয়াময় দয়া করি করহ নিস্তার॥
ধন্য ধনঞ্জয় বীর পাণ্ডুর নন্দন।
যার রথে আছ তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
সফল হইল মম জন্ম এতক্ষণে।
দেখিনু তোমার রূপ আপন নয়নে॥
এত বলি হংসধ্বজ স্তবন করিলে।
ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ তারে করিলেন কোলে॥
কৃষ্ণের প্রসাদ পায়ে সুখী নরপতি।
অর্জ্জুন চরণে রাজা করিল প্রণতি॥
আলিঙ্গনে রাজারে তোষেন ধনঞ্জয়।
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয়॥
হংসধ্বজ বলিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ঘোড়া ধরা প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন॥
পূর্ণ হৈল অভিলাষ কৃষ্ণকে দেখিয়া।
এক্ষণে অর্জ্জুন তুমি যাও অশ্ব লৈয়া॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগিব তোমারে।
আজি তুমি বিশ্রাম করিবা মম পুরে॥
অনুমতি দেন পার্থ রাজার বচনে।
কৃষ্ণে লয়ে গেল রাজা নিজ নিকেতনে॥
সবান্ধবে ভূপতি দেখিয়া নারায়ণে।
যতেক আনন্দ হৈল না আসে লিখনে॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সবাকারে।
রজনী রহিল কৃষ্ণ হংসধ্বজ পুরে॥
প্রভাতে লইয়া কৃষ্ণ পাণ্ডুর নন্দন।
হংসধ্বজ রাজা সঙ্গে করিল গমন॥

নিজপুরে বন্ধু বান্ধবাদি নিয়োজিয়া।
অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল সাজিয়া॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি॥

যজ্ঞাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ হইবার বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
শুনিলাম হংসধ্বজ রাজার কথন॥
সবংশে বৈষ্ণব আর ভক্তি বিষ্ণু প্রতি।
তেমতি তাহারে কৃপা করিল শ্রীপতি॥
বিবরিয়া কহ শুনি মুনি মহাশয়।
ঘোড়া সঙ্গে কোথায় গেলেন ধনঞ্জয়॥
মুনি বলিলেন অশ্ব প্রবেশিল বনে।
ধরিবিতে যান কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে॥
বনের ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর॥
মল্লিকা মধবালতা মালতী চম্পক।
কেতকী কুসুম কুরুণ্টক কুরুবক॥
কিংশুক কদম্ব আর কপিত্থ কমলা।
জাতি যুথী পলাশাদি বরুণ অমলা॥
পারিজাত শোভা করে সরোবর পাশে।
শাল তাল তামাল পিয়াল সুপ্রকাশে॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা জম্বীর রসাল।
কামরাঙ্গা কেন্দু আর করুণ কাঁঠাল॥
রামরম্ভা আছে কত সরোবর তটে।
দৈবযোগে অশ্ববর গতি সেই ঘাটে॥
জল পরশিয়া অশ্ব ঘোটকী হইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল॥
ঘুড়ীরূপ হয়ে অশ্ব চলিল সত্বরে।
যতনে পাণ্ডব সৈন্য রাখিতে না পারে॥
আপনার সুখে ঘুড়ী থাকে সেই স্থানে।
ঘুড়ী বেড়ী সৈন্য রয় পরম যতনে॥
ঘুড়ারূপ হয়ে অশ্ব সত্বরে চলিল।
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে পড়িল॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
তাহা দেখি রহেন পার্থ অধোমুখ হৈয়া॥
গোবিন্দ বলেন সখা চিন্তা কর কেনে।
এখনি পাইবে তত্ত্ব মুনি বিদ্যমানে॥
এই দেখ তপোবনে মুনির কুটির।
কি লাগি বিষাদ কর ধনঞ্জয় বীর॥
পাইব উহার তত্ত্ব মুনিদের স্থানে।
ব্যাঘ্ররূপ হৈল ঘোড়া কিসের কারণে॥

এত বলি অর্জ্জুনে তুষিলা বনমালী।
মুনির আশ্রমে যান হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি আছিল সে স্থানে।
নরনারায়ণ যান মুনি বিদ্যমানে॥
মুনির চরণে দোঁহে করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি গুণধাম॥
কৃষ্ণ দরশনে মুনি আনন্দ অন্তরে।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিলেন উভরেরে॥
অর্জ্জুন সহিত হরি বসিলা আসনে।
অপার মহিমা তার কেহ নাহি জানে॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন তপোধন।
আইলাম তব স্থানে আছে প্রয়োজন॥
করিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ যুধিষ্ঠির।
আইলেন অশ্ব রক্ষা হেতু পার্থ বীর॥
দৈবে এই বনে ঘোড়া প্রবেশ করিল।
জল পরশিয়া অশ্ব তুরঙ্গী হইল॥
কার অভিশাপ ছিল এই সরোবরে।
পূর্ব্বকথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমারে॥
জিজ্ঞাসিল নারায়ণ কৌণ্ডিন্য মুনিরে।
মুনি বলিলেন শুন কহিব অচিরে॥
কৌণ্ডিন্য কহেন শুন দেব নারায়ণ।
তুমি শ্রোতা আমি বক্তা এ নহে শোভন॥
তবে যদি জানিয়া জিজ্ঞাসা কর তুমি।
সরোবর বিবরণ শুন কহি আমি॥
বড় রম্য স্থান এই দেখিয়া পার্ব্বতী।
তপস্যা করিল আরাধিতে পশুপতি॥
তপস্যা করেন গৌরী সরোবর ধারে।
সমাধি করিয়া মনে ভাবেন শঙ্করে॥
হেনকালে এক দৈত্য হেথায় আইল।
দেখিয়া গৌরীর রূপ মোহিত হইল॥
কামে মত্ত হয়ে পাপী অভয়া দেখিয়া।
ধরিবারে যায় দৈত্য বাহু পসারিয়া॥
বুঝিয়া তাহার মন নগেন্দ্রনন্দিনী।
তপঃভঙ্গ হেতু দেন অভিশাপ বাণী॥
পুরুষ হইয়া যে আসিবে সরোবরে।
নারীরূপ হবে সেই শাপিলাম তারে॥
নারীরূপ হৈল সেই পার্ব্বতীর শাপে।
ঘরে নাহি গেল দৈত্য সেই মনস্তাপে॥
এই অভিশাপ সরোবর ঘাটে হৈল।
পুরুষ হইবে নারী পরশিলে জল॥
শাপান্ত না জান শুন কৃষ্ণ মহাশয়।
প্রতিকার ইহার করিবা দয়াময়॥

পরে কৃষ্ণ কহিলেন শুন মহামুনি।
আর এক কথা তোমা জিজ্ঞাসি এখনি॥
ঘুড়ীরূপ হয়ে ঘোড়া চলিল সত্বরে।
প্রবেশিল জলপান হেতু সরোবরে॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
কারণ জিজ্ঞাসি আমি কহ বিবরিয়া॥
কৌশিনা বলেন কৃষ্ণ বাক্যে দেও মন।
কহিব তোমারে আমি যথার্থ বচন॥
চিত্রসেন নামে মুনি ছিল এই স্থানে।
তার কথা কহি আমি তব বিদ্যমানে॥
তীর্থ করি সে মুনি পাইয়া বড় ক্লেশ।
আইলেন চিরদিন পরে নিজ দেশ॥
স্নানের কারণ মুনি হ্রদে প্রবেশিল।
স্নানাদি তর্পণ সন্ধ্যা জলেতে করিল॥
হেনকালে এক দৈত্য তথাতে আইল।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিকে ধাইল॥
দেখিয়া দৈত্যের মূর্ত্তি বলিলেন পরে।
ব্যাঘ্ররূপ হবি দৈত্য শাপিলাম তোরে॥
মুনি শাপে সেই দৈত্য ব্যাঘ্ররূপ হয়।
শুনহ শ্রীকৃষ্ণ এই হ্রদের বিষয়॥
অভিশাপ হ্রদকে দিলেন ব্রহ্মচারী।
ব্যাঘ্ররূপ হবে তোর পরশিলে বারি॥
অভিশাপ দিয়া মুনি গেল নিজস্থান।
সেই হৈতে হ্রদে নাহি করে জলপান॥
শাপান্ত না হয় জানি শুন চক্রপাণি।
তুমি পরশিলে ঘোড়া হইবে এখনি॥
শুন মহাশয় তুমি জগত ঈশ্বর।
যাহা জানি কহিলাম তোমার গোচর॥
তবে কৃষ্ণ বলিলেন শুন মুনিবর।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য রাখিব সত্বর।
ব্যাঘ্র পরশিব আমি তোমার বচনে।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচায় ব্রাহ্মণে॥
এত বলি ব্যাঘ্র পরশেন গদাধর।
ব্যাঘ্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর॥
প্রণমিয়া মুনিকে চলেন দুইজন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
অশ্ব আনিবারে হেতু ভ্রম চরাচর।
আমি যাই দ্রুতগতি হস্তিনা নগর॥
সঙ্কট হইলে আমা করিও স্মরণ।
এত বলি বিদায় হইল নারায়ণ॥
ভ্রমণ করয়ে ঘোড়া আপনার সুখে।
কাশী কহে সৈন্য সঙ্গে চলিলা কৌতুকে॥

প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন
ও প্রমীলার বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয়॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে লক্ষ চারি॥
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশ।
পুরুষ না ছিল তাহে কহিনু সুভাষ॥
ভ্রমিতে২ ঘোড়া গেল তার পুরে।
ধরিল রমণীগণ পাইয়া ঘোড়ারে॥
মহাবলবতী তারা শুন মহাযশ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সাহস॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া।
প্রবেশ করেন কিছু পরে পার্থ গিয়া॥
বনিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে॥
পুরে গিয়া দেখিলেন বহু সৈন্যগণ।
বিমান দেখেন কত তুরঙ্গ বারণ॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ॥
ঘোড়া নাহি দেখি সবে চৌদিকে রমণী।
পুরুষ না দেখি পথে অঙ্গনা গণি॥
অবলা প্রবলা হয়ে ধরে ধনুঃশর।
কি বুঝিয়া নারী সঙ্গে করিব সমর॥
দরশনে ভয় পাই যুঝিব কেমনে।
পরাজয়ে অপযশ থাকিবে ভুবনে॥
প্রদ্যুম্ন বলেন ঘোড়া আইল সঙ্কটে।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি চল প্রমীলা নিকটে॥
অবলা সহিত রণ এবড় নিন্দিত।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সংপ্রীত॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
প্রবেশ করেন পুরে মনে কিছু ভয়॥
বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার।
তা শুনি বনিতাগণে আনন্দ অপার॥
নানা বাদ্য বাজাইয়া চলে সুভাষিণী।
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধাভিলাষিণী॥
উপজিল অর্জ্জুনের ভয় না শুনিয়া।
যুদ্ধ না করিব পার্থ বলিল ডাকিয়া।
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে।
তাহা শুনি নিরস্তা হইল নারীগণে॥
যুবতীগণের চিত্তে বাড়িল মদন।
গন্ধমুখে আছেন কাম কৃষ্ণের নন্দন॥

মদনে হইল মত্তা যতেক বনিতা।
ত্যজিল ধনুক বাণ আর যুদ্ধ কোথা॥
লাবণ্য কটাক্ষ হাস্য করে কোনজন।
ধাইয়া প্রমীলা অগ্রে কহিছে বচন॥
অর্জ্জুন আইল হেথা অশ্বের কারণে।
শীঘ্রগতি ঠাকুরাণী চল দরশনে॥
প্রমীলা উন্মত্তা হৈল দাসীর বচনে।
আপনি সাজিয়া যায় অর্জ্জুনের স্থানে॥
স্বর্ণ থালে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া সুন্দরী।
অর্জ্জুনসম্মুখে গেলা চারুবেশ করি॥
প্রমীলা প্রণাম করে অর্জ্জুন চরণে।
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া নাগুয় বিদ্যমানে॥
পদ্মিনী সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে কহেন তারে মনে করি ভয়॥
প্রমীলা বসিল সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় বাণী॥
শুনহ প্রমীলা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি নর নাহি কি কারণে॥
প্রমীলা বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে॥
এদেশে পুরুষ নাই সবাই রমণী।
মন দিয়া শুন কহি ইহার কাহিনী॥
পূর্ব্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
রমণী হইনু মোরা কর্ম্ম অনুসারে॥
দিলীপ নামেতে রাজা সর্ব্ব ভূমিপতি।
শুনহ অর্জ্জুন আমি তাহার সন্ততি॥
মৃগয়া করিতে পিতা প্রবেশিল বনে।
গজবাজি পদাতিক গেল তার সনে॥
ইনবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে।
এই বনে উপনীত জনক সহিতে।
পার্ব্বতী সহিতে শিব ছিলেন এ বনে॥
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত মনে॥
হেনকালে জনকেরে দেখিলেন গৌরী।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে ধরি॥
সসৈন্য যুবতী হও আমার বচনে।
বনিতা হইয়া সবে থাক এই বনে॥
অব্যর্থ দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
সসৈন্য বনিতা রূপ হইল তখন॥

এই পূর্ব্ব কথা আমি কহিনু তোমারে।
পুরুষের নাহি রক্ষা আমার নগরে॥
গর্ভেতে পুরুষ যদি জন্মে কোন পাকে।
দ্বাদশ বৎসর পরে যাবে যমলোকে॥
শুনহ অর্জ্জুন আমি কহিনু সকল।
অবশেষে কহিতেছি আপনার বল॥
আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে।
মম ভয়ে কম্পিত যতেক দেবগণে॥
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মম পুরী॥
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল।
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্টলোক পাল॥
আইল তোমার ঘোড়া আমার নগরে।
বনিতা সকলে মেলি ধরিল সত্বরে॥
বান্ধিয়া রাখিল দাসী করিয়া যতন।
না থাক এ দেশে আর পাণ্ডুর নন্দন॥
পদ্মিনী সহিতে আমি ভজিব তোমারে।
সংহতি করিয়া পার্থ লয়ে চল মোরে॥
কৃষ্ণ সখা বলিয়া সবার প্রিয় তুমি।
বিবাহ করহ মোরে বলিলাম আমি॥
অর্জ্জুন বলেন শুন প্রমীলা সুন্দরী।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি॥
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হইলেন ব্রতী।
বেড়াইব অশ্ব সঙ্গে আমি বসুমতী॥
হস্তিনানগরে যাও সকল সুন্দরী।
পুরাব তোমার আশা যজ্ঞ সাঙ্গ করি॥
অর্জ্জুনের বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়।
সকল সুন্দরী মেলি গেল হস্তিনায়॥
মুক্ত হয়ে যজ্ঞ ঘোড়া যায় বেগভরে।
সৈন্যসহ অর্জ্জুন চলেন অশ্বসনে॥
রুক্ষ নামে এক দেশ মহাভয়ঙ্কর।
ভীষণ নামেতে তথা আছে নিশাচর॥
ত্রিশ কোটি নিশাচর তাহার সংহতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব লোক সবে হয় ভীতি॥
হরগৌরী বরে সেই মহাবলবান।
অমর অসুরগণে করে তৃণজ্ঞান।
স্তবে তুষ্ট হইলেন উমা মহেশ্বর
ভোগ ভুঞ্জিবারে তারে দিলা হেন বর॥
অরুণ উদয় কালে যত বৃক্ষগণে।
সুবাসিত পুষ্প তাহে হয় ক্ষণে২॥
মধ্যাহ্ন সময় নররূপ ফল ধরে।
আনন্দে রাক্ষসগণ তাহে ভোগ করে॥

এই হেতু ব্রহ্ম দেশ নাম মহীতলে।
নিবসে রাক্ষসগণ তথা কুতুহলে॥
তাহা দেখি বিস্ময় মানেন ধনঞ্জয়।
প্রবেশিল সেই দেশে পাণ্ডবের হয়॥
কামদেব বৃষকেতু আদি বীরগণে।
চমকিত হল সবে রাক্ষস নিধনে॥
আশ্বাস করেন তবে পার্থ অনুচরে।
ভয় না করিবে কেহ দুষ্ট নিশাচরে॥
গজবাজি পদাতিক দেখিয়া নয়নে।
রাক্ষসের পুরোহিত আনন্দিত মনে॥
ভীষণে কহির বলি মনে হরষিত।
নানা বেশ করিয়া চলিল পুরোহিত॥
মনুষ্য নাড়ীতে নবগুণ পৈতা ধরে।
মনুষ্যের মুণ্ড গলে তায় শোভা করে॥
নর বানরের মুণ্ড কুণ্ডল সহিতে।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পুজে পুরোহিতে।
যোড় হস্তে ভীষণ জিজ্ঞাসে সমাচার।
কি কারণ আগমন হইল তোমার॥
পুরোহিত বলে শুন রাক্ষসের পতি।
আজি বড় হৈল মম আনন্দিত মতি॥
স্মরণ হইল এক পূর্ব্বের কথন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল রাজা দশানন॥
তাহাতে মনুষ্য মাংস খাইনু বিস্তর।
স্ত্রী পুত্র দি সবাকার পুরিল উদর॥
সেই হতে নর মাংস নাহি পাই খেতে।
দুঃখ পায়ে আইলাম তোমার সাক্ষাতে॥
তুমি যদি কর আজ্ঞা যজ্ঞ নরমেধ।
তোমার প্রসাদে ঘুচ নর মাংস খেদ॥
গজবাজি পদাতিক বহু সৈন্যগণ।
সাজিয়া আইল কোন রাজার নন্দন॥
প্রবেশ করিল আসি তোমার নগরে।
তা দেখি আনন্দ বড় আমার অন্তরে॥
তোমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
ভাল বর তোমায় দিলেন ত্রিপুরারী॥
ভীষণ বলেন শুন কুল পুরোহিত।
যজ্ঞের মণ্ডপ সজ্জা করহ ত্বরিত॥
তাহার আসন্নকাল করিল বিধাতা।
আমার আহার হেতু মিলাইল হেথা॥
জানিতে উচিত হয় এই কোন জন।
পশ্চাতে করিবা তুমি যজ্ঞ আরম্ভন॥
লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল।
ভীষণ রাক্ষস তারে পাঠাইয়া দিল॥
নরবেশে যাও তুমি সৈন্যের ভিতরে।
কে আসিয়া প্রবেশ করিল মম পুরে॥
ভীষণের আজ্ঞা পায়ে হইল মানুষী।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী॥
একে২ সবাকারে করি নিরীক্ষণ।
সম্মুখে দেখিল হনু পবননন্দন॥
হনু দেখি ভয় তায় জন্মিল অন্তরে।
তত্ত্ব লয়ে শীঘ্র গেল ভীষণ গোচরে॥
লম্বোদরী বলে শুন রাক্ষসের পতি।
চলিলাম কটকে আমার যথামতি॥
তুরঙ্গ কুঞ্জর কত দেখিলাম নর।
বড় বড় রাজগণ শক্তিতে বিস্তর॥
অর্জ্জুন প্রধান তাহে পাণ্ডুর নন্দন।
আইল যজ্ঞের ঘোড়া করিতে রক্ষণ॥
মহা মহা বীরগণ দেখিলাম পথে।
হনুমানে দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ঘটোৎকচ সুত মেঘবর্ণ মহাবলী।
পাণ্ডব মিলনে অতি হল কুতুহলী॥
তোমার পিতার বৈরি বীর বৃকোদর।
অশ্ব রাখিবারে রঙ্গে সহ সহোদর॥
কিন্তু হনূমানে দেখি উপজিল ভয়।
সংগ্রামেতে কার্য্য নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
হনুমানে দেখি মনে হয় বড় শঙ্কা।
হনুমান হৈতে প্রভু মজিয়াছে লঙ্কা॥
পাণ্ডব সহায় হৈল হেন হনুমান।
বুঝিনু জিনিতে তুমি না পাবে সন্ধান॥
পলাইয়া যাও তুমি আমার বচনে।
প্রাণ হারাইবে পরে ভক্ষণ কারণে॥
এত যদি লম্বোদরী বলিল ভারতী।
তাহা শুনি কুপিল ভীষণ দুষ্টমতি॥
দেবের অগম্য ভূমি নাম ব্রহ্মদেশ।
মরিতে অর্জ্জুন কৈল ইহাতে প্রবেশ॥
ভাল হৈল পিতৃ বৈরী আইল আপনি।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমেরে এখনি॥
বক নামে মম পিতা বিদিত সংসারে।
ভীমার্জ্জুন মম শত্রু বিনাশিব তারে॥
রাক্ষসের বৈরি বটে বীর হনুমান।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণ॥
সাজ সাজ বলে ডাকে ভীষণ রাক্ষস।
যুদ্ধ হেতু নিশাচর করিল সাহস॥
শূকর মহিষে কেহ ভুজঙ্গ বাহনে।
গণ্ড হয় চাপি কেহ আইল বিমানে॥

নানা মায়া করিয়া চলিল নিশাচর।
মত্ত হৈল ভীমসেন পাইয়া সমর॥
গদা হাতে রাক্ষসের বধিতে পরাণ।
আর যত বীর এড়ে চোকষ বাণ॥
বৃষকেতু কামদেব বরিষয়ে শর।
বিন্ধিয়া রাক্ষসগণ করিল জর্জ্জর॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্য বরিষয়ে বাণ।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ সমরে প্রধান॥
মেঘবর্ণ সহদেব সুবেগ সহিত।
যুঝয়ে রাক্ষসগণে মনে নহে ভীত॥
অর্জ্জুন যুড়েন বাণ পুরিয়া সন্ধান।
নানা মায়া করে সেই রাক্ষস প্রধান॥
মেঘরূপ হয়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করে নিবারণ॥
শিল বৃষ্টি করে সেই মহাবৃষ্টি হয়।
বাণে নিবারেন তাহা বীর ধনঞ্জয়॥
বৃক্ষ শিলা পর্ব্বত বরিষে নিশাচর।
বৃষকেতু বাণ এড়ি কাটয়ে সত্বর॥
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন রাক্ষসের রণে।
গদা হাতে ধান বীর শঙ্কা নাহি মনে॥
কালদণ্ড সম গদা স্বহস্তে ধরিয়া।
ভীষণেরে মারিলেন সাহস করিয়া॥
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে।
মূর্চ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে॥
হেনমতে মহাযুদ্ধ হৈল ঘোরতর।
পড়িল বিষম রণে কত নিশাচর॥
ভীষণ রাক্ষস তবে সাহস করিয়া।
অর্জ্জুনের শিরে মারে মুষল ধরিয়া॥
মোহ যান ধনঞ্জয় মুষলের ঘাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন ধান গদাহাতে॥
মারিলা গদার বাড়ি ভীষণ রাক্ষসে।
দৈবে প্রাণ পায়ে সেই পলায় তরাসে॥
যুদ্ধ দেখি হনুমানে আনন্দ বাড়িল।
জড়াইয়া লাঙ্গুলেতে রাক্ষস মারিল॥
হনুমানে দেখিয়া পলায় নিশাচর।
শরীর ত্যজিয়া কেহ গেল যমঘর॥
ভঙ্গ দিল নিশাচর রাজ্য পরিহরি।
প্রাণভয়ে কেহ গেল রসাতল পুরী॥
অযুত লক্ষ রাক্ষস যে ছিল শেষ রণে।
প্রাণভয়ে পলাইল সবে ঘোর বনে॥
কত সৈন্য সঙ্গে লয়ে ভীষণ দুর্ম্মতি।
মায়াতে হইল পরে মুনির আকৃতি॥

মায়া পাতি করিল মধুর ফুল ফল।
মায়াতে নির্ম্মাণ কৈল সরোবর জল॥
সঙ্গে নিশাচরগণ দিব্য রূপ হৈল।
অধ্যয়ন হেতু তারা চৌদিকে বসিল॥
হেনমতে মায়া করি আছে নিশাচর।
রাক্ষস জিনিয়া যান পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
কতদূর বনেতে দেখেন তপোধন।
মুনিরূপে বসিয়া সঙ্গেতে পুণ্য জন॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল।
অতিথি বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল॥
দীর্ঘ নখ জটা তার দেখি ধনঞ্জয়।
মুনি জ্ঞানে তাহারে কহেন সবিস্ময়॥
শুন প্রভু তব স্থানে চাহি আশীর্ব্বাদ।
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পুরে মন সাধ॥
ভণ্ড মুনি বলে তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবে নারায়ণ॥
কিন্তু আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
আমার অতিথি হও দিন অবসানে॥
করিলেন ধনঞ্জয় বিবেচনা তায়।
রাক্ষস বলিয়া তারে জানিল কথায়॥
অর্জ্জুন বলেন মায়া না করিবা তুমি।
মুনিবেশ ধরিয়াছ জানিয়াছি আমি॥
কিন্তু আজি মম স্থানে না হবে নিস্তার।
এখনি পাঠাব তোমা যমের দুয়ার॥
প্রাণ ভয়ে তপস্বী হইল নিশাচর।
বিদিত হইল মায়া সবার গোচর॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুর্ব্বাণ।
ভয়েতে ফাফর হয় নিজ মূর্ত্তিমান॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব টংকার দেন হইয়া নির্ভয়॥
গাণ্ডীবে টংকার শুনি ধায় সর্ব্বজন॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্য কর্ণের নন্দন।
ভীম হংসধ্বজ আদি যত বীরগণ॥
ত্বরায় আইল সবে করিব রে রণ॥
গাছ শিলা অর্জ্জুনে মারেন নিশাচর।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণ সংহতি।
গদাঘাতে মারিলেন ভীম মহামতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে পার্থ যুড়িলেন।
ভীষণের মাথা কাটি ভূমে পাড়িলেন॥
পড়িল ভীষণ বীর গেল যমঘরে।
স্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।

যুবনাশ্ব অনুশালা বীর ধনঞ্জয়।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া হইয়া নির্ভয় ॥
তবে আসি কাম বীর কহিল অর্জ্জুনে।
এক লক্ষ ধেনু দান কৈল সেই স্থানে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শ্রবণেতে ভববারি তরি ॥

মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলিলেন শুন ভূপাল তনয়।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহন নামে নরপতি।
তিন বৃন্দ সেনা তার নব লক্ষ হাতি ॥
এক লক্ষ নৃপতি রাজার সেবা করে।
নানা রত্ন আনে সেই ভূপতি গোচরে ॥
চিত্রাঙ্গদাসুত সেই অর্জ্জুন নন্দন।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন ॥
বাটি কোটি অশ্ব আছে রণেতে যাহার।
মহাবল বভ্রুবাহন বীর অবতার ॥
তীর্থ যাত্রা যে কালে করেন ধনঞ্জয়।
সে কালে গন্ধর্ব্ব কন্যা করি পরিণয় ॥
বভ্রুবাহনের জন্ম গর্ভে হয় তার।
অর্জ্জুন সমান বীর সর্ব্বত্র প্রচার ॥
নাগকন্যা উলপী আছিল তার ঘরে।
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে ॥
মণিপুরে অশ্ব গিয়া প্রবেশ করিল।
অনুচরগণে তাহা রাজাকে কহিল ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আইল নগরে।
অশ্ব ধরি আমি যদি আজ্ঞা কর মোরে ॥
কহিলেন দূতের বচনে নরপতি।
ধরিয়া আনহ ঘোড়া করি শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞা পায়ে অনুচর চলিল সত্বরে।
দশ কোটি বীর গিয়া ধরিল ঘোড়ারে ॥
তুরঙ্গ আনিয়া দিল বভ্রুবাহনেরে।
ঘোড়া দেখি নরপতি সানন্দ অন্তরে ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া তত্ত্ব নিলা।
মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিলা ॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
পত্র পড়ি বভ্রুবাহন হরিষ অন্তরে ॥
ঘোড়া লয়ে অন্তঃপুরে করিল গমন।
কহিল মায়ের অগ্রে যত বিবরণ।
প্রণমিয়া বলিলেন শুনগো জননি।
যজ্ঞ আরম্ভিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি ॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি প্রবেশিল অশ্ব মণিপুরে ॥
তত্ত্ব না পাইয়া আমি তুরঙ্গ ধরিনু।
অবশেষে অশ্বভালে লিখন পড়িনু ॥
তুমি বল মম পিতা পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আইলেন দৈবের ঘটন ॥
জন্মদাতা সঙ্গে মম নাহি পরিচয়।
চরণ পূজিব তার কহিনু নিশ্চয় ॥
না জানিয়া যজ্ঞ অশ্ব ধরিলাম আমি
কি করি উপায় এবে কহ মাতা তুমি ॥
চিত্রাঙ্গদা বলিলেন সুবুদ্ধি কুমার।
যত্নেক পালন কর বচন আমার ॥
অশ্ব লয়ে যাও তব জনকের স্থানে।
অপরাধ মাগি লও তার বিদ্যমানে ॥
নানা রত্ন অগ্রে ধরি করিবা প্রণতি।
পশ্চাতে কহিবা পুত্র আপন ভারতী ॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্ম কহিবা তাহারে।
তনয় বলিয়া পার্থ তুষিবা তোমারে ॥
বভ্রুবাহন বলিলেন কার নিবেদন।
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন ॥
এ রীত ক্ষাত্রিয় নহে শুনগো জননি।
যুদ্ধ করি পরিচয় বলিব তখনি ॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে।
শুনগো জননী অগ্রে না জানাব তারে ॥
চিত্রাঙ্গদা বলিলেন পুত্র মহামতি।
কেমনে যুঝিবা তুমি পিতার সংহতি ॥
নাহি শুন লোক মুখে ইতিহাস কথা।
পূজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা ॥
তারে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে ॥
সেই পুত্র বলি যে পিতার বাক্য ধরে ॥
তুমি চাহ তার সঙ্গে করিবারে রণ।
কি মতে এ সব লাজে ধরিবা জীবন ॥
অশ্ব লয়ে যাও তুমি পাণ্ডব গোচরে।
লোক ধর্ম্ম কথা আমি কহিনু তোমারে ॥
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা করে যেইজন।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার তপস্বী বচন ॥
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহন ভূপতি।
নানা রত্ন নিল রাজা সুশোভন অতি ॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তুরি।
পুষ্পমালা স্বর্ণথালে নিল যত্ন করি ॥
অশ্ব নিয়া চলিলেন পার্থের নন্দন।
অর্জ্জুনে ভেটিতে যান আনন্দিত মন ॥

দূত গিয়া কহিলেন পার্থের গোচরে।
বভ্রুবাহন আইলেন তোমা ভেটিবারে ॥
পদাতিক সঙ্গে আর পাত্র মিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝ তব লইবা শরণ ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয় ॥
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব তায়।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বসিলা সভায় ॥
অনুশাল্য বৃকোদর সুবেগ সহিত।
করিলেন অর্জ্জুন সমাজ প্রাপ্ত গীত ॥
হেনকালে বভ্রুবাহন পাত্রমিত্র সনে।
গলবস্ত্রে আইলেন অর্জ্জুনের স্থানে ॥
কুঙ্কুম চন্দন পরে পার্থ পদে দিয়া।
প্রণাম করিলা রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥
পঞ্চ রত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
অর্জ্জুন চরণোপরে করিল প্রণতি ॥
সম্মুখে রাখিয়া রত্ন কহিলা ভূপতি।
অবধান করি শুন পাণ্ডুর সন্ততি ॥
অর্জ্জুন চরণোপ্রান্তে বসিয়া রাজন।
করিলেন আপনার কথা নিবেদন ॥
তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদা গর্ভেতে আমার জন্ম হয় ॥
যখন করিলা তুমি তীর্থ পর্যাটন।
করিলা গন্ধর্ব্বসুতা বিবাহ তখন ॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম কহিনু তোমারে ॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা কর মোরে।
বভ্রুবাহন বলি নাম জানহ আমারে ॥
এত বলি পুনরপি ধরিলা চরণে।
শুনিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জ্জুনের মনে ॥
কাহারে বলিস পিতা নটীর তনয়।
অভিপ্রায়ে বুঝি তোর নাহি লজ্জা ভয় ॥
চিত্রাঙ্গদা নটী সেই গন্ধর্ব্ব দুহিতা।
তুই যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথা ॥
এত বলি করিলেন চরণ প্রহার।
ভূমিতে পড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥
পাত্র মিত্র ধরিয়া তুলিল ভূপতিরে।
তথাপি দণ্ডায়মান তথা যোড় করে ॥
না করিও তিরস্কার পাণ্ডুর তনয়।
আমি তব সুকুমার কহিনু নিশ্চয় ॥
তবে হংসধ্বজ রাজা নীলধ্বজ আর।
অর্জ্জুনে কহিলা যুক্তি না হয় তোমার ॥
মহারাজ বভ্রুবাহন বিদিত সংসারে।
কুসুম চন্দন দিয়া পূজিব তোমারে ॥
চরণ প্রহার করা না হয় উচিত।
তোমার তনয় হন এ কথা নিশ্চিত ॥
আপনি কে বলে আসি তোমার তনয় ॥
অন্যে পিতা কহিতে অন্যের লজ্জা হয় ॥
ইহা শুনি ধনঞ্জয় কহেন বচন।
অভিমন্যু নামে ছিল আমার নন্দন ॥
সুভদ্রা তনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে দ্রোণ সনে ॥
দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণে সংগ্রামে তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া ॥
সেই পুত্র হন মম কুলের ভূষণ।
এ বভ্রুবাহন দেখ নটীর নন্দন ॥
অগ্রে গর্ব্ব করিয়া ধরিল মম হয়।
ভয় পেয়ে শেষে বলে আমার তনয় ॥
এ যদি হইত মম ঔরস নন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পণ ॥
কাতর হইলে নহে আমার নন্দন।
অঙ্কুরে চিনয়ে বীজ বলে সর্ব্বজন ॥
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে।
কহিলেন শাস্ত্রেতে এ সব বুদ্ধিমানে ॥
এতেক বলিলা যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহন রাজে হইল লজ্জা ভয়।
মহাকোপ উপজিল বভ্রুবাহনেতে।
সম্মুখে দাঁড়ান বীর পরে যোড়হাতে ॥
শুন মহাশয় তুমি কহিলা বিস্তর।
শুনিবারে মন্দ কিন্তু ধর্ম্মেতে গোচর ॥
আপন জন্মের কিছু জান সমাচার।
সে কথা কহিতে হৈল সাক্ষাতে সবার ॥
জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলা মোরে।
যে জন জারজ তাহা বিদিত সংসারে ॥
ভয় নাহি পাই আমি তোমাকে দেখিয়া ॥
মাতৃবাক্যে আসিয়াছি যৌতুক লইয়া।
এ কারণে অপমান করিলা আমারে।
আজি নিজ পরাক্রম দেখাব তোমারে ॥
এত বলি অনুচরে কহিল ভূপতি।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া শকতি ॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
ঘোড়া লয়ে গেল তারা পরম যতনে ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল ঘরে।
সেনাগণে আজ্ঞা দিল যুদ্ধ করিবারে ॥

নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাজন।
আনন্দেতে দেয় কেহ দামামা নিস্বন॥
মৃদঙ্গ মাদল শঙ্খ খমক ঝাঝরি।
কাংস করতাল বাজে পিনাক ঘুর্ঘরি॥
সাজহ বলি পুরে উঠিল ঘোষণা।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল সর্ব্ব সেনা॥
হয় গজ বিমানে করিয়া আরোহণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ॥
তোমর পট্টীষ গদা মুষল মুদ্গর।
শেল টাঙ্গি হাতে নিল করিতে সমর॥
চিত্রাঙ্গদা পাইলেন যুদ্ধ সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে গেল করি হাহাকার॥
কি কহিল প্রাণনাথ পাণ্ডুরনন্দন।
কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করিলা সাজন॥
মাতৃবাক্যে কহিলেন রাজা গুণময়।
বিলক্ষণ পাইনু পিতার পরিচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বভ্রুবাহের জননীর স্থানে নিবেদন।

লঘু-ত্রিপদী।

শুন গো জননি, সত্য কহি বাণী,
পাইনু যে অপমান।
কহিতে সে কথা, মনে পাই ব্যথা,
সাক্ষী তাহে ভগবান॥
লয়ে অশ্ববর, গেলাম সত্বর,
প্রণামিনু তার পরে।
করিয়া স্তবন, অনেক যতন,
কহিলাম যোড়করে॥
তোমার তনয়, শুন মহাশয়;
বভ্রুবাহ মম নাম।
গন্ধর্ব্ব দুহিতা, চিত্রাঙ্গদা মাতা,
তার গর্ব্ভে মম ধাম॥
তোমার ঔরসে, জন্মিনু বিশেষে,
পরিচয় দিনু আমি।
না জানিয়া হয়, নিয়াছি নিশ্চয়
যে দোষ ক্ষমিবা তুমি॥
শুনিয়া বচন, পাণ্ডুরনন্দন,
জারজ বলিলা পরে।
চিত্রাঙ্গদা বেশ্যা, তাহার সমস্যা,
না শুনাবি তুই মোরে॥
অরে মহাপাপ, কারে বল বাপ,
কেবা বটে তোর পিতা।
কেমন সাহসে, অপর পুরুষে,
ভজিল রে তোর মাতা॥
কোপে কাঁপে কায়, কি বলিব তায়,
তাহে পদাঘাত মোরে।
হংসধ্বজ আদি; যত সত্যবাদী,
সবে দোষ দিলা পরে॥
শুন অবধানে, সেই অপমানে,
সমাজে হই অমানী।
তবু যোড়হাতে, পাণ্ডবের নাথে,
কহিনু মধুর বাণী॥
না শুনিল বাপ, পায়ে মনস্তাপ,
অশ্বকে আনিনু ঘরে।
সত্য কহি কথা, জানাব যোগ্যতা,
তবে সে চিনিবে মোরে॥
শুনগো জননী, কহিনু তখনি,
তুমি না শুনিলা কানে।
করিয়া সংগ্রাম, আমি নিজধাম,
জানাব জনক স্থানে॥
না শুনিল কথা, হৈল আগো মাতা,
অভিমন্যুকে বাখানে।
ধরেছিল হয়, মনে পায়ে ভয়,
সমর্পিল যুদ্ধ বিনে॥
হৈলে মম সুত, না করে এমত,
ত্রিভুবনে আমি খ্যাত।
অকুরঅকৃষ্ট, বীজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,
কহিলা পাণ্ডবনাথ॥
পায়ে অপমান, সংগ্রাম সন্ধান,
অবশেষে হৈনু আমি।
ক্রোধের অধীন, বচন কঠিন,
সাহস অধীন গামী॥
আশ্বাসি আমারে, যাও তুমি ঘরে,
জানাব আপন বল।
ধন্য লব কুশ, রাখিল পৌরুষ,
জিনিয়া ভক্তবৎসল॥
সে সব ভারতী, মনে হৈল সতী;
যুঝিব জনক সনে।
না করিবা ভয়; দিয়া জয় জয়,
তুমি যাও নিকেতনে॥
শুন শুন মাতা, জানাব সুব্রতা,
অর্জ্জুন নিন্দিলা তোমা।
শুনিয়া শ্রবণে, রহিব কেমনে;
সবাই নিন্দিবে আমা॥

তনয় বচনঃ শুনিয়া তখন,
জননী কহিল তারে ।
অপমান পায়ে, বাতুল হইয়ে.
যাও চন্দ্র ধরিবারে ॥
যুদ্ধে নাহি কায, থাকিবেক লাজ,
অর্জ্জুন দুর্জ্জয় সনে ।
করিয়া সমর, তুষিল শঙ্কর,
অগ্নি তুষ্ট যার রণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম সনে, কুরুক্ষেত্র রণে,
একেলা জিনিল রণ ।
হেন জন সাতে, যুঝিব কি মতে,
সখা যার নারায়ণ ।
কহে বভ্রুবাহ, তুমি ঘরে যাহ,
ভয় না করিবা মনে ।
তোমার আশীষে, চক্ষুর নিমিষে,
পরাজিব সর্ব্বজনে ॥
ভারত কথন, শুন সর্ব্বজন,
ভবভয় হবে নাশ ।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ।

বভ্রুবাহের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মুণ্ডচ্ছেদ ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন ।
বভ্রুবাহ অর্জ্জুনে কেমনে হৈল রণ ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহামুনি ।
তোমার প্রসাদে আমি পূর্ব্বকথা শুনি ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
যুদ্ধ কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদা গেল ঘরে ।
বভ্রুবাহ রাজা যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যেই হইবারে চায় ।
এই হেতু ধনঞ্জয় নিন্দিলেন তায় ।
গঙ্গা দিয়াছেন শাপ অর্জ্জুন নিধনে ॥
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে ।
হয় গজ বিমানেতে সাজন করিয়া ।
বভ্রুবাহ রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া ॥
সিংহনাদ বাদ্য রব শুনিয়া শ্রবণে ।
পাণ্ডবের সেনা যত প্রবেশিল রণে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু ।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজন করিল সমর ।
বাণবৃষ্টি করিলেন দুই ধনুর্দ্ধর ॥

বৃষকেতু পরে বাণ পূরিল সন্ধান ।
পার্থের নন্দন তাহা কৈল দুইখান ॥
হেনমতে দুইজনে অনেক যুঝিল ।
গগনমণ্ডল দোঁহে বাণে আচ্ছাদিল ॥
অন্ধকার হৈল সব না দেখি নয়নে ।
পরিচয় নাহি যুদ্ধ করি কার সনে ॥
তবে বভ্রুবাহ কৈল বাণ অবতার ।
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার ॥
দুই বাণ বিন্ধি বভ্রুবাহ নরপতি ।
বৃষকেতু বৃষধ্বজ কাটিল সুমতি ॥
পঞ্চ বাণ দিয়া কাটি সারথির মুণ্ড ।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড২ ॥
ফাঁফর হইল তবে কর্ণের নন্দন ।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন ॥
তাহা দেখি শাল্য বীর প্রবেশিল রণে ।
অনেক সংগ্রাম করি বভ্রুবাহ সনে ॥
ক্রমেং তাহা আমি কতেক কহিব ।
ভারত সমুদ্র পার কি রূপে হইব ॥
বভ্রুবাহ রণে কার নাহিক নিস্তার ॥
হইল অস্থির রণে নাহি পায় পার ॥
জর্জ্জর হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে ।
কিংশুক কুসুম যেন শোভিত বসন্তে ॥
প্রাণ ভয়ে পলাতিক নাহি রহে রণে ।
অচেতন হৈল বভ্রুবাহনের সনে ॥
ভীম আর সাত্যকিতে সাহস করিল ।
বভ্রুবাহনের সনে অনেক যুঝিল ॥
গজ বাজি পড়ে রণে লেখা নাহি জানি ।
রুধির করয়ে পান শকুনি গৃধিনী ॥
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি যোধগণ নয়নে ।
ভীম আদি মহাবীর ভয় পায় মনে ।
দেখি বভ্রুবাহনের বিশিখ সন্ধান ।
পলায় পাণ্ডব সৈন্য লইয়া পরাণ ॥
অন্যের থাকুক কার্য্য ভীম ভঙ্গ দিল ।
যুবনাশ্ব অনুশাল্য সবে পলাইল ॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব পেয়ে ।
অর্জ্জুন সম্মুখে সবে উত্তরিল ধেয়ে ॥
অপমান পান সবে বভ্রুবাহ রণে ।
তাহা দেখি ধনঞ্জয় কুপিলেন মনে ॥
গাণ্ডীব লইয়া তবে বীর ধনঞ্জয় ।
যুঝিতে গেলেন পরে সমরে নির্ভয় ॥
হেনকালে বৃষকেতু ধনুক ধরিয়া ।
রণে প্রবেশিল পুনঃ সাহস করিয়া ॥

বৃষকেতু করিলেন বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ নিবারয়ে অর্জ্জুন নন্দন॥
ধ্বজ ছত্র কাটি বাণে হাতে লয়ে ধনু।
একবাণে বভ্রুবাহ কাটিলেন তনু।
বভ্রুবাহ সৈন্য তবে বাজিলেক বাহু।
কুপিত অর্জ্জুন বীর যেন গ্রহ রাহু॥
গাণ্ডীব ধরিয়া বীর করেন সমর।
কেশ পাশ নাহি বান্ধে বরিষয়ে শর॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত্ত বাণ।
কোপান্বিত ধনঞ্জয় করেন সন্ধান॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর সক্রোধ অন্তরে॥
অক্ষয় গাণ্ডীব তুণ রণে হয় ক্ষয়।
হইলেন তাহাতে চিন্তিত ধনঞ্জয়॥
বভ্রুবাহ বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্ব্বজন॥
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির বড় ভাগ্যবান।
পবননন্দন ভীম পবন সমান॥
সহদেব শ্রীনকুল অশ্বিনী কুমার।
ভাল চন্দ্রবংশে জন্ম হইল তাহার॥
আপন জন্মের কথা মনে না করিলা।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলা॥
সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে॥
আজি কৃষ্ণ সঙ্গে তোমা পরাজয় করি।
তবে আমি প্রবেশ করিব নিজ পুরী॥
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তব জননীর স্থানে।
তোমার সমান বীর নাহি বর্ত্তমানে॥
কিন্তু আজি যশ লোপ হইবে তোমার।
ফিরিয়া না যাবে তুমি বাণেতে আমার॥
বভ্রুবাহন বচনেতে কহে ধনঞ্জয়।
অহঙ্কার না করিস বেশ্যার তনয়॥
তাহা শুনি বভ্রুবাহ ক্রুদ্ধ হয়ে মনে।
বাণেতে জর্জ্জর বীর করিল অর্জ্জুনে॥
অতি ব্যস্ত হইলেন বীর ধনঞ্জয়।
নর নারায়ণ মনে পাইলেন ভয়॥
মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রাম ভিতরে।
ঊর্দ্ধমুখ হয়ে শিবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার।
অকুশল দেখিলেন ধ্বজে পড়ে কাক।
হইলেন ব্যাকুলিত মুখে নাহি বাক॥

বৃষকেতু সম্বোধিয়া বলেন বচন।
হস্তিনানগরে যাও কর্ণের নন্দন॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ।
হস্তিনানগরে যাও লইয়া পরাণ॥
তোমা বিনা বংশে আর না আছে সন্তান।
তুমি জিলে পিতৃলোক পাবে পিণ্ডদান॥
যুবনাশ্ব সুবেগ প্রভৃতি সৈন্যগণ।
বভ্রুবাহনের রণে না পাব রক্ষণ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণের কুমার।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার॥
অমঙ্গল কথা তুমি কহ কি কারণে।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে।
এত বলি ধনুর্ব্বাণ লইল সত্বরে।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে বভ্রুবাহনেরে॥
বভ্রুবাহন বলিলেন কর্ণের নন্দন।
পুনঃ২ আইস তুমি করিবারে রণ॥
বুঝিনু মরিবা তুমি আমার সমরে।
রাখে হেন বীর নাহি এ তিন সংসারে॥
কৃষ্ণ স্তুতি কর তুমি মরণ সময়।
পরকালে তারিবেন হইয়া সদয়॥
এত বলি বভ্রুবাহন হাতে ধনুর্ব্বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া তাহা করিল সন্ধান॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পরে সত্বরে এড়িল।
বৃষকেতু মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
সাহসে আইল সবে করিবারে রণ॥
পরাজিল অর্জ্জুন তনয় সবাকারে।
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষণ্ণ বদন।
বৃষকেতু শোকে কান্দি কহিল বচন॥
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
অহঙ্কার করি পুত্র হারালে জীবন॥
নিষেধ করিনু যত না শুনিলে কাণে।
শরীর ত্যজিলে বভ্রুবাহনের রণে॥
কি বলি যাইব আমি হস্তিনানগরে।
কি বোল বলিব আমি ধর্ম্ম নরবরে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব মাতার হৃদয়।
এই শোকে কি বলিবা কৃষ্ণ মহাশয়॥
বৃষকেতু মুণ্ড পরে হৃদয়েতে ধরি।
বিলাপ করেন পার্থ উচ্চৈঃস্বর করি॥
কান্দেন বিষাদ মনে ইন্দ্রের নন্দন।
দেখিলেন তাহা পরে শ্রীবভ্রুবাহন॥

ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম নহে শুন মহাশয়।
এখনি দেখিবা তুমি আপন সংশয়॥
হাসিবে নৃপতিগণ দেখিয়া তোমারে।
ক্রন্দন উচিত নহে সমর ভিতরে।
যুদ্ধ করি বৃষকেতু গেল স্বর্গলোকে।
গতজীবে শোকযুক্ত না হয় তোমাকে॥
আপনি তরিতে তুমি করহ উপায়।
সমরে বিষাদ করি পাইবে কি তায়॥
কি কারণে বিলাপ করহ তুমি শোকে।
স্মরণ করিয়া শাস্ত্র আনহ কৃষ্ণকে॥
কৃষ্ণগত প্রাণ তব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণহীন হয়ে কেন হারাবে পরাণি॥
যদি বাঞ্ছা করহ কুশল আপনার।
স্মরণ করহ শীঘ্র দৈবকী কুমার॥
চিন্তহ গোবিন্দ পদ বীর ধনঞ্জয়।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয়॥
এত যদি বভ্রুবাহন বলিল ডাকিয়া।
অর্জ্জুন চিন্তেন হরি সঙ্কটে পড়িয়া॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু বন্দো জগতপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত গতে।
হে কৃষ্ণ অখিল বন্ধু ওহে ভগবান।
সংসার বিষম ঘোরে কর প্রভু ত্রাণ॥
আসিয়ে কমলাপ্রিয় শীঘ্র মণিপুরে।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষ কর মোরে॥
গজেন্দ্র করুণা করি উদ্ধারিলা হরি।
অপার মহিমা তব কি বলিতে পারি॥
দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলা নিবারণ।
জতুগৃহে রক্ষা কৈলা আমা পঞ্চ জন॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাখিলা আমারে।
আপনি করিলা ত্রাণ বিরাট নগরে॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি।
সংসারে বিদিত তাহা কি বলিব আমি॥
সুরথ সুধন্বা যুদ্ধে রাখিলা আমারে।
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে॥
গঙ্গার বচন সত্য করিবারে হরি।
অর্জ্জুনে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি॥
চাহেন আপন রথ পানে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয়॥
বভ্রুবাহন কহিলেন কি ভাবনা মনে।
না পাবে নিস্তার তুমি আমা সহ রণে॥
এত বলি করিলেন বাণ বরিষণ।
নিবারিতে না পারেন নর নারায়ণ॥

জর্জ্জর হইল বীর বাণের প্রহারে।
কুটিল অর্জ্জুন বীরে রক্ত পড়ে ধারে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র পশুপত আদি যত বাণ।
ভয়েতে অর্জ্জুন সব করেন সন্ধান॥
বভ্রুবাহন রাজা তাহা শরে নিবারেন।
প্রাণপণে অর্জ্জুন জিনিতে না পারেন॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেস্থানে।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহ কাণে॥
তাহা শুনি আনন্দিত হন নরপতি।
রাখিলেন গঙ্গা অস্ত্র করিয়া স্তুতি॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেন চাপে।
বাণতেজে ইন্দ্র আদি দেবতাকে তাপে॥
মহাবেগে গঙ্গা বাণ আকাশে বাড়িল।
অর্জ্জুনের মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
পড়িল অর্জ্জুন তাহা দেখিল রাজন।
জয়২ শব্দে দিল দুন্দুভি বাজন॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল।
অর্জ্জুন নিধন হেতু রণে ভঙ্গ দিল॥
সংগ্রাম জিনিয়া বভ্রুবাহ কুতুহলে।
পুরে প্রবেশিল বীর জয় জয় বোলে॥
নানা বাদ্য নৃত্য গীত হরিষ ঘোষণ।
মায়ের সমীপে গেল শ্রীবভ্রুবাহন॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম।
হাসিয়া বলেন আমি যুদ্ধে জিনিলাম॥
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে বাণে রণস্থলে।
যতেক পাণ্ডব সৈন্য জিনিয়াছি বলে॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন।
আর্ত্তস্বরে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন॥
ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা।
কেমনে কাটিলে তুমি জনকের মাথা॥
পিতৃ হত্যা কৈলে তুমি মহাপাপকারী।
এতবলি অচেতন হইল সুন্দরী॥
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে।
কোথা গেল প্রাণনাথ কি কহিবে লোকে॥
অনেক বিলাপ করি কান্দয়ে বিস্তর।
শুনিয়া উলুপী ধায়ে আইল সত্বর॥
মুখে জল দিয়া তারে তোলে হাতধরি।
না জানি বিষাদ কেন করহ সুন্দরী॥
কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের না হবে মরণ।
বভ্রুবাহনের বাণে হৈল অচেতন॥
পূর্ব্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আপন মরণ হেতু কহিল আমারে॥

রোপিল দাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন ।
আমাকে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন ॥
শুনহ উলূপী আমি যাই নিজ দেশ ।
ভদ্রাভদ্র কথা তুমি জানিবা বিশেষ ॥
দাড়িম্ব নিধনে মম বুঝিবা মরণ ।
এত বলি নিজ দেশে করিল গমন ॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে ।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুই জনে ॥
উলূপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত ।
দাড়িম্ব দেখিতে যান হয়ে ত্বরান্বিত ॥
মৃত তরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন ।
হাহা প্রাণনাথ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
পতি দরশনে দোঁহে করিল গমন ।
অগ্রে পিছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ ॥
হেথা বভ্রুবাহ বীর পায়ে অপমান ।
বিনাশিয়া জনকেরে ভাবয়ে নিদান ॥
পাত্র মিত্র পাঠাইল জননীর স্থানে ।
প্রবোধিতে তারা যান মাতা বিদ্যমানে ॥
হের শুন চিত্রাঙ্গদা, উলূপী বলিল ।
এক কথা অচম্বিত স্মরণ হইল ॥
অনন্ত দুহিতা আমি শুনগো সুন্দরী ।
আমা বিবাহিতে পার্থ গেল মম পুরী ॥
অর্জ্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পুজিল ।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জ্জুনেরে দিল ॥
অর্জ্জুনে দিলেন আমা বিশিষ্ট যৌতুকে ।
অমৃত নামেতে মণি দিলেন যৌতুকে ॥
পুণ্ডরীক নাগ দিলা আমার সেবনে ।
তাহাকে আনিব আমি ধরিয়া যতনে ॥
মণির কারণে তারে পাতালে পাঠাব ।
আনিয়া অমৃত মণি অর্জ্জুনে জীয়াব ॥
এত যদি চিত্রাঙ্গদা শুনিল বচন ।
উলূপীরে বলিলেন আনহ এখন ॥
অর্জ্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে ।
শুনগো ভগিনী মণি আনহ ত্বরিতে ॥
উলূপী বলিল তুমি স্থির কর মতি ।
এখনি পাইবে প্রাণ পাণ্ডবের পতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের জীবনার্থ মণি আনয়ন ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মহামুনি ।
অর্জ্জুন জীবন কথা শুনিবে কাহিনী ॥
কিমতে আনিল মণি পাতাল হইতে ।
পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল কি মতে ॥
বলিল বৈশম্পায়ন শুন নরপতি ।
কতেক কহিব কথা সে সব ভারতী ॥
উলূপী স্মরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে ।
ত্বরায় আইল নাগ উলূপী সম্মুখে ॥
স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়কারী বিচারিল মনে ।
আইলেন বভ্রুবাহন জননীর স্থানে ॥
অধোমুখে রহিলেন মায়েরে সদনে ।
চিত্রাঙ্গদা বলিলেন নিষ্ঠুর বচনে ॥
পিতৃহত্যা কৈলে তুমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল ।
মারিলি আমার বুকে অতি বড় শাল ॥
কি বলে উলূপী তাহা শুনহ শ্রবণে ।
পার্থে জীয়াইতে চাহে মণি সংস্পর্শনে ॥
পাতালে আছয়ে মণি অনন্ত সমীপে ।
সত্বরে আনিয়া মণি রাখ জননীকে ॥
বভ্রুবাহন বলিলেন শুনগো জননী ।
পুণ্ডরীক নাগ ডাক আনিবারে মণি ॥
পরিচয় নাহি মম মাতামহ সনে ।
মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে ॥
পুণ্ডরীক গেল যদি নাহি দেয় মণি ।
সংগ্রাম করিব শেষে যাইয়া আপনি ॥
বাণের অনলে সব নাগ বিনাশিয়া ।
আনিব অমৃত মণি পাতালেতে গিয়া ॥
উলূপী বলিল পুত্র কহিলে প্রমাণ ।
সম্প্রীতে না দিলে মণি যুদ্ধ সমাধান ॥
পুণ্ডরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী ।
মণি হেতু নাগ গেল রসাতল পুরী ॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল ।
তাহা শুনি নাগরাজ হইল বিকল ॥
সর্পগণে ডাকিয়া কহিল নাগবরে ।
উলূপী মাগিল মণি অর্জ্জুনের তরে ॥
বভ্রুবাহ সমরে পড়িল ধনঞ্জয় ।
মণি দিয়া গেলে জীয়ে পাণ্ডুর তনয় ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সংসারে বিদিত ।
বিলম্ব না কর মণি পাঠাও ত্বরিত ॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে ।
এ সব অগ্রাহ্য কথা আমারে না সহে ॥
আপন মঙ্গল রাজা নাহি চিন্ত গণি ।
গরুড়ের ভয়ে সর্পে রক্ষা করে মণি ॥
হেন মণি পাঠাইতে চাহ নরলোক ।
শুন সর্পরাজ আমি যা বলি তোমাকে ॥

ভাল হৈল বভ্রুবাহ মারিল অর্জ্জুনে ।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে ॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি ।
অর্জ্জুন মারিল তার শতেক সন্তুতি ॥
এ কথা শুনিয়া চিত্তে দুঃখ উপজিল ।
অর্জ্জুন নিধনে মম আনন্দ হইল ॥
না দিব অমৃত মণি কহিনু তোমারে ।
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে ॥
মারিল বান্ধব বন্ধু গুরু ধনঞ্জয় ।
সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণ্ডুর তনয় ॥
নরলোকে কদাচিত মণি নাহি দিব ।
কত জীব জীবে বলি এখনি রাখিব ॥
গরুড়ের ভয়ে মোরা না পাব নিস্তার ।
মণি নাহি দিব শুন বচন আমার ॥
আমার সম্মতি নহে শুন নাগরায় ।
তবে সে তোমার চিত্তে যাহা ইচ্ছা যায় ॥
আমরা যতেক নাগ না দিব সম্মতি ।
কহিলাম সত্য কথা শুন নাগপতি ॥
অনন্ত বলেন কথা শুন নাগগণ ॥
ধর্ম্মপথ আচরিবে শুনহ কথন ।
উত্তম কর্ম্মেতে মন্দ কখন না হয় ।
পাপে মতি দিলে নাহি ধর্ম্মের উদয় ॥
অর্জ্জুন পাইবে প্রাণ মণির মিলনে ।
নারায়ণ সুখবোধ হইবে শ্রবণে ॥
কৃষ্ণে প্রীতি যে না করে সে জন অসুর ।
শরীর ধারণে ক্লেশ পাইবে প্রচুর ॥
কৃষ্ণ প্রীতি সুখ মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয় ।
মণি দিয়া রক্ষা কর পাণ্ডুর তনয় ॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র তুমি আমার বচন ।
মণি না দিলেও পার্থ পাইবে জীবন ।
সখা যার নারায়ণ মৃত্যু নাহি তার ।
মণি দিয়া যশ তুমি রাখ আপনার ॥
কহে বভ্রুবাহ তাতে পাব অপমান ।
কহিলাম সত্য আমি তোমা বিদ্যমান ॥
নাগ মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি ।
পুণ্ডরীক মুখে তাহা বভ্রুবাহ শুনি ॥
উলপী বলিল পুত্র কি হবে উপায় ।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায় ॥
বভ্রুবাহ বলিলেন সংপ্রীতে না পাব ।
বিক্রম করিয়া মণি কাড়িয়া আনিব ॥
এত বলি বভ্রুবাহ সাজন করিল ।
রথ আরোহিয়া রাজা পাতালে চলিল ॥

বাসুকি না দিল মণি জানিয়া রাজন ।
মণি না পাইয়া রাজা অতি ক্রুদ্ধ মন ॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে ।
তাহা দেখি দূত কহে রাজা বিদ্যমানে ॥
দূত মুখে অনন্ত পাইয়া সমাচার ।
যুদ্ধ হেতু আসে চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥
অর্জ্জুন নন্দন বীর জানে নানা শিক্ষা ।
অপার বিক্রম তার নাহি কার রক্ষা ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নাগপতি ।
বভ্রুবাহ হেথা আসে কি করিবা গতি ॥
মণি নাহি দিলা তুমি আমার বচনে ।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম কি ভয় মানুষে ।
বিনাশিব ভূপতিকে চক্ষের নিমিষে ॥
কিসের কারণে তুমি চিন্তা কর মনে ।
অতি যুদ্ধ করি রাজা বভ্রুবাহ সনে ॥
এত বলি বাসুকীরে দিল সমাচার ।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা হইল তাহার ॥
স্মরণে আসিল যত ছিল নাগগণ ।
বভ্রুবাহনের সনে আরম্ভিল রণ ॥
সে সব সংগ্রাম কথা কহিতে বিস্তর ।
সংক্ষেপে কহিব আমি শুন নরবর ॥
গজবাজী পদাতিক করিয়া সংহতি ।
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহ নরপতি ॥
অনল সমান বাণ ছাড়িয়া রাজন ।
অগ্রে হৈতে নাহি পারে যত নাগগণ ॥
বিষদন্তে নাগগণ দংশয়ে যাহারে ।
চক্ষের নিমিষে সেই যায় যম ঘরে ॥
ঘোড়া হাতি পদাতিক অনেক পড়িল ।
তাহা দেখি বভ্রুবাহে ক্রোধ উপজিল ॥
ধনুক করিয়া করে বাণ বরিষণ ।
অগ্নি বাণে পুড়িয়া মরিল নাগগণ ॥
সর্প মনুষ্যেতে রণ অপূর্ব্ব কথন ।
বড়২ নাগগণ হারায় জীবন ॥
বাসুকী সংগ্রামে ধায় অতি ক্রোধান্বিত ।
অনেক যুঝিল বভ্রুবাহন সহিত ॥
নিবারিতে না পারিল অর্জ্জুন নন্দনে ।
ধৃতরাষ্ট্র গজেন্দ্রেক দুঃখ পায়ে মনে ॥
দুই পুত্র লয়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ ।
বিংশতি সহস্র সৈন্যর বধিল জীবন ॥
মহাক্রোধ উপজিল অর্জ্জুন নন্দনে ।
ডিলা গরুড় বাণ ধন কের গুণে ॥

হইল গরুড় মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর ।
প্রাণ ভয়ে নাগ সব পলায় সত্বর ॥
প্রমাদ পড়িল নাগ দেখিয়া নয়নে ।
ভয়ে গেল সব নাগ অনন্ত সদনে ॥
অনন্ত বলেন কেন পলাও এখন ।
ধৃতরাষ্ট্র শুন তুমি কর গিয়া রণ ॥
মণি নাহি দিলা তুমি আমার বচনে ।
এখন যুঝহ বভ্রুবাহনের সনে ॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে ।
অর্জ্জুন কুমারে কেবা জিনিবারে পারে ॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ ।
সে কোপে করিবা তুমি নাগের নিধন ॥
আপনি বিদায় কর বভ্রুবাহনেরে ।
যাইবে পাইলে মণি আপনার পুরে ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র দিল অনন্তের মণি ।
মণি লয়ে নাগরাজ চলিল আপনি ॥
অনন্ত বলেন শুন হে বভ্রুবাহন ।
ধর মণি যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন ॥
এতবলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল ।
অর্জ্জুনকুমার তবে বাণ সম্বরিল ॥
মণিলাভে হর্ষ চিত্রাঙ্গদার নন্দন ।
মণির প্রভাবে বাঁচে মৃত সেনাগণ ।
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল ।
আপনার দুই পুত্রে ডাকিয়া কহিল ॥
শুন পুত্র পাইলাম বড় অপমান ।
মণি লয়ে বভ্রুবাহন করিল পয়ান ॥
তোমরা করহ যদি কলঙ্ক ভঞ্জন ।
তবে সে রাখিব আমি আপন জীবন ॥
আন গিয়া বৃষকেতু অর্জ্জুনের মাথা ।
তবে মম দূর হবে যত মন ব্যথা ॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতূহলে ।
মণিপুরে গেল তবে সংগ্রামের স্থলে ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া ।
প্রবেশিল পাতালেতে সহর্ষ হইয়া ॥
মণি লয়ে বভ্রুবাহ গেল নিজপুরে ।
উপনীত হইলেন মায়ের গোচরে ॥
উলূপী কহিল পুত্র কহ বিবরণ ।
আনিলা কিরূপে মণি অর্জ্জুননন্দন ॥
বলিলেন বভ্রুবাহ আনিলাম মণি ।
কিন্তু অর্জ্জুনের মাথা না দেখি জননী ॥
বৃষকেতু মুণ্ড নাহি কে নিল হরিয়া ।
চিত্রাঙ্গদা বলিলেন ক্রন্দন করিয়া ॥

কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড নিল কোনজন ।
বিনা শিরে ভূমিগত অর্জ্জুন নন্দন ॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী কান্দেন দুইজনে ।
তা দেখিয়া পাত্র মিত্র দুঃখ পান মনে ॥
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না পাইল ।
ভূমে পড়ি সর্ব্বজন কান্দিতে লাগিল ॥
পাত্র মিত্র প্রবোধিয়া শ্রীবভ্রুবাহনে ।
চিত্রাঙ্গদা উলূপী শান্তনা দুইজনে ॥
অধোমুখে বিলাপ করয়ে নরপতি ।
পিতৃহত্যা করিলাম হইয়া সন্ততি ॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি ।
আত্মঘাতী হব আমি শুনগো জননী ॥
বীরবংশে হইলাম হেন কুলাঙ্গার ।
এতে প্রায়শ্চিত্ত কিছু না হয় আমার ॥
শরীর ত্যজিব আমি আজি পিতৃশোকে ।
কৃমি হয়ে দুঃখভোগ করিব নরকে ॥
বুঝিনু আমার সম পাপী নাহি আর ।
বিনাদোষে বিনাশিনু পিতা আপনার ॥
নাগগণ জিনি আমি আনিলাম মণি ।
কেবা লয়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননী ॥
উলূপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন ।
প্রতিকার ইহার করিবা নারায়ণ ॥
এ কর্ম্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন ॥
কৃষ্ণ বিনা আনিতে নারিবে কোনজন ॥
সাধকবৎসল প্রভু আসিবা ত্বরিত ।
কৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের না হইবা ভীত ॥
এতবলি প্রবোধিলা শ্রীবভ্রুবাহনে ।
চৌদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জ্জুনে ॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলূপী সুন্দরী ।
বিষাদে রহিল সর্ব্ব সুখ পরিহরি ॥
দেখিলেন কুন্তী স্বপ্ন হস্তিনানগরে ।
বৃষকেতু অর্জ্জুন নরক্ষয় মণিপুরে ॥
ভয়ে কুন্তী কহিলেন গোবিন্দে ডাকিয়া ।
শুনহ গোবিন্দ মম বাক্যে মন দিয়া ॥
উচাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ ।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের হইল নিধন ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি ।
মহাবলবান সেই অর্জ্জুন সন্ততি ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে ।
বভ্রুবাহ সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি ।
অর্জ্জুনেরে বেড়িতে আইল শীঘ্রগতি ॥

নানা রত্ন অগ্রে দিয়া প্রণাম করিল।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না লইল॥
চরণ প্রহার কৈল মস্তক উপরে।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে পায়ে অপমান।
করিল অর্জ্জুন সঙ্গে সমর সন্ধান॥
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ।
বভ্রুবাহনের হাতে হইল অচেতন॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের কাটি লক মাথা।
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
তুমি গেলে দূর হবে চিত্ত উচাটন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন।
অন্তরে হইল দুঃখী কমললোচন॥
অমঙ্গল কথা পিসী কহ কি কারণে।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
কুন্তীরে প্রবোধি তুষ্ট করিয়া মুরারি।
করিলেন গরুড়ে স্মরণ দেব হরি॥
কৃষ্ণের স্মরণে আসে বিনতানন্দন।
আজ্ঞাকর কোন কর্ম্ম করিব এখন॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ গরুড়।
আমাকে লইয়া তুমি চল মণিপুর॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিয়া আরোহণ।
অতি শীঘ্র যান প্রভু অর্জ্জুন কারণ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে।
চিত্রাঙ্গদা রোদ্যমানা যথা উচ্চৈস্বরে॥
উলুপী কান্দয়ে আর শ্রীবভ্রুবাহন।
উপনীত সেস্থানে হইল নারায়ণ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে চেতন পাইল।
বভ্রুবাহন রাজা তবে উঠি দাণ্ডাইল॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়।
দীর্ঘ-ত্রিপদী।

বভ্রুবাহ নরনাথ, যোড় করি দুইহাত,
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে।
আমি অতি দুরাশয়, শুন কৃষ্ণ মহাশয়,
জানিয়া প্রবৃত্ত হই রণে।
অশ্ব আসে মণিপুরে, কহিলেক অনুচরে;
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি।
অশ্ব ভালে লেখা যত, পড়িয়া হইনু জ্ঞাত,
শুন কহি দেব চক্রপাণি।
পরিচয় পিতা সনে, করিলাম ইচ্ছা মনে,
বিশেষ কহিল চিত্রাঙ্গদা।
অশ্ব নিয়া অগ্রে ধরি, কুসুম চন্দন পুরি,
দূর করি আপন মর্য্যাদা॥
নানা রত্ন স্বর্ণথালে, দিয়া পার্থ পদতলে,
করিলাম বিহিত প্রণাম
জারজ বলিয়া মোরে, মারিলেন লাথি শিরে,
অপমান তাহে পাইলাম॥
তবু দুখ নাহি ধরি, আমি কৃতাঞ্জলি করি,
কহিলাম অনেক বিনয়।
শুন বলি চক্রপাণি, সতীর তনয় জানি,
কহিলেন পার্থ মহাশয়॥
এ পঞ্চ ভৌতিক দেহ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ
সম্বরিতে না পারিয়া আমি।
অবশেষে যুদ্ধকার্য্য, কহিলাম শুন আর্য্য,
বুঝিয়া করহ কার্য্য তুমি॥
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, না বুঝিনু ধর্ম্মতত্ত্ব,
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে, জিনিলাম নাগ বলে,
মণি আনি না দেখিনু মাথা॥
আদি অন্ত বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
কে লইল হরি পার্থ শির।
আমি আপনার প্রাণ, না রাখিব ভগবান,
কহিলাম সত্য যদুবীর॥
এতবলি বভ্রুবাহ, ত্যজিয়া সকল মোহ,
দিব্য অস্ত্র লইল তখন।
রাজার হাতেতে ধরি, বারণ করিল হরি
না মরিবা অর্জ্জুন নন্দন॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ॥
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন প্রাপ্তি।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
কি প্রকারে ধনঞ্জয় পাইল জীবন॥
সে সকল কথা এবে কহ মহাশয়।
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক বিস্ময়॥
বলিল বৈশম্পায়ন শুন নরপতি!
কহিব তোমারে আমি সে সব ভারতী॥
নিজ পরিচয় দিল শ্রীবভ্রুবাহন।
করিলেন আশ্বাস তাহাকে নারায়ণ॥

গোবিন্দ বলেন মুণ্ড লইল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক।
কহিলেন ইহা কৃষ্ণ হয়ে সকৌতুক॥
তবে দুই নাগ শির তখনি খসিল॥
বভ্রুবাহন ভূপতি সে নয়নে দর্শিল॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
অনন্ত আপনি যান সানন্দ হইয়া॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল ঘাটন।
ছড়াইল অমৃত আপনি নারায়ণ॥
প্রাণদান পান সবে মণির পরশে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে॥
হস্তী ঘোড়া আদি আর যত মৃত লোক।
মণি হৈতে প্রাণ পায় দূর গেল শোক॥
উঠিয়া বসিল যত নৃপতি কুমার।
মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার২॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে দেব নারায়ণ।
ধনঞ্জয় কহিলেন সকল কথন॥
যদুমণি দেন মণি অনন্তের করে।
মণি লয়ে গেল নাগ আপনার ঘরে॥
গোবিন্দ বলেন শুন অর্জ্জুন তনয়।
ক্ষত্র ধর্ম্ম আচরিলা নাহি পাও ভয়॥
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিবা মনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সংগ্রাম গমনে॥
অর্জ্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি॥
ধনঞ্জয় কৃষ্ণ বাক্য শিরোপরি নিয়া।
বভ্রুবাহে তুষিলেন আলিঙ্গন দিয়া॥
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান।
ত্রিভুবনে বীর নাই তোমার সমান॥
সংপ্রীত পাইয়া সবে দিল আলিঙ্গন।
বলিলেন যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ স্থিত যোড় হাতে।
এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ পাণ্ডবের নাথে॥
অনুশাল্য দৈত্য সঙ্গে কৈল আলিঙ্গন।
সবে বলে ধন্য২ অর্জ্জুন নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী গেলেন অন্তঃপুরে।
হেথা কৃষ্ণ কহিলেন বভ্রুবাহনেরে॥
তুরঙ্গ রাখিতে হও অর্জ্জুনের সাথি।
সৈন্যগণ সঙ্গে লও ঘোড়া আর হাতী॥
বভ্রুবাহন রাজা তবে হরষিত মনে।
তুরঙ্গ রাখিতে গেল অর্জ্জুনের সনে॥
লক্ষ ধেনু সে স্থানে ব্রাহ্মণে দিল দান।
তুরঙ্গ লইয়া বীর করিল প্রয়াণ॥
অশ্বমেধ পর্ব্ব কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রত্নাবতী পুরে যজ্ঞাশ্বের গমন ও
তাম্রধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
অশ্ব সঙ্গে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
রত্নাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতী পুরেতে ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্ব গুণ ধাম॥
সংগ্রামে না হয় কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান॥
করিলেন অশ্বমেধ সেই নরপতি।
অশ্ব রক্ষা হেতু তাম্রধ্বজ মহামতি॥
নিজ অশ্বে লয়ে স্থিত নর্ম্মদার ধারে।
অর্জ্জুনের ঘোড়া দৈবে গেল সেই পুরে॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন॥
লিখন পড়িয়া তার হৈল অহঙ্কার।
পাণ্ডব সমান বীর কেহ নাহি আর॥
বীরবেশে অহঙ্কারে কম্পে কলেবরে।
ডাক দিয়া বলিলেন যত অনুচরে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া যতন।
দেখি কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া পারে কোন জন॥
এ লিপি দেখিয়া ক্রোধ হইল আমার।
যুদ্ধের কারণে আমি হব অগ্রসার॥
শীঘ্র চল সেনাগণ ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সকলে সুসজ্জা হও সংগ্রাম সভাতে॥
নৃপাদেশে অনুচর অশ্ব লয়ে যায়।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ হেতু সাজিলেন তায়॥
শিখিধ্বজ সুত অশ্ব ধরিলেন বলে॥
অর্জ্জুন শুনিয়া আজ্ঞা করিল সকলে॥
অগ্র হয়ে বৃষকেতু বলিল সুস্বরে।
কে ধরিল যজ্ঞ ঘোড়া মরিবার তরে॥
যুধিষ্ঠির সহায় আপনি নারায়ণ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে এ তিন ভুবন॥
তাম্রধ্বজ বলিলেন কৃষ্ণ সর্ব্বগতি।
না বুঝিয়া কহ কেন কুৎসিত ভারতী॥

ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভজনেতে পাই।
এ তিন ভুবনে তার শত্রু কেহ নাই॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার।
শুন বৃষকেতু জ্ঞান বিহীন কুমার॥
দেখিব কেমনে আজি জিনিবা সমর।
অশ্ব দিয়া নিজদেশে হও অগ্রসর॥
মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিলা।
অশ্ব রাখিবার তরে মোরে পাঠাইলা॥
ভাল হৈল এই অশ্ব পাইলাম আমি।
লইতে যজ্ঞের ঘোড়া না পারিবে তুমি॥
বৃষকেতু বলিলেন দেবেন্দ্র নন্দন।
জিনিয়া আনিল সঙ্গে যত রাজগণ॥
যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ সঙ্গে।
পরাভব পায়ে সব আসিলেন রঙ্গে॥
বৃথা অহঙ্কার কর মরিবে এখন।
নহে অশ্ব অর্জ্জুনেরে কর সমর্পণ॥
বৃষকেতু বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে॥
নিবারিতে না পারিল কর্ণের তনয়।
তাম্রধ্বজ বাণে বীর জর্জ্জর হৃদয়॥
দোহে মহাবলবন্ত নাহি তুল্য নর।
প্রাণপণে করিলেন অনেক সমর॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া।
বৃষকেতু রথধ্বজ কাটিলেন গিয়া॥
তূণ ধনু কাটিলেন রথের সারথি।
বিরথ হইল বৃষকেতু মহামতি॥
দশ বাণে তাম্রধ্বজ তাহাকে বিন্ধিল।
কর্ণের নন্দন রণে মূর্চ্ছিত হইল॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগ সহিত।
করিলেন বহু যুদ্ধ যে রূপ বিহিত॥
পিতা পুত্রে মূর্চ্ছিত হইল দুই জনে।
তবে অনুশাল্য আসি প্রবেশিল রণে॥
তাম্রধ্বজ সহ হৈল সমর সন্ধান।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান॥
তবে হংসধ্বজ বীর শ্রীবভ্রুবাহন।
প্রাণপণে দুই জনে করিলেন রণ।
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি মনে।
জিনিতে নারিল কেহ তাম্রধ্বজ রণে॥
প্রাণপণে যুঝে সবে অনেক প্রকারে।
অচেতনে পড়ি গেল রথের উপরে॥
কেহ ভূমে পড়িলেন হয়ে অচেতন।
তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন॥

তাম্রধ্বজ সনে যুদ্ধ অনেক হইল।
বাহুল্য কারণে তাহা লিখিত নহিল॥
তাম্রধ্বজ বাণে তার ক্লিষ্ট হৈল তনু।
অচেতন হয়ে রণে স্থির ফুল ধনু॥
আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগণপথ এড়ি নানা শর॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি প্রাণে।
কাটিল ভীমের গদা দিব্য পাঁচ বাণে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে লয়ে বীর বৃকোদর।
তাম্রধ্বজ সহ হৈল অনেক সমর॥
সাত্যকি সাহস করি এড়িলেন বাণ।
ভূপতি তনয় তাহা করে খান খান॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশি বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেন ভীমসেনে অগ্রসরি গিয়া॥
অচেতন হয়ে বীর পড়িলেন রথে।
সারথি পড়িয়া গেল ভয় পায়ে পথে॥
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল শিখিধ্বজের নন্দন॥
এ সব ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডব সৈন্য পরাজিত বাণে॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশিল রণে॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
তীক্ষ বাণ দিয়া তার বিন্ধিল শরীর॥
অর্জ্জুন যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া সুখে॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজ শরে।
অর্জ্জুন জর্জ্জর অঙ্গ রক্ত পড়ে ধারে॥
মহাকোপ উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় প্রাপ্তে জিজ্ঞাসেন তবে নারায়ণে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমি কিছু না পারি বুঝিতে।
সংগ্রামে সামর্থ নাহি না পারি যুঝিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে পরাজিনু আমি।
নিবাত কবচ বিনাশিনু যদুস্বামী॥
খাণ্ডব দহিয়া কৃষ্ণ তুষিনু অনলে।
কালকেয় নিপাত করিনু বাহুবলে॥
সংগ্রাম করিয়া আমি তুষিনু শঙ্করে।
জিনিলাম কুরুগণে বিরাট নগরে॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের করি অপমান।
আপনি জানহ তুমি আমার সন্ধান॥
সুরথ সুধন্বা বীরে নিপাতিনু রণে।
যুঝিতে না পারি কেন তাম্রধ্বজ সনে॥

বীর নাহি দেখি তাম্রধ্বজের সমান।
শুন কৃষ্ণ পাইলাম বড় অপমান॥
গোবিন্দ বলেন সখা ত্যজহ সমর।
মহাবলবান শিখিধ্বজের কুমার॥
জিনিতে নারিবা তুমি তাম্রধ্বজ বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
তুমি কিম্বা আমি হারি একই সমান॥
তোমাতে আমাতে সখা কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্য্যাদা আমি রাখিবারে চাই॥
শিখিধ্বজ সাহসিক দেখাব তোমারে।
চল যাই দুই জন পুরীর ভিতরে॥
শিখীধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে।
দ্বিজ বেশ ধরিয়া রাজার কাছে যাব।
নৃপতি সাহস আমি তোমাকে দেখাব॥
পাইবা যজ্ঞের ঘোড়া ভয় নাহি মনে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া তুমি চল মম সনে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর
ঈষৎ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর॥
সংসারের সার তুমি দেব চক্রপাণি।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি জানে সর্ব্ব জন।
তব পদে ভক্তি মম নাহি নারায়ণ॥
দর্পহারী তব নাম বিদিত সংসারে।
সাক্ষাতে সে সব তুমি দেখাও আমারে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সহাস্য বদন।
কহিলেন তোমা বিনা সখা কোন জন॥
রণ জিনি তাম্রধ্বজ ছাড়ি সিংহনাদ।
চলিল বাপের কাছে লইতে প্রসাদ॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তাম্রধ্বজ পিতৃ স্থানে রণজয়ী সম্বাদ কথন
শিখিধ্বজের মহানন্দ।
দীর্ঘ-ত্রিপদী।

সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে, নিজ সৈন্য লয়ে সঙ্গে
তাম্রধ্বজ গেল নিকেতনে।
বসন ধরিয়া গলে, জনকের পদতলে
প্রণমিলা আনন্দিত মনে॥
তাম্রধ্বজ যোড়হাতে, কহিলেন নরনাথে
শুন পিতা মম নিবেদন॥
নর্ম্মদা নদীর কূলে, অশ্ব রাখি কুতূহলে,
সঙ্গে লয়ে বহু সৈন্যগণ॥
এক অশ্ব হেনকালে, উপনীত নদীকূলে,
অনুচরে তাহাকে ধরিল।
যুধিষ্ঠীর যজ্ঞ হয়, সঙ্গে ভীম ধনঞ্জয়,
পত্র পড়ি সব জানা গেল॥
নিয়োজিয়া অনুচরে, অশ্ব পাঠাইনু ঘরে;
যুদ্ধ আশে রহিলাম আমি।
হয় গজ চারু রথে, নানা অস্ত্র লয়ে হাতে,
সৈন্য কত লেখা নাহি জানি॥
ডাক দিয়া উচ্চৈঃস্বরে, বলে মোরে কটুস্বরে,
বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
এ তিন ভুবন মাঝে, হেন কেবা বীর আছে,
অর্জ্জুন সহিতে করে রণ॥
পাঁচনি লইয়া হাতে, কৃষ্ণচন্দ্র যার সাথে
রথ অশ্ব চালান সারথি।
আর যত আছে বীর, সংগ্রামেতে অতিধীর
জিনিতে নারেন সুরপতি॥
শুনি তার বাক্য জাল, হৃদয়ে বাজিল শাল
উদয় হইল বীর রস।
বাণের অনল ভয়, স্বর্গে দেব স্থির নয়
তপোবনে কম্পিত তাপস॥
খাইয়া আমার বাণ, বৃষকেতু হতজ্ঞান
পড়িয়া লোটায় ভূমিতলে।
আরোহিয়া মত্ত হাতী, অনুশাল্য দৈত্যপতি
সংগ্রামে আইল হেনকালে॥
নানা অস্ত্র লয়ে হাতে, যুঝিল আমার সাথে
নিজ মায়া করিল বিস্তর।
বাণাঘাতে জর জর, কৈনু তার কলেবর
ভঙ্গ দিল সেই দৈত্যেশ্বর॥
যুবনাশ্ব রাজা পরে, মহাপাশ নিয়ে করে,
পুত্রসহ প্রবেশিল রণে॥
খাইয়া আমার বাণ, পিতা পুত্রে হতজ্ঞান
ভূমিতে পড়িল অচেতনে॥
হংসধ্বজ নরপতি, সাহস করিয়া অতি,
সংগ্রাম করিল বহুতর।
তার ধনু গুণ বাণ, কাটি করি খানখান;
অচেতন হৈল নরবর॥
নীলধ্বজ রাজা আইল, তাহার বিনাশ হৈল,
ভূমিতে পড়িল অচেতন।
আরোহিয়া দিব্যরথে, ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে,
রণে আসে শ্রীবভ্রুবাহন॥

বহু বলবান রাজা, অনল সমান তেজা,
সংগ্রাম করিল নানামত।
দুই জনে সুসন্ধান, করিলাম নানা রঙ্গ,
সে কথা কহিব আর কত ॥
অচেতন হয়ে রণে, পড়িল আমার বাণে,
ভীম আসে করিতে সংগ্রাম।
সাত্যকি তাহার সাথে, নানা অস্ত্র লয়ে হাতে
দুই জন মহাবলবান ॥
অনেক যুঝিল ভীম, প্রতাপেতে যে অসীম;
অগ্রে ভয় জন্মিল অন্তরে।
শেষে ভঙ্গ দিয়া বীরে, পলাইল দিগন্তরে,
কহিল ন তোমার গোচরে ॥
তবে আর কৃষ্ণসুত, মনে বড় হর্ষযুত,
কামদেব মহাবলবান ॥
যুঝিল আমার সাথে, ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে,
কি কহিব সে সব বাখান ॥
অবধান কর তাত, পরাজিনু রতিনাথ,
অচেতনে লোটায় ধরণী।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে, অর্জ্জুন আইল রথে,
সারথি তাহার চক্রপাণি ॥
যুঝিনু তাহার সনে, ভয় না পাইয়া মনে;
পরাভব পাইল কিরীটি।
পার্থ হৈল অচেতন; আশ্বাসেন নারায়ণ,
পদাতিক পড়ে কোটি২ ॥
এই যুদ্ধ বিবরণ, করি সব নিবেদন,
অশ্ব আমি দেখাল পিতারে।
শিখিধ্বজ হরষিত, মনেতে পাইয়া প্রীত,
আলিঙ্গনে তুষিয়া তাহারে ॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

ব্রাহ্মবেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন।

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইলা।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিলা ॥
শুভ সমাচার পুত্র কহিলা আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতী পুরে ॥
সার্থক তপস্যা মম হৈল এতক্ষণে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে ॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া মিলাইল বিধি।
সুবান্ধবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
শিব ব্রহ্মা ধ্যানে যাঁরে দেখিতে না পান।
হেন প্রভু আইল আমার বিদ্যমান ॥
যার পাদপদ্ম হৈতে গঙ্গা জন্ম লন।
আইলেন মম পুরে সেই নারায়ণ ॥
যাঁর পদ পরশে সানন্দা বসুমতী।
মুনিগণ যাঁর পদ ভাবেন নিয়তি ॥
আইলেন যেন যাদবেন্দ্র মম পুরে।
পূর্ব্ব তপ ফলে আমি দেখিব তাঁহারে ॥
তুমি পুত্র আমার জন্মিলা শুভক্ষণে।
কৃষ্ণ দরশন পাব অর্জ্জুন মিলনে ॥
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধ বিবরণ।
বাহুবলে পরাজিলা শ্রীবভ্রুবাহন ॥
এক লক্ষ রাজা যার খাটে ছত্রতলে।
তাহাকে জিনিলে তুমি নিজ বাহুবলে ॥
অনুশাল্য যুবনাশ্ব বড় বীরবর।
তাহাদিগে জিনিয়াছ করিয়া সমর ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ পরাভব করি।
বিক্রমে জিনিলা তুমি বক হিড়িম্বারি ॥
যে সাত্যকি বৃষকেতু বড় বলবান।
তাহাদিগে জিনিয়াছ বিক্রম প্রধান ॥
পরাজিলা রতিনাথে আশ্চর্য্য কথন।
অর্জ্জুন তোমার বাণে হৈল অচেতন ॥
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে লাগে ভয়।
একেলা করিলা তুমি সবাকে বিজয় ॥
করিলেন পাণ্ডব বান্ধব আগমন।
অশ্ব হেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ ॥
এত বলি আনন্দে পুরিল নরপতি।
সমাজ করিলা পাত্র মিত্রের সংহতি ॥
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তুষি নরবর।
সিংহাসনে বসিলেন সভার ভিতর ॥
হেথা জনার্দ্দন যুক্তি বিচারিয়া মনে।
দ্বিজরূপী হলেন হরি অর্জ্জুনের সনে ॥
হইলেন বৃদ্ধ বিপ্ররূপ নারায়ণ।
রাজারে করিতে কৃপা করিল গমন ॥
খুঙ্গী পুঁথি কাঁখে শিষ্যরূপ ধনঞ্জয়।
ভূপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয় ॥
সমাজ করিয়া রাজা আছেন যে স্থানে।
তথা উপনীত দোঁহে রাজা বিদ্যমানে ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।
প্রণামিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিল দ্বিজবরে ॥

যোড়হাত হয়ে রাজা বলিল বচন।
কি হেতু আইলে বিপ্র কহ বিবরণ॥
রাজার বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কপট করিয়া পরে কহিল বচন॥
শুনহ ভূপতি মম দুঃখের কাহিনী।
কহিতে বদনে মম নাহি সরে বাণী॥
কৃষ্ণ শর্ম্মা নামে দ্বিজ তোমার নগরে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে॥
বিবাহ দিবস দৈবে নিকট হইল।
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্বাদি সকলে আইল॥
বর লয়ে আসিতে ছিলাম হরষিতে।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে॥
মম পুত্র খাইবারে চাহিল কেশরি।
ভয়ে আমি কহিলাম যোড়হাত করি॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে।
এক পুত্র বিনা আর না আছে সংসারে॥
পুত্রশোক সহিবারে না পারিব আমি।
ওহে সিংহ আমাকে ভক্ষণ কর তুমি॥
সিংহ বলে তব মাংসে প্রীতি নাহি পাব।
নবীন কোমল মাংস পেট পুরে খাব॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে॥
খাইতে নারিব আমি কহিনু সুস্থিরে॥
পুত্রের নিমিত্ত মনে পরে প্রবোধিয়া।
যোড় হাতে পুনঃ সিংহে কহিলাম গিয়া।
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য দিব হে তোমারে॥
তবে সিংহ বলিলেক নিদারুণ বাণী।
সে কথা কহিতে নাহি পারি নৃপজ্ঞানী॥
রাজা বলিলেন কহ সেই কি কথন।
কি বলিল কেশরি শুনিব বিবরণ॥
বিপ্র বলিলেন কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুর বাক্য মোরে কহিল কেশরি॥
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্ছিবা যদি প্রাণ।
ময়ুরধ্বজের মাংস আন বিদ্যমান॥
নানা ভোগযুক্ত সেই রাজ কলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর॥
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিল পরম যতনে॥
আইলাম নির্ব্বন্ধ করিয়া তার স্থান।
তব অঙ্গ দিলে রহে উভয়ের প্রাণ॥
এই ভিক্ষা মাগিতে আমি তোমার গোচরে।
আইলাম হেথা ইহা ভাবিয়া অন্তরে॥
এতেক বচন বিপ্র বলিল রাজারে।
নিজ অঙ্গ দিয়া তুমি রাখহ কুমারে॥
শুনিয়া দ্বিজের কথা হরিষ রাজন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন॥
তাহা শুনি পাত্র মিত্র সবে হাহাকার।
যোড় করে কহিলেন রাজার কুমার॥
তাম্রধ্বজ বলিলেন শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য পিতা রাজ সিংহাসন॥
আমি যাই দ্বিজ সঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরম হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে॥
রাজা বলিলেন যদি চাহেন ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র আমার বচন॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় আনন্দ পাইয়া।
দ্বিজবরে কহিলেন হরিষ হইয়া॥
শুন দ্বিজ তব অগ্রে করি নিবেদন।
যেই পিতা সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন॥
আমার নবীন মাংসে তুষ্ট হবে হরি।
পুত্র লয়ে যাবে তুমি আপনার পুরী॥
সিংহাসন শূন্য হবে ভূপতি বিহনে।
আমি শিশুমতি প্রজা পালিব কেমনে।
অনুমতি দেও তুমি যাই সিংহ পাশে।
নিজ পুত্র লয়ে তুমি যাও গৃহবাসে॥
এত যদি কহিলেন রাজার নন্দন।
তাহা শুনি বলিলেন কপট ব্রাহ্মণ॥
যেই পুত্র সেই পিতা কহিলে প্রমাণ।
সমান শরীর তব এ৷ত নাহি আন॥
কিন্তু সে সিংহের কথা কি কব তোমারে।
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ মাগিল আমারে॥
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা।
তবে সে আমার পুত্র পাইবেক রক্ষা॥
শুনহ ময়ূরধ্বজ আমার বচন।
সমস্ত শরীরে মম নাহি প্রয়োজন॥
অর্দ্ধ অঙ্গ দিবা তুমি বলহ আমারে।
পুত্র হেতু ভিক্ষা আমি মাগিনু তোমারে॥
রাজা বলিলেন অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ না হবে আমার॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিবেন নরপতি।
সমাচার পাইলেন রাণী কুমুদ্বতী
দুই চারি দাসি সঙ্গে আইল সে স্থানে।
যোড় হস্তে বলিলেন দ্বিজ সন্নিধানে॥
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ লাগয়ে আমাকে।
মোরে সিংহে দিয়া রাখ আপন বালকে॥

কেন সিংহাসন শূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ আমি যাই সিংহের গোচর॥
আমা দরশনে তুষ্ট হবেন কেশরী।
পুত্র লয়ে যাও তুমি আপনার পুরী॥
এত যদি রাজরাণী করিল সাহস।
গোবিন্দে কহেন পার্থ হইয়া বিরস॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন।
বাম অঙ্গ নারী তাহে নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণাঙ্গ দিতে সিংহ কহিল আমারে।
না জানিয়া কহিলাম তোমার গোচরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দেও মোরে শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী॥
স্ত্রী পুত্রে করাত দিয়া তোমাকে চিরিবে।
তবে তব অর্দ্ধ অঙ্গ কেশরী ধরিবে॥
কেশরি কহিল এই নিষ্ঠুর বচন।
তবে সে পাইব আমি আমার নন্দন॥
পরকালে তরিবারে এত যত্ন করি।
পুত্র বিনা নিদানে নরকে ডুবে মরি॥
অতএব মাগিলাম এ ভিক্ষা তোমারে।
কাতর না হও অর্দ্ধ অঙ্গ দেও মোরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দিয়া কর পূর্ণ অভিলাষ।
পরিণামে তোমার হইবে স্বর্গে বাস॥
শিখিধ্বজ বলিলেন অর্দ্ধ দিব আমি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি॥
রাজা বলিলেন তাম্রধ্বজ পুত্র স্থানে॥
করাতে চিরহ আমা সভা বিদ্যমানে।
এত বলি স্নান দান করিল ভূপতি।
সভাতে বসিল রাজা দিব্যাসন পাতি॥
বসিল ময়ূরধ্বজ পূর্ব্বাস্য হইয়া।
নবীন তুলসী মালা গলেতে লইয়া॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত মনে॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ লয়ে যোড়হাতে।
করাত দিলেন তবে ভূপতির মাথে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ রাজা দেন উঠিল ঘোষণা।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ না রহিল ঘরে।
স্ত্রী পুরুষ উপনীত ভূপতির পুরে॥
পরস্পর কহে কোন জন।
আপনি মরেন রাজা ধর্ম্মে দিয়া মন॥
কেহ বলে ধন্য শিখীধ্বজ পুণ্যবান।
নিজ তনু দিয়া রাজা স্বর্গপুরে যান॥
কেহ বলে ক্লেশ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম।
কেহ বলে ভূপতি করিল বড় কর্ম্ম॥
অনিত্য শরীর এই বিচারিয়া মনে।
আপনার অঙ্গ রাজা দিলেন ব্রাহ্মণে॥
চল চল দেখি গিয়া রাজার সাহস।
ভুবন ভরিয়া রাজা রাখিলেন যশ॥
দূর হবে যত পাপ রাজ দরশনে।
দেখিলে সাহস হয় সত্য জানি মনে॥
এত বলি সর্ব্বজন গমন করিল।
ভূপতির পুত্র পত্নী করাত ধরিল॥
শিখিধ্বজ বলেন শুন কুমুদ্বতী।
আমাকে চিরিতে না হইবে দুঃখমতি॥
করাত ধরহ আমি ভয় নাহি করি।
চিরিবা মস্তক মম শুদ্ধচিত্ত ধরি॥
মাতা পুত্র আনন্দিত রাজার বচনে।
ধরিলেন করাত শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
ভূপতির ভবনে উঠিল হাহাকার।
বাম চক্ষে রাজার পড়িল জলধার॥
অন্তর্য্যামি ভগবান জানেন সকল।
বলেন ঈষৎ হাসি সাধকবৎসল॥
অর্দ্ধ অঙ্গে আর মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রুধার দান আমি না করি গ্রহণ॥
কান্দিয়া আর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি দিবে মোরে।
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে॥
না চিরিবে ভূপতিরে শুন রাজরাণী।
কাতর হইলে দান নাহি লন জ্ঞানী॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয় সাথে।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি সাক্ষাতে॥
কুমুদ্বতী কহিলেন রাজারে চাহিয়া।
না নিলেন দান দ্বিজ কিসের লাগিয়া॥
শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ার বচন।
কাতর দেখিয়া দান না নিল ব্রাহ্মণ॥
এত বলি রাজার নয়নে জল ঝরে।
যোড়করে বলিলেন কপট দ্বিজেরে।
বাম নয়নেতে মম দেখ জলধার।
মম কাতরতা মনে হইল তোমার॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্যবাণী।
করাতের ব্যথা নয় শুন দ্বিজজ্ঞানি॥
যে কারণে অশ্রুপাত বাম নয়নেতে।
তাহার কারণ আমি কহিব তোমাতে॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলা গ্রহণ।
অভিমানে বাম চক্ষুঃ করয়ে ক্রন্দন॥

এই আপনার দোষ জানাই তোমারে ।
দক্ষিণাঙ্গ লয়ে তুমি যাও অকাতরে ॥
এত যদি বলিলেন কৃষ্ণ বিদ্যমানে ।
তাহা শুনি নারায়ণ দয়া হৈল মনে ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি ।
আমি তোমা পরীক্ষার্থে অর্জ্জুন সংহতি ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধে বড় সংপ্রীতি হইয়া ॥
আইলাম পার্থ সঙ্গে কপট করিয়া ॥
তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি ।
ঘুষিতে রাখিলে যশ ধন্য রাজা তুমি ॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারি ।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খ চক্রধারী ॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ বনমালা গলে ।
মকর কুণ্ডল কর্ণে শোভে ঝলমলে ।
সাধক বৎসল হরি নানা মায়া দিয়া ।
করিলেন যুক্ত নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া ॥
পশ্চাতে ময়ূরধ্বজ হরষিত হৈয়া ।
প্রণমিল কৃষ্ণ পদে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥
পরশিল নৃপতিরে দেব জগৎপতি ।
হইল ময়ূরধ্বজ সুন্দর সুগতি ॥
তাহা দেখি হৈল পুরে জয় জয়কার ।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে রাজার কুমার ॥
কৃষ্ণ পদ পরশিল রাজার রমণী ।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন চক্রপাণি ॥
যোড়হাতে শিখিধ্বজ করেন স্তবন ।
পরম কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি ।
তোমার মহিম প্রভু কি বলিব আমি ॥
করে পরশিলা তুমি আমারে মুরারি ।
আমার ভাগ্যের কথা সীমা দিতে নারি ॥
সিদ্ধ হৈল অশ্বমেধ শুন নারায়ণ ।
অশ্ব লহ যজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজন ॥
এত বলি দুই অশ্ব সেস্থানে আনিল ।
কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্ব অর্জ্জুনেরে দিল ॥
অর্জ্জুনের হাতে ধরি করিল প্রবোধ ।
ক্ষম মম অপরাধ তুমি মহাযোধ ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ কৈল তোমার সংহতি ।
ক্ষমিবা সকল দোষ পাণ্ডবের পতি ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা নহে অবিচার ।
আচরিল ক্ষত্র ধর্ম্ম তনয় তোমার ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন নৃপবর ।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে চল হস্তিনানগর ॥
আমন্ত্রণ তোমারে দিলেন নরপতি ।
কহিলাম যথার্থ করিহ অবগতি ॥
মহারাজ বলিলেন অর্জ্জুনের সনে ।
আজ্ঞা কর যাই আমি তুরঙ্গ রক্ষণে ॥
তাম্রধ্বজ পুত্রে ডাকি সকলি কহিল ।
পুরী রাখিবারে তারে অনুমতি দিল ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল আপনি ।
সঙ্গেতে চলিল সৈন্য লেখা নাহি জানি ॥
মূর্চ্ছাগত সৈন্য যত হইল সমরে ।
কৃষ্ণ আজ্ঞামতে সবে চলিল সত্বরে ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী ।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

সরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও যমের সহিত যুদ্ধ ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহামুনি ।
কোন দেশে গেল ঘোড়া বিস্তারিত শুনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
সরস্বতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বীরব্রহ্মা নামে রাজা তার অধিকারী ।
সেই দেশে যান পার্থ সহিত মুরারি ॥
বীরব্রহ্মা নৃপতির পুত্র পঞ্চজন ।
মহাবলবান তারা গুণে বিচক্ষণ ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে সবে আছিল নগরে ।
দৈবে দুই অশ্ব তারা দেখিল গোচরে ॥
বীরবেশে অহঙ্কারে তুরঙ্গ ধরিল ।
অনুচরে নিয়োজিয়া পুরে পাঠাইল ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল পঞ্চ সহোদর ।
সৈন্যেতে বেষ্টিত রহে করিতে সমর ॥
তুরঙ্গ ধরিল বীরব্রহ্মার নন্দন ।
তাহা শুনি অর্জ্জুনের বিষণ্ণ বদন ॥
অগ্রভাগে বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ করে ।
বৃষকেতু ডাক দিয়া বলিল তাহারে ॥
কে ধরিল যজ্ঞ হয় দিবে পরিচয় ।
আয়ুশেষ হৈল তার যাবে যমালয় ॥
বৃষকেতু বচনে কহিল পঞ্চ জন ।
মোরা অশ্ব ধরি বীরব্রহ্মার নন্দন ॥
যজ্ঞ হেতু জনকের আছে অভিলাষ ।
অশ্বমেধ যজ্ঞেতে হইবে স্বর্গবাস ॥
দৈবে আসি দুই অশ্ব মিলল নগরে ।
কে তোমরা পরিচয় বলিবা আমারে ॥
অহঙ্কারে বলিলেন কর্ণের নন্দন ।
পরিচয় তব সনে কোন প্রয়োজন ॥

বাক্যজালে দোঁহাকার উপজিল ক্রোধ।
বৃষকেতু দশ বাণ যুড়িল সুবোধ॥
বীরব্রহ্মা পুত্র তাহা নিবারিল বাণে।
মারিলা বিংশতি বাণ কর্ণের নন্দনে॥
বাণাঘাতে বৃষকেতু মনে পান ভয়।
হাতে বাণ আগে হন অর্জ্জুন তনয়॥
চিত্রাঙ্গদা সুত বীর বরিষয়ে বাণ।
পঞ্চ জনে বিন্ধিয়া করয়ে খিদ্যমান॥
বৃষকেতু বভ্রুবাহ বরিষয়ে শর।
বাণাঘাতে ভঙ্গ দিল পঞ্চ সহোদর॥
গজ বাজী পদাতিক ক্ষয় হৈল বাণে।
নিবেদয়ে পঞ্চ ভাই জনকের স্থানে॥
যুদ্ধ বিবরণ যত বাপেরে কহিল।
তাহা শুনি বীরব্রহ্মা আক্রোশ হইল॥
জামতার প্রতি তবে কহিল ভূপতি।
রাখিবা আমার দেশ করিয়া সুগতি॥
পরাভব পাইলেন পুত্র পঞ্চজন।
আপনি সাজিয়া যম করিবারে রণ॥
তোমার সাহসে কারে ভয় নাহি করি।
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি সূর্য্যের নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষে করিয়া আরোহণ॥
সংগ্রামে শমন যান দণ্ড লয়ে হাতে।
দরশনে সৈন্যগণ ভয় পায় তাতে॥
বভ্রুবাহ আদি করি যত বীরগণ।
প্রাণভয়ে করিলেন শর বরিষণ॥
শিলা টাঙ্গী নানা অস্ত্র মুষল মুদ্গার।
ভিন্দিপাল ক্ষুরপাদি বাণ প্রাণ হর॥
সাহসে জিনিল যত পাণ্ডবের গণ।
শমনের দণ্ডে সবে হয় নিবারণ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্য সুবেগ কুমার।
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া করিল মহামার॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বরিষয়ে বাণ।
সাত্যকি ধনুক ধরি করয়ে সন্ধান॥
গদাহাতে ভীমসেন প্রবেশিল রণে।
যমের সংগ্রাম দেখি ভয় পান মনে॥
প্রদ্যুম্নাদি বীরবর অনেক যুঝিল।
যমের সংগ্রামে সবে বিষন্ন হইল॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল সবে রণ পরিহরি।
আইলেন যুঝিতে অর্জ্জুন ধনু ধরি॥
করিলেন সাহস করিয়া বহু রণ।
দণ্ড হেতে যম সব করিল বারণ॥

ব্রহ্মঅস্ত্র পাশুপত সন্ধান পুরয়।
সংগ্রাম সমতা নাহি পাইলেন ভয়॥
জিজ্ঞাসেন যুদ্ধ ত্যজি পার্থ নারায়ণে।
সংগ্রামে আইল যম কিসের কারণে॥
কহিলেন কৃষ্ণ পার্থে সে সব কাহিনী।
বীরব্রহ্মা কন্যা ছিল নামেতে মালিনী॥
পরম সুন্দরী কন্যা জিনি রতিরূপ।
দুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ॥
দিনেং সেই কন্যা বাড়িতে লাগিল।
পুর্ণিমার চন্দ্র যেন কলাতে বাড়িল॥
বিবাহের যোগ্য কন্যা দেখিয়া নয়নে।
বীরব্রহ্মা মহারাজ বিচারিল মনে॥
বিবাহের কাল যায় ভাল নহে কায।
কালাতীতা হৈলে কন্যা হবে বড লাজ॥
স্বয়ম্বর হেতু রাজা বিচারিল মনে।
ডাকিয়া বলিল যত পাত্র মিত্রগণে॥
স্বয়ম্বর উদ্যোগ শুনিয়া রূপবতী।
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী॥
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্বর।
যমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর॥
যমে আনি বিবাহ করাও মহামতি।
ত্রিভুবনে মম যোগ্য দেখি সেই পতি॥
মরিলে সকলে যায় যমের নগরী।
আর কাকে বরিব তাহাকে পরিহরি॥
দুহিতার বাক্য শুনি বীরব্রহ্মা তায়।
মহামুনি নারদেরে আনিল সভায়॥
কহুপদেশ পাইয়া আইল তপোধন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল চরণ॥
কহিল আপন কথা করিয়া বিনয়।
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয়॥
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর।
যোগাইল পাদ্য অর্ঘ্য আসন সত্বর॥
বলিলেন যমরাজ কেন তপোধন।
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন॥
নারদ বলেন যম শুন মন দিয়া।
বীরব্রহ্মা রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
মালিনী নামেতে তার কন্যা সুলোচনা।
তুমি স্বামী হবে তার আছয়ে বাসনা॥
এই হেতু আগমন তোমার গোচরে।
আমার বচনে চল সরস্বতী পুরে॥
অলংঘ্য মুনির বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া।
রবিসুত গেল বিধি সহিতে করিয়া॥

যম আগমনে ব্যাধি লোকের পীড়িল ।
ব্যাধি ভয়ে লোক সব দুঃখিত হইল ॥
জিজ্ঞাসিলা নারদেরে তবে নরপতি ।
ব্যাধি হেতু প্রজা নাশ হইল দুর্গতি ॥
মুনি বলিলেন রাজা ধর্ম্মে দেও মন ।
ব্যাধি বল না করিবে শুনহ বচন ॥
নারদের বাক্যে বীর ব্রহ্ম নরপতি ।
পাত্র মিত্র প্রজা সবে ধর্ম্মে দিলা মতি ॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসেন নারদের স্থানে ।
যমের বিলম্ব প্রভু কিসের কারণে ॥
বলিলেন মুনি শাস্ত্র হবে আগমন ।
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবা গ্রহণ ॥
মালিনীর অভিলাস বুঝিয়া অন্তরে ।
শমন আইল বীরব্রহ্মার গোচরে ॥
পরিচয় আপনার কহিল রাজনে ।
হরষিত বীরব্রহ্মা যম আগমনে ॥
শুভক্ষণ করি কন্যা দিল নরপতি ।
মালিনার সঙ্গে হৈল পরম সুগতি ॥
বলিলেন বীরব্রহ্মা যমের গোচরে ।
কৃপা করি আপনি থাকিবা মম পুরে ॥
যম বলিলেন শুন আমার বচন ।
তত দিন পুরে তব করিব রক্ষণ ॥
নর নারায়ণ দোঁহে না দেখি যাবত ।
সত্য করিলাম আমি থাকিব তাবত ॥
রাজা বলিলেন হবে কৃষ্ণ দরশন ।
নিশ্চয় কহিলা তুমি স্বরূপ বচন ॥
আমি যবে নারায়ণে দেখিব নয়নে ।
সেইকালে যাবে তুমি আপন ভবনে ॥
যমের বচন তাহে না হইল আন ।
অর্জ্জুন সহিত পুরে যান ভগবান ॥
জামাতার সঙ্গে যুদ্ধে আইল রাজন ।
কহিলেন অর্জ্জুনে আপনি নারায়ণ ॥
দুই জনে করে রণ অর্জ্জুনের সনে ।
জর্জ্জর হইল পার্থ দোঁহাকার রণে ॥
যুদ্ধকালে ক্রোধ করি পাণ্ডুর কুমার ।
জুড়িলা বৈষ্ণব অস্ত্র বিষ্ণু অবতার ॥
দেখিলা আপনি বীরব্রহ্মা নরমণি ।
হাতে দণ্ড করি যম যুঝেন আপনি ॥
যম দেখি কুপিত হইল হনুমান ।
লাঙ্গলে জড়ায় রাজপুরী বিদ্যমান ॥
সাগরে ফেলিব আজি হেন করে মনে ।
দণ্ড ত্যজি যম গেল গোবিন্দচরণে ॥
হনুমানে আমার না আছে অধিকার ।
আপনি রাখহ তুমি সংসারের সার ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি বল হনুমানে ।
রাখিবে রাজার পুরী তোমার বচনে ॥
তবে হনুমানে যম করিল বিনয় ।
মহাবলবান তুমি বায়ুর তনয় ॥
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ।
বিনাশিলা লঙ্কাপুরী আপন বিক্রমে ॥
সরস্বতী পুরী তুমি মোরে কর দান ।
আমার বিনয় রাখ বীর হনুমান ॥
তুলিলা লাঙ্গুল বীর ঈষৎ হাসিয়া ।
কৃষ্ণ পাশে গেলা যম যোড় হাত হৈয়া ॥
প্রণমিয়া কহিলেন দেব নারায়ণে ।
রাজারে সদয় হও মম নিবেদনে ॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ যমের উত্তরে ।
বীরব্রহ্মা রাজা গেল কৃষ্ণের গোচরে ॥
তুরঙ্গ রাখিয়া অগ্রে করিল প্রণতি ।
নর নারায়ণ দেখি আনন্দিত মতি ॥
যোড়হাতে বীরব্রহ্মা করিলা স্তবন ।
হইলেন রাজারে প্রসন্ন নারায়ণ ॥
বিদায় হইয়া যম গেল নিজ পুরি ।
তবে ভূপতিরে আজ্ঞা করিল শ্রীহরি ॥
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে তুমি করিবা গমন ।
শুন বীরব্রহ্মা এই তব নিমন্ত্রণ ॥
বীরব্রহ্মা বলিলেন ত্যজিলাম পুর ।
অর্জ্জুন সঙ্গেতে যাব শুনহ ঠাকুর ॥
পুত্রে সিংহাসন দিয়া কৃষ্ণ বিদ্যমান ।
অর্জ্জুন সহিতে অশ্ব রাখিবারে যান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কৌণ্ডিন্য পুরে পাণ্ডবদের প্রবেশ ও চন্দ্রহংস রাজার কথা ।

বলিল বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
কৌণ্ডিন্যনগরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
সেই দেশে চন্দ্রহংস নামে নরপতি ।
পরম ধার্ম্মিক রাজা বিষ্ণু পরাগতি ॥
প্রবেশ করিল ঘোড়া কৌণ্ডিল্যনগরে ।
দূত গিয়া সমাচার দিলেক রাজারে ॥
তাহা শুনি চন্দ্রহংস অশ্বকে আনিল ।
লিখন পড়িয়া সব বৃত্তান্ত জানিল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা অশ্ব মেধ যজ্ঞ করে ।
অর্জ্জুনের আগমন অশ্ব রক্ষা তরে ॥

তাহা শুনি আনন্দে পূরিল নরপতি।
দেখিব গোবিন্দ পার্থ রথের সারথি॥
অর্জ্জুনের মিলনে দেখিব নারায়ণে।
সফল আমার জন্ম হৈল এত দিনে॥
বান্ধিয়া রাখিল অশ্ব নিজ অশ্বাগারে।
সে পুরেতে প্রবেশিতে বায়ু নাহি পারে॥
বড় দুঃখি ছিল চন্দ্রহংস শিশুকালে।
ধার্ম্মিক তাহার সম নাহি ভূমণ্ডলে॥
দধিমুখ তার পিতা বিষ্ণু পরায়ণ।
ধর্ম্মকর্ম্ম বিনা তার অন্যে নাহি মন॥
অপুত্রক হয়ে রাজা ছিল চিরকাল।
পুত্রের কারণে যজ্ঞ করিল বিশাল॥
কত দিনে চন্দ্রহংস হইয়া উৎপন্ন।
পুত্র দরশনে রাজা আনন্দে সম্পন্ন॥
পুত্রের নিমিত্ত রাজা কৈল নানা দান।
গজ বাজি বিলাইল বিচিত্র বিমান॥
পরকুটে মৃত্যু দধিমুখ নরপতি।
স্বামীর মরণে মৈল রাজার যুবতী॥
তিন দিবসের শিশু কিছু নাহি জানে।
ধাত্রিতে পোষিল তারে পরম যতনে॥
রক্তশূল রোগে ধাত্রি নিধন হইল।
মাতামহগণ তবে শিশু লয়ে গেল॥
পরম যতনে তারে করিল পালন।
রাখিলেন চন্দ্রহংসে দেব নারায়ণ॥
দিনে২ রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল।
চন্দ্রহংস বলিয়া শিশুর নাম দিল॥
হইলে পঞ্চম বর্ষে কুমার সুন্দর।
মাতামহ গৃহবাসে হরিষ অন্তর॥
ধৃষ্টবুদ্ধি নামেতে রাজার পাত্র ছিল।
পরকুটে মিলাইয়া রাজারে মারিল॥
আপনি করয়ে রাজ্য বসে সিংহাসনে।
জন্মিলে মরণ আছে নাহি ভাবে মনে॥
প্রতি দিন মন্ত্রী করে পুরাণ শ্রবণ।
প্রজাকে পীড়য়ে ধর্ম্মপথে নাহি মন॥
হের দেখ দেবমায়া কে বুঝিতে পারে।
নগর নিবাসী যত যায় রাজপুরে॥
শুনয়ে পুরাণ পাঠ করিয়া যতন।
শিশু সঙ্গে চন্দ্রহংস করয়ে গমন॥
বসিয়া সমাজে শিশু শাস্ত্রকথা শুনে।
ভক্তির উদয় হৈল পুরাণ শ্রবণে॥
শিশু দেখি আনন্দিত যত দ্বিজগণ।
জিজ্ঞাসিল মন্ত্রীকে এ কাহার নন্দন॥

ভূপতি লক্ষণ দেখি জিজ্ঞাসি তোমারে।
হইবেক এই রাজা কৌন্তিন্য নগরে॥
অন্যথা ইহাতে নাহি শুনি মন্ত্রীবর।
কহিনু ভবিষ্য কথা তোমার গোচর॥
মন্ত্রী বলে নাহি জানি কাহার নন্দন।
অকস্মাৎ কি কথা কহিলে দ্বিজগণ॥
দ্বিজগণ বলে উহা নিরক্ষিয়া মুর্ত্তি।
লক্ষণে জানিনু হবে রাজ চক্রবর্ত্তি॥
জন্মিয়াছে তব রিপু এতে নাহি আন।
শুন মন্ত্রী আপনাকে হও সাবধান॥
বিপ্রের বচনে মন্ত্রী বিস্ময় মানিল।
শিশুর বৃত্তান্ত লোকমুখেতে শুনিল॥
দধিমুখ পুত্র চন্দ্রহংস নরপতি।
শুনিল লোকের মুখে নিশ্চয় ভারতী॥
ধৃষ্টবুদ্ধি দ্বিজ সঙ্গে করিল বিচার।
মনেতে লাগিল প্রভু বচন তোমার॥
ব্যাধি ঋণ রিপু শেষ থাকিলে বিষম।
মিথ্যা নহে এই কথা সুবিচার ক্রম॥
এইকালে বিনাশিব ভূপতি কুমারে।
নহে অবশেষ দুঃখ দিবেক আমারে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী ইহা মনে বিচারিয়া।
আদেশিল চণ্ডালের নিকটেতে গিয়া॥
চন্দ্রহংসে মার তুমি করিয়া যতন।
তোমারে তুষ্ট যব আমি দিয়া নানা ধন॥
মন্ত্রীর বচনে তারা করিল স্বীকার।
শিশু বিনাশিব প্রভু কতক্ষণ আর॥
মন্ত্রী বলে তত্ত্ব যেন কেহ নাহি জানে।
ছল করি ওরে লয়ে যাও ঘোর বনে॥
অজ্ঞায় চণ্ডালগণ চলিল ত্বরিতে।
বনে প্রবেশিল চন্দ্রহংসের সহিতে॥
দূরে গেল যথা নাহি মনুষ্য সঞ্চার।
বন দেখি ভয় পান ভূপতি কুমার॥
বুঝিতে ঈশ্বর লীলা কেহ নাহি পারে।
দয়া উপজিল দেখ চণ্ডাল শরীরে॥
চণ্ডাল সকল মেলি পরামর্শ করে।
চক্ষেতে না দেখিয়াছি এমত কুমারে॥
কি হেতু বধিব এই শিশুর জীবন।
কেহ বলে না মারিব শিশু সুলক্ষণ॥
বাম চরণের ছোট অঙ্গুলি কাটিল।
কুক্কুর কাটীয়া রক্ত ভূপে দেখাইল॥
ধৃষ্টবুদ্ধি খলমতি হরিষ অন্তরে।
সুপ্রীতি পাইয়া তবে সুখে রাজ্য করে॥

কলিঙ্গ নামেতে মন্ত্রী তার এক জন ।
মৃগয়া করিতে বনে করিল গমন ॥
শুনিল বনের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন ।
কলিঙ্গ শিশুকে দেখি আনন্দিত মন ।
অপুত্রক মন্ত্রী শিশু দেখিয়া নয়নে ॥
তাহাকে লইয়া গেল নিজ নিকেতনে
চন্দ্রহংসে জিজ্ঞাসিয়া পরিচয় দিল ।
শুনিয়া কলিঙ্গ মনে সম্প্রীতি হইল ॥
দিনকত পরে দিল নগরে ঘোষণা ।
কলিঙ্গের পুত্র হৈল শুন সর্ব্বজনা ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি শুনিলেক সে সব কাহিনী ।
যাচক দিলেন পরে নানা ধন আনি ।
অপুত্রক ছিল পাত্র হইল সন্ততি ।
শুনিয়া পাইল মনে অনেক সংপ্রীতি ॥
হেথা চন্দ্রহংস শিশু বৃদ্ধি দিনেং ।
অস্ত্র শাস্ত্র নানা বিদ্যা জানিলেন ক্রমে ॥
ষোড়শ বৎসর হৈল শিশু বলবান ।
শয়নে স্বপনে মনে দেখে ভগবান ॥
একাদশী ব্রত করি পুজে গদাধরে ।
তাহা দেখি কলিঙ্গের আনন্দ অন্তরে ॥
বৈষ্ণব হইল পুত্র বিষ্ণুপদে মতি ।
হের দেখ সংসর্গের গুণ নরপতি ॥
কলিঙ্গ নগরে ছিল যত প্রজাগণ ।
চন্দ্রহংস তাহাদিগে বলিল বচন ॥
একাদশী করি সবে পুজ নারায়ণ ।
নিশ্চয় আমার বাক্য শুন প্রজাগণ ॥
যদ্যপি করিবা মম নগরে বিশ্রাম ।
শুদ্ধচিত্ত হবে সুখে কর হরিনাম ॥
পাষণ্ড জনার মুখ না দেখিব আমি ।
ব্রত করি আনন্দে পুজহ যদুস্বামি ॥
একাদশী ব্রত যেই জন না করিবে ।
কহিলাম সত্য এই দেশে না রহিবে ॥
জীব হিংসা না করিবে আমার সংসারে ।
এই নিরূপণ আমি কহিনু সবারে ॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া পুজ দেব নারায়ণে ।
অন্তেতে পাইবে স্বর্গ শাস্ত্রের বচনে ॥
কৃষ্ণ পদে যেই জন হইবেন বাম ।
কলিঙ্গ নগরে তারে নাহি দিব ধাম ।
এত যদি চন্দ্রহংস বলিলা বচন ।
সমাদরে মানে আজ্ঞা যত প্রজাগণ ॥
একাদশী কটা চন্দ্রহংসের সংহতি ।
কলিঙ্গ কহিছে ধৃষ্টবুদ্ধির ভারতী ॥

ধৃষ্টবুদ্ধি হইতে আমার ধন জন ।
ধৃষ্টবুদ্ধি হৈতে মম তুরঙ্গ বারণ ॥
যত কর বাকী আছে চাহি পাঠাইতে ।
কর নাহি দিলে হবে বিবন্ন আমাতে ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন নাহি প্রয়োজন ।
ভেটের সামগ্রী তারে দেও সুশোভন ॥
তাহা শুনি কলিঙ্গের হরিষ অন্তর ।
ভেটের সামগ্রী করি দিলেন সত্বর ॥
অনুচরগণে তবে ডাকে দেশ পাতি ।
রাজ সন্নিধিতে সবে চলহ সংহতি ॥
ভেটদ্রব্য যত অনুচর কান্ধে দিয়া ।
কলিঙ্গ পাঠায় সব একযোগে দিয়া ॥
সামগ্রী লইয়া গেল মন্ত্রীর গোচরে ।
আয়োজন দেখি মন্ত্রী হরিষ অন্তরে ॥
দৈবে একাদশী সেই দিন উপনীত ।
স্নান আচরিতে সবে চলিল ত্বরিতে ॥
মন্ত্রী বলে কোথা যাও অনুচরগণ ।
রন্ধন ভোজন হেতু লও আয়োজন ॥
অনুচর বলে প্রভু আজি একাদশী ।
কিছু নাহি খাই মোরা থাকি উপবাসী ॥
স্নান করি আমরা পুজিব নারায়ণ ।
কৃষ্ণ নামে রজনী করিব জাগরণ ॥
একাদশী প্রভাতে আচরি স্নানদান ।
খাইব প্রসাদ অন্ন পুজি ভগবান ॥
মন্ত্রী বলে আরে বেটা তোরা অল্পমতি ।
আমি নাহি জানি তোরা কবে হৈলি ব্রতী ।
কেবা দিল এই শিক্ষা বলিবি আমারে ।
শৌচ আচমন জ্ঞান বিহীন সবারে ॥
অনুচরগণ বলে শুন নরবর ।
শুভক্ষণে জন্মিলেন কলিঙ্গ কোঙর ॥
তিনি ব্রত শিক্ষা দিলা বিষ্ণুর পুজন ।
পাষণ্ড না আসে দেশে তাঁহার কারণ ॥
সর্ব্বজন বিষ্ণুভক্ত তাঁহার মিলনে ।
কহিনু সকল কথা তোমার সদনে ॥
অনুচর বাক্যে মন্ত্রী বিস্ময় মানিল ।
চড়িয়া অপূর্ব্ব ঘোড়া কৌন্তিন্যেতে গেল ॥
মন্ত্রী আগমন শুনি কৌন্তিন্য ঈশ্বর ।
অগ্র হয়ে আসিলেন করি সমাদর ॥
বসাইল দিব্যাসনে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ।
পিতাপুত্র সমুখে রহিল দাণ্ডাইয়া ॥
কলিঙ্গ বলিল এই আমার নন্দন ।
তোমার প্রসাদে শিশু সুর্ব্ব সুলক্ষণ ॥

চন্দ্রহংস নাম দিনু দেখিয়া সুন্দর।
করিনু তোমারে আমি নির্ম্মল অন্তর॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে কহ আশ্চর্য্য কথন।
আমি বলি কভু নহে তোমার নন্দন॥
একে গর্ভে ধরে নাহি তোমার রমণী।
কি মতে পাইলা তুমি সত্য কহ শুনি॥
মিথ্যা কথা না কহিবা আমার গোচরে।
সত্য বাক্য কহ আমি জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কলিংগ বলিল মন্ত্রী কর অবধান।
মৃগয়া করিতে আমি করিনু প্রয়াণ॥
দৈবেতে পাইনু শিশু বনের ভিতরে।
পালন করিনু আমি আনি নিজ ঘরে॥
ইহাতে আমার পুত্র ভাগ্যেতে মিলিল।
এ কথা শুনিয়া তার পূর্ব্ব স্মৃতি হৈল॥
ভাবিল চণ্ডালগণ গোপন করিয়া।
কলিংগ ভবনে আসে সঙ্কট তরিয়া॥
কেমনে ইহারে আমি করিব নিধন।
মনেং ধৃষ্টবুদ্ধি করিল ভাবন॥
কপট করিয়া পত্র লিখিব নন্দনে।
চন্দ্রহংস বিনাশিব গরল ভক্ষণে।
এই যুক্তি ধৃষ্টবুদ্ধি বিচারিল মনে।
ইহা বিনা যুক্তি কিছু না আছে এখানে।
এই মত বিচার করয়ে খলমতি।
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে শুন আমার ভারতী॥
মদনের স্থান মম আছে প্রয়োজন।
পত্র লয়ে যাক তথা তোমার নন্দন॥
দূতে না পাঠাব আমি এ কার্য্য সাধনে।
মম পত্র লয়ে যাক তোমার নন্দনে॥
কলিংগ কহিল ভাল করহ লিখন।
পালিবে তোমার আজ্ঞা আমার নন্দন।
তবে ধৃষ্ট বুদ্ধি মন্ত্রী বিরলে বসিয়া।
মদনে লিখিল পত্র যতন করিয়া॥
স্বস্তি অগ্রে লিখিয়া লিখন আশীর্ব্বাদ॥
শুনহ মদন তুমি আমার সম্বাদ॥
চন্দ্রহংস পাঠাই তোমার বিদ্যমানে।
গত মাত্র বিষদান করিবা যতনে।
তোমার মংগল হবে এ কর্ম্ম করিলে।
কহে পুত্র দুঃখ পাবে অবশেষ কালে॥
কদাচিত না লঙ্ঘিবা আমার বচনে।
আমি পরে যাইতেছি নিজ নিকেতনে॥
আমার অপেক্ষা তুমি কভু না করিবা।
গত মাত্রে চন্দ্রহংসে বিষদান দিবা।

পত্র লিখি পত্রে তাহে এক চিহ্ন দিল।
চন্দ্রহংস হাতে দিয়া বিশেষ কহিল॥
শুন চন্দ্রহংস তুমি বিষ্ণু ভক্ত জন।
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন॥
না পড়িবা এই পত্র নিষেধিনু আমি।
মদনেরে পত্র দিয়া তত্ত্ব জান তুমি॥
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়।
এ পত্র পড়িলে হবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংস হাতে।
কলিঙ্গ নন্দন তাহা রাখিলেন মাথে॥
করিলেন চন্দ্রহংস যাত্রা শুভক্ষণে।
মন্ত্রীর নগরে গেলা আনন্দিত মনে॥
নিদাঘ সময়ে সে প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসে।
দেখিলেন উপবন নগর প্রবেশে॥
চারি দিগে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর।
বকুলের বৃক্ষ শোভে ঘাটের উপর॥
রম্যস্থান দেখি চন্দ্রহংস হরষিত।
বসিল বকুলমূলে পাইয়া পিরীত॥
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিলা সে স্থানে।
নিদ্রা আকর্ষিল আসি তাহার নয়নে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রীর দুহিতা রূপবতী।
সখী সঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি॥
পুষ্প তুলি সেই কন্যা শিব পূজা করে।
স্নান হেতু উপনীত সেই সরোবরে॥
কত দূরে পুষ্প লয়ে আছে সখীগণ।
একেলা আইল কন্যা স্নানের কারণ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যান পুরুষ সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর॥
কামে বশ হৈল কন্যা তাহারে দেখিয়া।
মস্তক উপরে পত্র দেখিতে পাইয়া॥
পত্র লয়ে পড়িল বসিয়া রূপবতী।
পিতার লিখন দেখি মদনের প্রতি।
গতমাত্রে চন্দ্রহংসে বিষ দান দিবা।
কদাচ বিলম্ব এতে তুমি না করিবা॥
লিখন পড়িয়া কন্যা করে মনস্তাপ।
বিষয়া বলিল বড় নিদারুণ বাপ॥
দেখিয়া এমন রূপ দয়া না জন্মিল।
বিষদান দিয়া এরে মারিতে কহিল॥
বিসয়া বলিল মোরে মিলাইল ধাতা।
নিশ্চয় হইব আমি ইহার বনিতা॥
পূজিলাম শিবপদ ইহার কারণে।
চন্দ্রহংস হবে পতি বিচারিয়া মনে॥

নয়নে কজ্জল দিল নখেতে করিয়া ।
আম লিখি পত্র দিল হরষিত হৈয়া ॥
মুদ্রিত করিয়া পত্র রাখিল সে স্থানে ।
বিষয়া চলিল ঘরে আনন্দিত মনে ॥
স্নান করি কন্যাগণ শিব পূজা কৈল ।
হেথায় চন্দ্রহংসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ॥
দিবা শেষে উত্তরিল মদনের স্থানে ।
দিলেন মন্ত্রীর পত্র পরম যতনে ॥
মদন পড়িয়া পত্র সকল জানিল ।
বিষয়াকে দান দিতে লিখি পাঠাইল ॥
চন্দ্রহংসে সমর্পিব বিষয়া সুন্দরী ।
বাপের বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি ॥
আদেশেতে দ্বিজগণে ডাকিয়া আনিলা ।
অধিবাসে বসিলেন শুভক্ষণ বেলা ॥
নানা বাদ্য হরষিতে বাজে রাজপুরে ।
বিষয়াকে সমর্পিল চন্দ্রহংস বরে ॥
নানা ধন যৌতুকে তুষিল তার মন ।
ক্ষীরভোগ অবশেষে কৈল দুইজন ॥
কুসুম শয্যাতে দোঁহে রহিল শয়নে ।
হেথা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিচারিল মনে ॥
কলিঙ্গে করিয়া বন্দী নিল সর্ব্ব ধন ।
প্রজাগণে মহাপাপী করিল জ্বলন ॥
রজনী প্রভাতে এথা মদন উঠিয়া ।
বাদ্যোদ্যম করিলেক আনন্দিত হৈয়া ॥
যাচক আইল ধন ভিক্ষার কারণে ।
সকলেরে মদন তুষিল নানা ধনে ॥
পাগ ঘোড়া কারে দিল বসন ভূষণ ।
কেহ কেহ দান পায় তুরঙ্গ বারণ ॥
পথেতে যতেক যায় হরষিত হৈয়া ।
মদন প্রতিষ্ঠা যশ কহিয়া কহিয়া ॥
হেনকালে মন্ত্রী আসি কৌণ্ডিন্য হইতে ।
নানা রত্ন গন্ধবাজি লইয়া সহিতে ॥
মন্ত্রী দেখি আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ ।
শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন ॥
বিষয়াকে দিল দান চন্দ্রহংস বরে ।
তা সম সুন্দর নাহি সংসার ভিতরে ॥
চন্দ্র আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায় ।
তুষিলেক নানা ধনে আমা সবাকায় ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি অতি কোপে জ্বলে ।
আরক্ত করিয়া আঁখি কটু বাক্য বলে ॥
আরে মম কুলে তুই কুপুত্র জন্মিলি ।
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মম কন্যা দিলি ॥
মদন বলিল তব পাইয়া লিখন ।
চন্দ্রহংসে বিষয়াকে করি সমর্পণ ॥
মন্ত্রী বলে লিখিয়াছি কোথা আম দেখি ।
মদন যোগায় পত্র হইয়া কৌতুকী ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ ।
চন্দ্রহংসে বিশ্বাস না জন্মিল তখন ॥
মদনের দোষ নাহি বিচারিল মনে ।
চন্দ্রহংসে আনিতে কহিল সেইক্ষণে ॥
চন্দ্রহংসে আনিতে দাসীকে পাঠাইয়া ।
ধৃষ্টবুদ্ধি অনুচরে আনিল ডাকিয়া ॥
শুন অনুচরগণে আমার ভারতী ।
চণ্ডিকা আলয়ে তোরা যাবি শীঘ্রগতি ॥
নিশিতে দেখিবে যারে চণ্ডিকার ঘরে ।
যদি মম পুত্র হয় কাটিবি তাহারে ॥
ছাড়িয়া না দিবে কভু কহিলাম তায় ।
এত বলি অনুচরে দিলেন বিদায় ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র লয়ে তারা চলিল সত্বরে ।
চন্দ্রহংস আসিলেন মন্ত্রীর গোচরে ॥
বিষয়া সহিতে চন্দ্রহংস মহামতি ।
মন্ত্রীর চরণে আসি করিল প্রণতি ॥
আশীর্ব্বাদ না করিল মনে দুঃখ পেয়ে ।
চন্দ্রহংসে মন্ত্রী কহে অধোমুখ হয়ে ॥
যদ্যপি করিলা মম দুহিতা গ্রহণ ।
শুনিলাম না পূজিলে চণ্ডিকা চরণ ॥
কুলের দেবতা মম হন ভগবতী ।
তাহাকে পূজিতে তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥
নানা উপহার গন্ধ চন্দন লইয়া ।
চণ্ডিকা পূজিতে যাও একাকী হইয়া ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন যথা আজ্ঞা হয় ।
পূজিব বৈষ্ণবী পদ জানিবা নিশ্চয় ॥
তাহা শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল ।
নৈবেদ্য লইয়া চন্দ্রহংসে যোগাইল ॥
স্বর্ণথালে ধূপ দীপ চন্দন কস্তুরী ।
সুবাসিত জল দিল ভৃঙ্গারেতে পূরি ॥
চন্দ্রহংস সম্মুখে আসিল দাসীগণ ।
চণ্ডিকা পূজিতে সবে করিল গমন ॥
ভৃঙ্গারে পূরিয়া জল সব্য করে নিল ।
স্বর্ণপাত্র বাম হাতে গমন করিল ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে ।
পথে দেখা হইল তার মদন সহিতে ॥
মদন বলিল কোথা যাও অন্ধকারে ।
চন্দ্রহংস বলিলেন দেবী পূজিবারে ॥

কুল দেবী নাহি পূজি মন্ত্রী দোষ দিল।
আয়োজন দিয়া মোরে হেথা পাঠাইল ॥
মদন বলিল তুমি যাও নিকেতনে।
আমি গিয়া চণ্ডিকার করিব পূজনে ॥
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল ঘরে।
মদন চলিল তথা দেবী পূজিবারে ॥
দেবী পূজে মদন হইয়া কৃতাঞ্জলি।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দেন কুতূহলী ॥
শঙ্খ ঘণ্টা মদন বাজায় কুতূহলে।
শব্দ পায়ে রাজদূত আসে হেনকালে ॥
মন্ত্রীর আদেশে তারা বিচার না কৈল।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া দূত মদনে কাটিল ॥
রাজপুত্রে দেখি শেষে মনে ভয় পায়।
অকস্মাৎ সে স্থানে হইল জয় জয় ॥
চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপে জ্বলি বলে।
চণ্ডিকা পূজিতে তুমি কেন নাহি গেলে ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন শুন নিবেদন।
আমাকে যাইতে তথা না দিল মদন ॥
আপনি সে গেল একা দেবী পূজিবারে।
তাহার বচনে আমি আইলাম পুরে ॥
চন্দ্রহংস মুখে শুনি এতেক ভারতি।
হা পুত্র বলিয়া তবে ধায় খলমতি ॥
চণ্ডিকা মণ্ডপে গিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
কাটা স্কন্ধে মদন ভূতলে গড়ি যায় ॥
মুণ্ড হাতে লয়ে মন্ত্রী করয়ে রোদন।
আহা মরি কোথা গেলে হে পুত্র মদন ॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি করিলেক শোক।
পুত্র শোকে কাটিলেক আপন মস্তক ॥
প্রমাদ ভাবিয়া তবে অনুচরগণ।
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন ॥
মদন সহিতে মন্ত্রী লোটায় ভূতলে।
তাহাকে কাটিল কেবা তত্ত্ব নাহি মেলে ॥
শুনিয়া প্রমাদ কথা দূতের বচনে।
চন্দ্রহংস গেল শীঘ্র চণ্ডিকা ভবনে ॥
বিচ্ছিন্ন মস্তক দোঁহে আছয়ে পড়িয়া।
ভয় পান চন্দ্রহংস দোঁহারে দেখিয়া ॥
যোড়হাতে চণ্ডিকার করিল স্তবন।
বিষ্ণুরূপা বর্ণময়ী শুন নিবেদন ॥
বিষ্ণুজায়া বৈষ্ণবী গো ব্রাহ্মণী কমলা।
হরপ্রিয়া হৈমবতী হও অনুকূলা ॥
তোমার মহিমা সত্য কেহ নাহি জানে।
নিদ্রারূপা হও তুমি বিষ্ণুর নয়নে ॥

এত বলি চন্দ্রহংস করিলেন স্তুতি।
তথাপিও অভয়া না দিল অনুমতি ॥
ভক্ত চন্দ্রহংস তবে স্থির করিয়া মনে।
আপনা কাটিতে খড়্গ লইল তখনে ॥
বৈষ্ণব বিনাশ দেখি নগেন্দ্র নন্দিনী।
আসি চন্দ্রহংস হস্ত ধরিল তখনি ॥
চন্দ্রহংস বলিলেন চরণে ধরিয়া।
পিতা পুত্র দুই জনে দেও জীয়াইয়া ॥
চন্দ্রহংস বাক্যে দোঁহে জীবন পাইল।
মদন সহিতে মন্ত্রী উঠিয়া বসিল ॥
চন্দ্রহংস এ সৌভাগ্য দেখিয়া নয়নে।
মন্ত্রীবর তুষিলেন পরে আলিঙ্গনে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মম রাজ্যে নাহি কায।
আজি হৈতে চন্দ্রহংস হৈলে মহারাজ ॥
মন্ত্রী বলে যাই আমি যোগ সাধিবারে।
হিংসক বৈষ্ণবগণে কি কায শরীরে ॥
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি।
মন্ত্রী গেল বনেতে করিতে যোগ সিদ্ধি ॥
তথা চন্দ্রহংস তবে কহিল মদনে।
রাজত্ব করহ তুমি বসি সিংহাসনে ॥
মদন বলিল রাজ্য নাহি প্রয়োজন।
শুন চন্দ্রহংস তুমি লও সিংহাসন ॥
মন্ত্রী হয়ে থাকি আমি তোমার গোচরে।
রাজ্য ধন হস্তী ঘোড়া দিলাম তোমারে ॥
মদন হইল মন্ত্রী চন্দ্রহংস রাজা।
তাহা দেখি আনন্দিত যত সব প্রজা ॥
কলিঙ্গ আসিল চন্দ্রহংস নরপতি।
নানা সুখভোগ তার জন্মিল সুপ্রীতি ॥
বিষয়ার গর্ভে হৈল উভয় নন্দন।
মকরাক্ষ স্বর্ণাক্ষ দোঁহে বিচক্ষণ ॥
পুনশ্চ কলিঙ্গ গেল আপন নগরে।
চন্দ্রহংস রাজা ধন সব দিল তারে ॥
কহিলাম এই চন্দ্রহংসের কথন।
হেনকালে তথায় নারদ আগমন ॥
মুনি দেখি সম্ভ্রমে উঠিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করিলেন হরষিত মন ॥
অর্জ্জুন পাইল বার্ত্তা মুনির গোচর।
কৃষ্ণ দরশন করি যান মুনিবর ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া কথা নারদের মুখে।
প্রবেশ করেন পুরে পরম কৌতুকে ॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস পাণ্ডবাগমনে।
কৃষ্ণের দর্শন পাব অর্জ্জুন মিলনে ॥

চন্দ্রহংস বলিলেন পুত্র দুই জনে।
রাখিবা যজ্ঞের ঘোড়া বিশেষ যতনে ॥
অশ্ব লয়ে যান ভূপ হরষিত মতি।
রাখিলেন দুই অশ্ব যথা জগৎপতি ॥
প্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়া ক্ষিতি।
পুলকে আকুল তনু অধিক প্রণতি ॥
অভয় চরণে শত দণ্ডবৎ হৈয়া।
যে কৃপাতে চন্দ্রহংস ছিল দাণ্ডাইয়া ॥
চন্দ্রহংসে আশ্বাস করিল নারায়ণ।
অর্জ্জুন তোষেন তারে দিয়া আলিঙ্গন ॥
সবান্ধবে কৈল রাজা কৃষ্ণ দরশন।
নিজালয়ে লয়ে গেল করিয়া যতন ॥
নানা আয়োজন সবে করি সমর্পণ।
কৌন্তিল্যক পুরে দুই দিবস বঞ্চন ॥
কহিলাম এই চন্দ্রহংসের ভারতী।
যেই জন শুনে ইহা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে তরি ভববারি।

মণিভদ্র রাজার দেশে পাণ্ডব-
দের গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
দুই অশ্ব মিলি যায় উত্তর সাগরে।
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিল ভিতরে ॥
তাহা দেখি ভয় পায় যত সৈন্যগণ।
অর্জ্জুনে বলেন কি হইবে নারায়ণ ॥
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ।
কেমনে পাইব অশ্ব কহ হৃষীকেশ ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি চিন্তা কর কেনে।
আপনি যাইব জলে অশ্ব অন্বেষণে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে লইয়া জগৎপতি।
বভ্রুবাহ রাজা গেল দোঁহার সংহতি ॥
ভীম আদি সৈন্য সব রহিলেন কূলে।
বভ্রুবাহ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল জলে ॥
বাক্দালভ্য মুনির নিকটে গেল চলি।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব বনমালী ॥
দ্বীপেতে আছেন মুনি বট পত্রোপরে।
উপনীত তিন জন মুনির গোচরে ॥
প্রণমিয়া মুনিকে বসিল তিন জন।
নারায়ণে দেখি মুনি আনন্দিত মন ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি।
দ্বীপমধ্যে আছ বটরূপ শিরে ধরি ॥
আশ্রম না কর তুমি কিসের কারণে।
কত দিন মুনি তুমি আছ এই স্থানে ॥
বাগ্দালভ্য কৃষ্ণ বাক্য অন্তরে ধরিয়া।
কহিলেন কি করিব আশ্রম করিয়া ॥
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ।
আজ কাল মরি গৃহে কোন প্রয়োজন ॥
জিজ্ঞাসেন মুনির বচনে ধনঞ্জয়।
কত দিন এ স্থানেতে আছ মহাশয় ॥
বাগ্দালভ্য বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
একাত্তর যুগে হয় মন্বন্তর গণন ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যত কল্প হয়।
এই পরমায়ু মম পাণ্ডুর তনয় ॥
এত অল্প দিনে কিবা কার্য্য আশ্রমেতে।
অতএব আছি আমি বটপত্র মাথে ॥
কোথা যাও তিন জন বলিবা আমারে।
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
অর্জ্জুন বলেন যজ্ঞে রত যুধিষ্ঠির।
অশ্ব রাখি আমরা সঙ্গেতে যদুবীর ॥
না জানি যজ্ঞের ঘোড়া গেল কোন স্থানে।
অশ্ব তত্ত্বে আইলাম তোমা বিদ্যমানে ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
ঈষৎ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥
মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাহি মনে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিছ নয়নে ॥
তথাপি করিবা যজ্ঞ কি বলিব আমি।
সত্য বলি অর্জ্জুন জানিবা চক্রস্বামী ॥
কে বুঝিবে কৃষ্ণলীলা পাণ্ডুর নন্দন।
শিব ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ ॥
এত বলি যোড়হস্ত হইয়া মুনিবর।
কৃষ্ণেরে করিল স্তুতি বিনয় বিস্তর ॥
তোমার মায়ায় স্থির হয় সুরগণ।
কিসেতে গণনা করি পাণ্ডুর নন্দন ॥
দেখিলাম পূর্ব্ব তপঃফলে তব পদ।
হইল পবিত্র আজি আমার আপদ ॥
এত বলি তুষিলেন দেব নারায়ণে।
সে দ্বীপ ভ্রমিয়া অশ্ব আইল সে স্থানে ॥
সলিল ত্যজিয়া অশ্ব কূলেতে আইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের আনন্দ হইল ॥
চলিলেন মুনি প্রণমিয়া তিন জন।
অশ্বের গমনে সুখি যত রাজগণ ॥
সিন্ধু পারে গেল তবে পাণ্ডবের হয়।
দুঃশীলার পুত্র জয়দ্রথের তনয় ॥

কুরুক্ষেত্রে পার্থ হস্তে জয়দ্রথ মৈল।
তার পুত্র মণিভদ্র রাজা রাজ্যে রৈল ॥
দূত মুখে শুনি পরে অর্জ্জুনাগমন।
সসৈন্য সাজিয়া যায় করিবারে রণ ॥
পলাইয়া গেল পরে রাজ্য পরিহরি।
অর্জ্জুন দেখেন তবে অরাজক পুরী ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ প্রবেশিল পুরে।
তাহা দেখি প্রজাগণ কম্পিত অন্তরে ॥
অর্জ্জুন বলেন এই কাহার নগর।
প্রজাগণ বলে শুন সে সব উত্তর।
জয়দ্রথ রাজা ছিল রাজ্য অধিকারী।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মরি গেল স্বর্গপুরী ॥
তাহার তনয় মণিভদ্র নরবর।
শুনিয়া তোমার নাম পলান সত্বর ॥
পরিবার সহ রাজা গেলেন সরিয়া।
কহিনু তোমার ঠাঁই বিনয় করিয়া ॥
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথা শ্রবণে।
সাত্যকিরে পাঠাইল আশ্বাস কারণে ॥
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন।
দুঃশীলারে কহিলেন মধুর বচন ॥
প্রবোধ করিয়া তবে সাত্যকি আনিল।
পুত্র সহ দুঃশীলা অর্জ্জুন কাছে গেল ॥
অর্জ্জুন বলিল ভগ্নী কিসের কারণ।
তুমি কেন ভয় পায়ে করিলে গমন ॥
পূর্ব্ব বিবরণ তুমি মন মধ্যে নিয়া।
ভয়ে পলাইলা ধন রাজ্য ত্যাগ দিয়া ॥
সে ভয় না কর আর কহিলাম আমি।
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি ॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিলা অর্জ্জুন।
অনেক প্রণাম কৈলা বিবিধ বন্দনে ॥
আলিঙ্গনে তাহাকে তোষেণ ধনঞ্জয়।
নির্ভয় হইলা জয়দ্রথের তনয় ॥
অর্জ্জুন কহিলা শুন দুঃশীলা ভগিনী।
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
তুরঙ্গ রাখিতে আমি আইলাম হেথা।
শুন স্বসা পুত্র সঙ্গে তুমি চল তথা ॥
যজ্ঞেতে যাইতে তথা তব যুক্ত হয়।
আইস আমার সঙ্গে দূর কর ভয় ॥
পিতৃ মাতৃ দোঁহাকার বন্দিবা চরণ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তুমি আসিবা ভবন ॥
এত যদি পার্থ বীর আশ্বাস করিল।
জননী সহিতে মণিভদ্র যাত্রা কৈল ॥
পাত্র মিত্র সবাকারে নিয়োজিয়া পুরে।
মণিভদ্র যাত্রা কৈল হস্তিনানগরে ॥
কত অনুচর সঙ্গে লয়ে অশ্ব হাতী।
হস্তিনানগরে যান আনন্দিত মতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পাণ্ডবের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও যজ্ঞ সাঙ্গ।

বলিল বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
পৃথিবী ভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয় ॥
পুনশ্চ আইল ঘোড়া হস্তিনানগরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ॥
শুন বলি যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে।
নিবৃত্ত হইলা দোঁহে হরষিত মনে ॥
তুরঙ্গ ধরিয়া ভীম নিজ বাহুবলে।
হস্তিনায় প্রবেশিল সবে কুতূহলে ॥
দূত গিয়া সমাচার কহে নরবরে।
অশ্বসহ ধনঞ্জয় আইলেন পুরে ॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মতি।
বলিলেন অর্জ্জুনে আনহ শীঘ্রগতি ॥
নৃপাদেশে অর্জ্জুন সহিত নারায়ণ।
যুধিষ্ঠির সম্মুখে করেন আগমন ॥
অসিপত্র ব্রত পালি প্রাপ্ত বহু দুঃখ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জ্জুনের মুখ ॥
প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে।
আশীর্ব্বাদ দেন রাজা আনন্দিত মনে ॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
বসিলেন ধর্ম্মপাশে হইয়া নির্ভয় ॥
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনের স্থানে।
আদ্যোপান্ত কথা ভাই কহ সাবধানে ॥
অর্জ্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয়।
যথা যথা ভ্রমণ করিল যজ্ঞহয় ॥
যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল।
অর্জ্জুনের মুখে সব প্রকাশ পাইল।
শুনিয়া পুলকে পূর্ণ রাজার অন্তরে।
যুধিষ্ঠির কহিলেন আন সবাকারে ॥
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞস্থানে আনিলেন যত রাজগণ ॥
নিজ পরিচয় দিল যতেক ভূপতি।
সমাজে বসিল ধর্ম্মে করিয়া প্রণতি ॥
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল।
নানামত আয়োজনে চিত্ত সন্তোষিল ॥

রজনী বঞ্চিল সবে অতি কুতুহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ পরে উষাকালে॥
অর্জ্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির পাশেতে করিল অবস্থিতি॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ শিখীধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্মা বসিল সভায়॥
অনুশাল্য বভ্রুবাহ চন্দ্রহংস আদি।
আর কত নাম লব সকলে আহ্লাদি॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে দিব্যাসন দিয়া॥
যন্ত্রীগণ গান করে যন্ত্র বাজাইয়া॥
ত্রিকেটি পাণ্ডবানী সঙ্গে প্রমীলা সুন্দরী।
সভাতে বসিলা সবে নানা বেশ করি॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিলা উত্তম স্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী॥
হস্তিনা নগর মধ্যে যত প্রজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে সত্বরে চলিল॥
পরিহাস অর্জ্জুনে করেন নারায়ণ।
প্রমীলা সহিত সখা ভাল হৈল রণ॥
তিনকেটি পাণ্ডবীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা।
আমি মনে ভয় পাই কেমনে তুষিলা॥
অর্জ্জুনে বলেন দেব না জান আপনি।
ষোড়শ সহস্র শত তোমার রমণী॥
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা অনেক হইল।
বহুল্য ভয়েতে তাহা বর্ণন রহিল॥
ব্যাসে জিজ্ঞাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
কত যজ্ঞ অবশেষ কহ তপোধন॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের তনয়।
কিছু যজ্ঞ অবশেষ পূর্ণ নাহি হয়॥
আয়োজন যজ্ঞ শেষ করহ ভূপতি।
তুরঙ্গ আনহ শীঘ্র শুন মহামতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আনন্দ।
করিলেন অষ্ট দ্বারী মণ্ডপ সুছন্দ।
কস্তূরী চন্দন চুয়া মধ্যেতে লেপিত।
পতাকা চামর কত উড়িছে বেষ্টিত।
স্থাপিলেন অষ্ট শংখ কুণ্ড সেই স্থানে।
ধ্বজ দণ্ড পতাকা শোভিত স্থানেং॥
যজ্ঞ উপহার যত আনিল সে স্থানে।
ধৌম্য পুরোহিত আসি বসিল আসনে॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা কর তুমি॥
খড়্গহস্ত এক ভীম বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই কহিনু তোমায়॥

ব্যাসের বচনে,রাজা কহেন ভীমেরে।
আজ্ঞামাত্র ভীম যান স্নান করিবারে।
খড়্গ হস্তে ভীমসেন রহিল সে স্থানে।
পার্থ আনিলেন অশ্ব পরম যতনে॥
নানা তীর্থ জলে অশ্ব স্নান করাইল।
শাস্ত্রমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা॥
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি আর অশেষ বাজনা॥
মুনিগণে ঘৃত দিল অগ্নির উপর॥
অশ্বগলে মালা দেন ধর্ম্ম নরবর।
ব্যাস বলিলেন পাপ শূন্য অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লয়ে বীর বৃকোদর॥
খড়্গ হাতে নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা বিদ্যমানে॥
অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
সভামধ্যে হরিধ্বনি হইল হরিষে॥
অশ্ববর স্কন্ধ হৈতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞে বসি ধৌম ঋষি বেদ উচ্চারিল॥
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি॥
নৈঋত কুবের আদি যত দিকপতি॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবাকে আহুতি দেন ধর্ম্ম নরবর॥
অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম দক্ষিণা করিল।
রজত কাঞ্চন ধন প্রচুর পাইল॥
শিখীধ্বজ রাজা তবে নিজ অশ্ব লয়ে।
যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পায়ে॥
যত আয়োজন যুধিষ্ঠির কৈল দান।
শিখীধ্বজ করিলেন যজ্ঞ সমাধান॥
ঋষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমার্পিয়া।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মনে প্রীতি পাইয়া॥
হয়েছে হইবে নাহি সংসার ভিতর।
কৃষ্ণ সখা হেতু তব মহিমা বিস্তর॥
যজ্ঞেতে কি কার্য্য তব শুন নরবর।
শত শত যজ্ঞ ফল কৃষ্ণের গোচর॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে তবে যজ্ঞ করে।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া।
সবে গেলা তপোবনে বিদায় হইয়া॥
নিজালয়ে রাজাগণ বিদায় হইল।
তুরঙ্গ বারণ ধন সম্মান পাইল॥

বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সবাকারে।
বভ্রুবাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে ॥
যুবনাশ্ব নরপতি বিদায় হইয়া।
নিজালয়ে গেল মনে সম্প্রীতি পাইয়া ॥
নীলধ্বজ নিজ দেশে করিলা গমন।
চন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন ॥
শিখীধ্বজ বীরব্রহ্মা গেল নিজ পুরে।
মণিভদ্র চলিলেন আপন নগরে ॥
আপনার দেশে সবে করিল প্রয়াণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন দেব ভগবান ॥
বহু দিন আছি আমি হস্তিনানগরে।
অনুমতি কর রাজা যাই দ্বারাপুরে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহিব কেমনে।
দ্বারকায় যাবে বাক্য না আসে বদনে ॥
ভীম বলিলেন আজ্ঞা দেও নরবর।
সংপ্রীতি যাউক কৃষ্ণ দ্বারকা নগর ॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকা গমনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সবাকার স্থানে।
প্রণাম করিল কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিল মহামতি।
আলিঙ্গন ভীমার্জ্জুন নকুল সংহতি ॥
সহদেব আলিঙ্গন দিয়া অকপটে।
বিদায় হইলা পরে দ্রৌপদী নিকটে ॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে।
আরোহণ করিলেন কৃষ্ণ রথোপরে ॥
ভীষ্মক দুহিতা আদি কৃষ্ণের রমণী।
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী ॥
সারথি সংযুক্ত রথে কৃষ্ণের সহিতে।
বিদায় হইয়া গেল দ্বারকাপুরেতে ॥
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনানগরে ॥
রাজ্য সুখ ভোগ করে পঞ্চ সহোদরে।
শুন শ্রীজন্মেজয় কহিনু তোমারে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল এত দূরে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুনে যেই জন।
তাহারে করেন কৃপা দেব নারায়ণ ॥
কমলা অচলা থাকেন তাহার ভবনে।
আয়ু যশ বৃদ্ধি হয় একথা শ্রবণে ॥
কিছু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তকালে স্বর্গ যায় ব্যাসের ভারতী ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস করে তার ভববারি ॥

অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত।

— —

মহাভারত

আশ্রমিকপর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন।

জিজ্ঞাসিলা জন্মেজয় কহ মহামুনি।
অনন্তরে কি কর্ম্ম হইল তাহা শুনি ॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে পিতামহগণ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ তপোধন ॥
কি করিলা অন্ধরাজ সুবল নন্দিনী।
নারীগণ কি করিলা কহ শুনি মুনি ॥
শ্রবণে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে।
মুনিরাজ আজ্ঞা কর বিশেষ আমারে।
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান ॥
অতঃপর শুন পিতামহ উপাখ্যান ॥
যজ্ঞকর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চজন।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন ॥
বন্ধুর কুটুম্ব আসি ছিল যত জন।
সবে গেলা বিদায় হইয়া নিকেতন।
হেনমতে পঞ্চ ভাই হরিষ অন্তরে।
নানা দান উৎসব করেন নিরন্তরে ॥
যজ্ঞ বিনা তাহার অন্যেতে নাহি মতি।
ভ্রাতৃগণে রক্ষিলেন ধর্ম্ম নরপতি ॥
সত্য ধর্ম্ম শাস্ত্র আর প্রজার পালন।
দুষ্ট চোরে দণ্ড খণ্ড বৈরির মর্দ্দন ॥
ধর্ম্ম কুলে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা কর্ম্ম নাহি আর ॥
দাস দাসী প্রজা আদি অনুগত জন।
রাজার পালনে সবে সদা হৃষ্টমন ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইষ্টতুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন ॥
ভীমার্জ্জুন সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন ॥
যখন যে চান বৃদ্ধ দেন সেইক্ষণে।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞামত সদা সবধানে ॥
ভীমসেন মহাবীর পবন নন্দন।
পূর্ব্ব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ ॥
স্মরিয়া সে সব দুঃখ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধকে কহেন কটুভাষ ॥
কোন কর্ম্ম করিতে কহিলে অন্ধরায়।
কর্ম্ম না করিয়া ভীম কটু কহে তায় ॥
পূর্ব্ব কথা বুঝি প্রায় হৈলে পাসরণ।
জতুগৃহে পোড়াইলে আমা পঞ্চজন ॥
খলমতি কদাচার তুমি কুরুকুল।
আমা সবা হিংসা করি সবংশে মজিলে ॥
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার।
তবু দুঃখ পাসরণ না হয় আমার ॥
এত বলি দুই বাহু করি আস্ফালন।
দন্ত কড়মড় করে অরুণ লোচন ॥
ভীম বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তরে অনল দহে কুরু মহাবীর ॥
অর্জ্জুন সহিতে দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ ॥
ভীম বাক্যবাণে রাজা করেন রোদন।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোকে দহিল জীবন ॥
পুত্রগণ স্মরি রাজা করেন রোদন।
হায় বিধি হেন গতি করিলে এখন ॥
হায় পুত্র দুর্য্যোধন বীর চূড়ামণি।
তোমার বিহনে রহে এ পাপ পরাণী ॥
এক পুত্র হৈলে লোক আনন্দ অপার।
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার ॥
আজ্ঞাতে করিলা বশ পৃথিবীর রাজা।
ভক্তিভাবে তোমার চরণে কৈল পূজা ॥
ইন্দ্রের বৈভব তব পৃথিবী ভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর ॥
এই রূপে অনুতাপ করি অনুক্ষণ।
দুই এক দিন রাজা ত্যজেন ভোজন ॥
গান্ধারি প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্য ধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ প্রকারে ॥
অকারণে তাপ কেন কর নরপতি।
কর্ম্ম অনুরূপ রাজা শুভাশুভ গতি ॥
আপন কর্ম্মের ভোগ না হয় এড়ান।
জানি পুনঃ শোচন না করে জ্ঞানবান ॥

তোমাকে যে রূপ ভাবে হৃদয় তোমার।
সেই রূপ তব প্রতি হৃদয় আমার॥
ভীম প্রতি যেই রূপ তোমার হৃদয়।
সেইরূপ ভাবে ভীম শুন মহাশয়॥
শিশুকাল হৈতে তুমি ভীমেরে হিংসিলা।
যন্ত্রণা অনেক করি নানা দুঃখ দিলা॥
তুমি দুষ্ট ভাবে চিন্ত পবন নন্দনে।
তোমারে সদয় ভীম হইবে কেমনে।
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন ভীম দুরাচার।
একেশ্বর শত পুত্র মারিল আমার॥
তাহারে দেখিলে মম সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
দ্বিগুণ বাড়য়ে অগ্নি হৃদয়ে না সহে॥
যুধিষ্ঠির গুণ কথা না যায় বর্ণন।
গুণবান সাধুপুত্র ধর্ম্মের নন্দন॥
না রহে জীবন মম ভীম বাক্য বাণে।
ভীমের এমত ভাব সে কিছু না জানে॥
এই রূপে অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত।
হেনকালে বিদুর হইল উপনীত॥
প্রণমিয়া অন্ধরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিলা উচাটন কেন নরপতি॥
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি কহত আমারে।
ইষ্টদেব তুল্য তোমা সেবে ধর্ম্মবরে॥
ভ্রাতৃগণে নিয়োজিল তোমার সেবনে।
অপর আছয়ে যত দাসদাসীগণে॥
ধর্ম্ম পথে যুধিষ্ঠীর নহে বিচলিত।
আর চারি সহোদর তার মনোনীত॥
রাজ্য অর্থ ধন আদি সকলি তোমার।
পিতৃতুল্য ভাবে তোমা ধর্ম্মের কুমার॥
আপন ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়।
যত ইচ্ছা দান ভোগ কর মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহিলা প্রমাণ।
বেদ তুল্য তব বাক্য কভু নহে আন॥
মম হিত উপদেশ যতেক কহিলা।
না শুনিনু তব বাক্য করি অবহেলা॥
সেই হৈতে এই গতি হইল আমার।
তবে সুখ দুঃখ কথা কি আর বিচার॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্ব গুণাধার।
কোন দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তার গুণে হৈল মম শোক নিবারণ॥
কোন দোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিন্তু ভীম দুরাচার দহিল শরীর॥

আমি যদি বলি তারে কোন কর্ম্ম তরে।
কর্ম্ম না করিয়া আর কহে কটুস্বরে॥
শত পুত্র মারি দুঃখ নহে নিবারণ।
দন্ত কড়মড় করে বাহু আস্ফালন॥
ভীমের চরিত্র দেখি দহে মম কায়।
কি করিব কহ মোরে ইহার উপায়॥
বিদুর কহেন রাজা স্থির কর মন।
ভীমের বচনে না হইবে উচাটন॥
যদি যুধিষ্ঠির তোমা করে অনাদর।
তবে যেই চিত্তে লয় কর নরবর॥
তুমি যেই ভাব কর বৃকোদর প্রতি।
তোমারেও দুষ্ট ভাব করয়ে মারুতি॥
অন্য অন্য সমভাব জানহ রাজন।
আমাতে যেমন তুমি আমিও তেমন॥
ইহা জানি ভীম হেতু ত্যজহ আক্রোশ।
যুধিষ্ঠীর প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ॥
তোমাকে বিমনা যদি শুনে ধর্ম্মরায়।
এইক্ষণে আসিয়া পড়িবে তব পায়॥
তবে অসন্তোষ যদি হও নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে যাবে ধর্ম্ম মহামতি॥
তাহারে প্রসন্ন ভাব হও নরনাথ।
এত বলি বিদুর করিল প্রণিপাত॥
পুনরপি ধৃতরাষ্ট্র কহিল নিশ্চয়।
যুধিষ্ঠীরে ক্রোধ করা কদাচ না হয়॥
আমি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
মহাধনুর্দ্ধর পুত্র এক শত জনে॥
সকল সংহারি মম করে যেই জন।
তাহার পালিত হয়ে রাখিব জীবন॥
ধিক২ জীবনে এমন ছার আশা।
সংসার যুড়িয়ে লজ্জা লোকে উপহাস॥
দ্বিতীয় বাসব মম পুত্র দুর্য্যোধন।
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ॥
এইরূপে শোচনা করিয়া বহুতর।
বিদুরের প্রতি পুনঃ করয়ে উত্তর॥
অবধান কর ভাই বচন আমার।
যে বিধান করিয়াছি মনেতে বিচার॥
রাজ্য সুখ নানা ভোগ করিনু বিস্তর।
মম সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর॥
অতঃপর চিত্ত সে সকল ক্ষমা দিব।
বনবাসে গিয়া আমি যোগ আচরিব॥
রাজনীতি কর্ম্ম এই আছে পূর্ব্বাপর।
শেষকালে প্রবেশিবে অরণ্য ভিতর॥

যোগ তপ আচরিয়া হইবে সদ্গতি ।
বেদের সম্মত আর ক্ষত্রিয়ের নীতি ॥
অবশেষে কাল মম হৈল উপনীত ।
যোগ ধর্ম্ম আচরণ হইল বিহিত ॥
সত্য সত্য বনে যাব না কর সংশয় ।
আচরিব গিয়া যোগ কহিনু নিশ্চয় ॥
বিদুর বলিল রাজা কর অবধান ।
যতেক কহিলে সত্য কভু নহে আন ॥
রাজা হয়ে শেষ কালে যাবে বনবাস ।
যোগ আচরিবে গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
বেদের বচন এতে না হয় সংশয় ।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
আপনি স্থবির অতি শরীর দুর্ব্বল ।
শোকাতুর অন্ধ তব নয়ন যুগল ॥
অভ্যন্তরে যাইতে না পার মহামতি ।
ঘোর বনে কি মতে যাইবে নরপতি ॥
ভয়ঙ্কর বনজন্তু সিংহ ব্যাঘ্রগণ ।
প্রলয় মহিষ গজ ঘোর দরশন ॥
কি মতে রহিবা তথা শুনিবারে চাই ।
আরো তাহে মহারাজ চক্ষে দৃষ্টি নাই ॥
অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয় ।
এই হেতু মম চিত্তে ইহা নাহি লয় ॥
একারণে কহি আমি শুন মহারাজ ।
গৃহাশ্রমে থাকিয়া না হয় কোন কায ॥
দ্বিজগণে দান কর নানাবিধ ধন ।
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন ॥
ভূমিদান অন্নদান কর নানা দান ।
অন্ন দান নহে অন্য দানের সমান ॥
যাহা ইচ্ছা দান কর আপনার মনে ।
কৃষ্ণপদ চিন্তা কর বসিয়া নির্জ্জনে ॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি তবে হবে এইমতে ।
পাইবা উত্তম গতি শুন নরপতে ॥
ধর্ম্মের নন্দন দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধু শোকে আকুল শরীর ॥
তোমার সেবক হেতু করে গৃহবাস ।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাশ ॥
তোমা বিনা ত্যজিয়া সকল ধর্ম্ম তায় ।
ব্রহ্মচর্য্য আচরি কাননে পাছে যায় ॥
এই হেতু রাজা আমি নিষেধি তোমায় ।
গৃহাশ্রমে হরি গতি চিন্তা কর তায় ॥
সকল যোগের মূল গোবিন্দের নাম ।
সাবধানে চিত্ত হয়ে চিন্ত অবিরাম ॥

ইহা বিনা উপায় না দেখি রাজা আর ।
মম চিত্তে লয় রাজা এই সুবিচার ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন তুমি সুপণ্ডিত ।
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিহিত ॥
যতেক কহিলে সব অতি সুবিধান ।
কিন্তু এক কথা কহি কর অবধান ॥
করুণা নিধান সেই নন্দের কুমার ।
এক মনে ভজিলেই করয়ে উদ্ধার ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণে করি নিবারণ ।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিব নারায়ণ ॥
কিন্তু গৃহাশ্রমে শক্তি না হবে আমার ।
একারণে বনে যাব করেছি বিচার ॥
বনজন্তুগণ হেতু কহিলা প্রমাণ ।
আপন অদৃষ্ট ফল না হবে এড়ান ॥
যাথাকে অদৃষ্টে তাহা অবশ্য হইবে ।
পূর্ব্বার্জ্জিত ফল যাহা তাহা কে খণ্ডিবে ॥
অভয় পদারবিন্দ করিয়া ভাবন ।
সর্ব্ব ভয় হইতে পাইব বিমোচন ॥
ইহা ভিন্ন চিত্তে কিছু না লয় আমার ।
বনবাস যাইব কহিনু সারোদ্ধার ॥
ধৃতরাষ্ট্র মন বুঝি বিদুর সুমতি ।
আশ্বাসিয়া বলিলেন শুন নরপতি ॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবে নিশ্চয় ।
আমিও সহিতে তব যাব মহাশয় ॥
আমি তব ভৃত্য তুমি আমার ঈশ্বর ।
ঈশ্বর বিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর ॥
যথায় যাইবে তুমি যাইব সংহতি ।
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে ।
তাঁর অনুমতি বিনা না পারি যাইতে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহ যুধিষ্ঠিরে ।
শান্তনা পূর্ব্বক কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে ॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয় সুবিচারি ।
নানামতে প্রবোধিব ধর্ম্ম অধিকারী ॥
তাতে যদি যুধিষ্ঠির সম্মত না হয় ।
গুপ্তভাবে যাব তথা কহিনু নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিদুর চলিল ধর্ম্মস্থানে ।
বসিয়া আছেন ধর্ম্ম রত্ন সিংহাসনে ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত ।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণ চৌদিকে বেষ্টিত ॥
সুধর্ম্মে করেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
পুত্র সম পালেন যতেক প্রজাগণ ॥

সর্ব্ব জীবে সম ভাব সদয় শরীর।
ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠীর॥
যুধিষ্ঠীর গুণে বশ হৈল সর্ব্বজন।
শোক দুঃখ সকলে হইল বিস্মরণ॥
প্রাতঃকালে উঠি পরে করি স্নানদান।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃগণে করেন সম্মান॥
অনন্তর দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ ঐশ্বর্য্য দেন নাহি পরিমাণ॥
অশ্ব বৃষ গাভী বৎস আর নানাধন।
ভূমিদান অন্নদান বিবিধ বসন॥
হেনমতে দান কর্ম্ম করি সমর্পণ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ বন্ধুগণ।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্য্যে যান সেইক্ষণ॥
সিংহাসনে বসিয়া রহেন রাজকাযে।
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সহিত সমাজে॥
রাজকর্ম্ম অবসানে আসিয়া অপরে।
ব্রাহ্মণে করেন পূজা নানা উপহারে॥
যাহাতে যাহার প্রীত ভক্ষ্য দ্রব্য আদি।
সবারে করেন দান সহিতে দ্রৌপদী॥
হেনমতে সবাকারে করিয়া সম্মান।
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র স্থানে করেন গমন॥
যথোচিত তৃপ্ত কার অন্ধ নরবরে।
সেই মতে গান্ধারীকে পূজেন সাদরে॥
দোঁহা অনুমতি লয়ে বিদায় হইয়া।
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণ লৈয়া॥
এইমত নিত্য কর্ম্ম করি ধর্ম্মরাজ।
সাধু সর্ব্ব গুণান্বিত অপ্রমিত কায॥
ভারত আশ্রম পর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
ইহা শুনি কি কর্ম্ম হইল তার পর॥
মুনি বলিলেন শুন নৃপতি প্রধান।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির সন্নিধান॥
রাজার নিকটে বসি বলিল বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
পরম সুজন তুমি সাধু সুপণ্ডিত।
তব গুণে বসুমতি হইলা পূর্ণিত॥
তোমা হৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা কেহ না হৈ ছিল॥
যত রাজধর্ম্মনীতি শাস্ত্রে বাখানে।
সকল তোমার পূর্ণ তুমি পূর্ণ গুণে॥
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ সনাতন।
যাঁর তত্ত্ব না পান স্বয়ম্ভু পঞ্চানন॥
আগমে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব না পায় যাহারে।
হেন প্রভু বশীভূত গুণেতে তোমারে॥
ব্রাহ্মণ সেবার গুণ কে বলিতে পারে।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতরে॥
ব্রাহ্মণেরে প্রীতি হন দেব নারায়ণ।
এই হেতু দ্বিজ সেবা করে অনুক্ষণ॥
পাত্র মিত্র প্রজা বন্ধু সুহৃদ সুজন।
সদয় হৃদয়ে কর সবার পালন॥
এই মত বিধিমত কহিয়া রাজারে।
কহিলেন শেষে ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেও মোরে প্রসন্ন বদনে॥
রাজার বিধান যেই আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্র ধর্ম্মাখিলী তিনি বেদের উত্তর॥
রাজা হয়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান যজ্ঞ ব্রত নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্য ভার দিয়া।
বনবাস করিবেক যোগ আচরিয়া॥
ফল মূলাহারী হয়ে করিবে বসতি।
লভিবেক সমাধি সাধিয়া দিব্যগতি॥
এ কারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক ইহা কহিবার তরে॥
অবশেষ কাল এই হইল আমার।
কুলধর্ম্ম যত আমি করিব আচার॥
যথাশক্তি কিছু মাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হৈলে কাননে যাইব॥
প্রসন্ন হৃদয় হৈয়া কর অনুমতি।
এই ভিক্ষা তোমারে মাগেন কুরুপতি॥
বিদুর বচনে যেন লাগে বজ্রাঘাত।
পড়িল অস্থির হয়ে পাণ্ডু বংশনাথ॥
কি বলিলে খুল্লতাত নিষ্ঠুর বচন।
কোন দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জ্জন॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজেন নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয়॥
আমিও সন্ন্যাসী হৈয়া যাব বনবাসে।
কি করিব ধন জন বন্ধু গ্রাম বাসে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুল হৃদয়।
বিদুর সহিতে যান অন্ধের আলয়॥

কান্দেন অন্ধের পদ ধরি ধর্ম্মরায় ।
কোন দোষে তাত তুমি ত্যজিবা আমায় ॥
রাজ্যদেশ ধন জন সকল তোমার ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পদে ।
বালকেরে ত্যাগ কর কোন অপরাধে ॥
আমি রাজা থক্তে যদি দুঃখ তব মনে ।
আজি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥
যুযুৎসুকে অভিষিক্ত করিব এখনি ।
হস্তিনার পাটে তারে দিব রাজধানী ॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু ।
তব আজ্ঞা বিচলিত নহি আমি কভু ॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই তোমার নন্দন ।
বেশ্যার কুমার তারে জানে সর্ব্বজন ।
তথাপি তাহারে আমি রাজ্য ভার দিব ।
যে আজ্ঞা করিবা তুমি এখনি করিব ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি ।
তোমার বচন তবু লংঘিবারে নারি ॥
ক্ষমা কর অপরাধ হইয়া প্রসন্ন ।
নহে আমি এখনি হইব অবসন্ন ॥
এই রূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ ॥
তুষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ধরি যুধিষ্ঠীরে ।
আলিঙ্গন কহিলেন মধুর সুস্বরে ॥
কোন দোষে দোষী তুমি নহ মম স্থানে ।
পরম সন্তুষ্ট আমি আছি তব গুণে ॥
ইষ্টদেব তুল্য তুমি করহ সেবন ।
তব গুণে হইয়াছি শোক পাসরণ ।
দুঃখ না ভাবিয়া তাত স্থির কর মন ।
তোমারে অপ্রিয় আমি নহি কদাচন ॥
সর্ব্ব সুখ ভুঞ্জিলাম তোমার কল্যাণে ।
অবশেষে কাল পুর্ণ হইল এক্ষণে ॥
পরকাল চিন্তিবারে এক্ষণে উচিত ।
এতে অসম্মত তাত না হও কুণ্ঠিত ॥
রাজধর্ম্মনীতি যাহা বেদের উত্তর ।
শেষকালে পশিবেক অরণ্য ভিতর ॥
করিবেক যথা শক্তি যোগ আচরণ ।
সকল ইন্দ্রিয়গণে করি নিবারণ ॥
হইল যতেক রাজা এ মহীমণ্ডলে ।
এই অনুসারে কর্ম্ম করিল সকলে ॥
আমিও সুধির যোগ শক্তি অনুসারে ।
প্রসন্ন হইয়া তাত বলহ আমারে ॥

তুমি সাধু শুদ্ধমতি তুমি গুণবান ।
পৃথিবীর মধ্যে তাত তোমারে বাখান ॥
পাইয়াছ আমা হৈতে দুঃখ বহুতর ।
সে সব স্মরণে মম বিদরে অন্তর ॥
ধর্ম্মবলে সকল সঙ্কটে হৈলা পার ।
শত্রু জিনি উদ্ধারিলা নিজ রাজ্যভার ।
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জহ রাজ্য আমার পিরীতি ।
নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর রাজনীতি ॥
বন্ধুগণ পালিবা পালিবা প্রজাগণ ।
উদ্বেগ ছাড়িয়া রাজকার্য্যে দেও মন ॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই আমার নন্দন ।
বেশ্যার উদরে জন্ম বিখ্যাত ভুবন ॥
রাজ্য যোগ্য সেই জন নহে কদাচন ।
আপনি করিবা তুমি তাহার পালন ॥
এই ভিক্ষা মাগি আমি শুন ধর্ম্মরায় ।
মায়া মোহ ছাড়ি মোরে করহ বিদায় ॥
এত বলি করিলেন বদন চুম্বন ।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল অম্বিকানন্দন ॥
কান্দিল চরণে ধরি ধর্ম্মের তনয় ।
কহিল বালক প্রতি না হও নির্দ্দয় ॥
যত ইচ্ছা ধন রত্ন দ্বিজে কর দান ।
গৃহাশ্রমে থাকি কর যোগ জপ ধ্যান ॥
গৃহাশ্রমে সর্ব্ব ধর্ম্ম পাই নরনাথ ।
হোম যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্ম দান কর তাত ॥
দারুণ ভারত যুদ্ধে কৈলে কুলক্ষয় ।
সেইতাপে সদা মম দহিছে হৃদয় ॥
তোমা দরশনে মম স্থির আছে মন ।
সর্ব্ব তাপ সম্বরিনু তোমার কারণ ॥
তোমার কারণে আমি ছাড়ি গৃহবাস ।
পুর্ব্বেতে যাইতেছিনু হইয়া সন্ন্যাস ॥
রাজ্য ধন অর্থে আর কোন প্রয়োজন ।
সকল সম্পদ মম তোমার সেবন ॥
তোমায় রহিত হৈলে না ধরিব প্রাণ ।
এখনি ত্যজিব দেহ তোমা বিদ্যমান ॥
এইমত মিনতি করিল ধর্ম্ম স্নেহ ।
কোনমতে শান্ত্বাইতে না পারিল কেহ ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু বত ।
এক মনে সাধু সব পীয়ে অনুব্রত ॥
শ্রবণে পরম সুখ পাতক বিনাশ ।
আশ্রমিক পর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এবং বিদুর বনযাত্রা শুনিয়া কুন্তীর আগমন।

এই রূপে অন্ধরাজ ভাবিতে চিন্তিতে।
পঞ্চদশ বৎসর হইল হেনমতে॥
ভোজনে না রুচে অন্ন নিদ্রা নাহি যায়।
নিরন্তর অন্ধরাজ চিন্তিত হৃদয়॥
কি করিব কি হইবে চিন্তা অনুক্ষণ।
গৃহবাস হৈল মম নিগূঢ় বন্ধন॥
ধর্ম্মরাজ কদাচিত না ছাড়িবে মোরে।
কি কর্ম্ম করিব সিদ্ধ গৃহ কারাগারে॥
কি মতে যাইব বনে না দেখি উপায়।
দুই চক্ষু হীন বিধি করিল আমায়॥
আহা বিধি কোন বুদ্ধি করিব এখন।
কি রূপে হইবে কারাগৃহ বিমোচন॥
কোন রূপে পরলোকে পাইব সদ্গতি।
কোন রূপে ধর্ম্ম পথে মজিবেক মতি॥
এই অনুশোচনায় দিবস রজনী।
গান্ধারীকে বলিলেন কুরু নৃপমণি॥
অবধানে শুন দেবী বচন আমার।
গৃহবাস হৈল মোর বড় কারাগার॥
মহা ফাঁদে বান্ধিয়া রাখয়ে যেন লোকে।
তেমতি বন্ধনে আছি দৈবের বিপাকে॥
বিধি মোরে বিড়ম্বিল ফেলি নানা পাকে।
মহামায়া জালে বন্ধি করিল আমাকে॥
পর বশবর্ত্তী হয়ে আজন্ম বঞ্চিনু।
আপনার বংশ আমি আপনি নাশিনু॥
পাপ চেষ্টা করি জন্ম গেল মিছা কাযে।
কি রূপে পাইব ত্রাণ ভবসিন্ধু মাঝে॥
না দেখি উপায় ভবসিন্ধু ঘোরতর।
কি রূপে হইব পার দুরন্ত সাগর॥
এখন না চিন্তি যদি ইহার উপায়।
নিশ্চয় ঠেকিব ঘোর শমনের দায়॥
সে ভয় তারণ কর্ত্তা প্রভু নারায়ণ।
ভক্তি বিনা বশ প্রভু নহেন কখন॥
দান যজ্ঞ ব্রত হোম করে অনুব্রতে।
হরিভক্তি সম কিছু নাহি ত্রিজগতে॥
অভয় পদারবিন্দে ভক্তি যেই করে।
হেলায় তরয়ে সেই এ ভব সাগরে॥
হেন প্রভু ভক্তি আমি করিব কেমনে।
উপায় না দেখিতেছি এছার জীবনে॥
গান্ধারী বলয়ে রাজা কহ সারোদ্ধার।
নিজ কর্ম্ম সাধিবারে যথার্থ বিচার॥
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ হয় সুবিধান।
হরিভক্তি বিনা কর্ম্ম নাহি বর্ত্তমান॥
ধর্ম্মরাজ ছাড়িয়া না দিবে কদাচিত।
না মানিব উপরোধ যাইব নিশ্চিত॥
তপোবনে প্রবেশিয়া তপ আচরিব।
যাগ আচরিয়া ভব সিন্ধুতে তরিব॥
ইহা বিনা কিবা আর আছয়ে উপায়।
এতে অপ্রসন্ন কেন হয় ধর্ম্মরায়॥
এইরূপে বিচার করয়ে দুই জন।
নিশ্চয় যাইব বনে নাহি নিবারণ॥
ভারত আশ্রম পর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের কথোপকথন।

লঘু-ত্রিপদী।

রজনী প্রভাতে; উঠি নরনাথে,
বিদুরেরে ডাকি আনি।
গদ গদ স্বরে, কহে বিদুরেরে,
ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
এস ভাই মোর, প্রাণাধিকতর,
সাধু সর্ব্ব গুণাশ্রয়।
দেব গুরু জিনি, বুদ্ধিমান গণি,
ক্ষমা কর ক্ষমাময়॥
তুমি মম মন; আত্মা প্রাণধন,
হিত উপদেশ কহ।
অতঃপর আমি, হব বনগামী,
এই যুক্তি মতে রহ॥
তোমার কল্যাণে, যাইব কাননে
সাধিব আপন কায।
যোগে দিব মতি, পাব অব্যাহতি,
এ ভব সংসার মাঝ।
ধর্ম্মের নন্দন; শুনিলে এমন,
যাইতে না দিবে মোরে।
আপন ইচ্ছায়, যাব সাধনায়;
উপরোধে কিবা করে॥
ঘোর তপোবনে, পশিব কেমনে,
যুক্তি কহ তুমি মোরে।
এত শুনি কথা, নোয়াইল মাথা,
কহিলেন যোড়করে॥
আমি অনুগত; আশ্রয় পালিত,
আমার ঈশ্বর তুমি।

তুমি যদি বন, করিবা গমন,
কি আর করিব আমি ॥
সংহতি যাইব; বনে প্রবেশিব,
তথায় করিব সেবা।
যে গতি তোমার, সে গতি আমার,
স্বামি পরিহরে কেবা ॥
বিদুর বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসিলা বহুতর।
ত্যজিয়া বসন, বাকল পিন্ধন,
করিলেন নরবর ॥
গান্ধারী সুন্দরী, পতি অনুসারি,
বাকল করি পিন্ধন।
জটা করি কেশে, তপস্বিনী বেশে,
বসিলেন তিন জন ॥
হেনই সময়, আইল সঞ্জয়,
ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে।
করি প্রণিপাত, যুড়ি দুই হাত,
নিবেদয়ে সাবধানে ॥
হের নরপতি, কর অবগতি,
তোমার কিঙ্কর আমি।
তোমার বিহনে, কি কার্য্য জীবনে,
সঙ্গে লহ মোরে তুমি ॥
বিদুর সঞ্জয়, অম্বিকা তনয়,
সুবলনন্দিনী আর।
শুভক্ষণ করি, গৃহ পরিহরি,
বনে কৈল অগ্রসার ॥
হেনকালে তথা, ভোজের দুহিতা,
পাইয়া সে সমাচার।
ত্যজিয়া মন্দির; হইলা বাহির,
ত্যজি পুত্র পরিবার ॥
তপস্বিনী বেশে, আসি অন্ধপাশে,
প্রণমি কহিলা স্বামি।
ওহে কুরুপতি, তোমার সংহতি,
কাননে যাইব আমি ॥
সঙ্গে লও মোরে, যাব যথা পরে,
আমি অনুগত্য দীনা।
তোমার প্রসাদে, তরিব আপদে,
করিব কৃষ্ণ ভজনা ॥
শুনিয়া রাজন, আশ্বাস বচন,
দিলেন কুন্তীর তরে।
শুনি ভোজসুতা, হৈল হরষিত,
গান্ধারি হৃষ্টা অন্তরে ॥

ভারত শ্রবণ কাতর তারণ,
এই মম মনে আশ।
কৃষ্ণদাসাগ্রজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ;
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর ও
সঞ্জয়ের বনযাত্রা।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যান গহন কানন।
শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণ সহ আসে দৌড়াদৌড়ি।
অন্ধরাজ গান্ধারী কুন্তির পায়ে পড়ি ॥
ধুলায় ধূসর হৈয়া করয়ে ক্রন্দন।
অনাথ হইল আজি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
কোন অপরাধে পিতা ত্যজহ আমারে।
আর মম কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥
পিতৃশোকে নাহি জানি তোমার কারণে।
সর্ব্ব শোক পাসরিনু তোমা দরশনে ॥
তোমার বিহনে সব হৈল অন্ধকার।
কোন সুখে গৃহেতে রহিব আমি আর ॥
কি দেখি ধরিব প্রাণ কি হবে উপায়।
তোমার সহিত তাত সবে বনে যায় ॥
ওহে খুল্লতাত তুমি যাইবা কোথায়
কি হেতু নির্দ্দয় তাত হইলা আমায় ॥
পাণ্ডবের প্রাণদাতা কৃপার সাগর।
তোমার প্রসাদে আছি পঞ্চ সহোদর ॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি হবে উপায়।
কোন অপরাধে তাত ছাড়িবা আমায় ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিল অপার।
প্রবোধ করেন সবে অশেষ প্রকার ॥
বিদুর সঞ্জয় দোঁহে বিচারিয়া মনে।
নিভৃতে কহিল গিয়া মাদ্রীর নন্দনে ॥
রাজার নন্দিনী কুন্তী রাজার গৃহিণী।
এ জন্ম দুঃখেতে গেল হেন অনুমানি ॥
এত দিনে নিষ্কণ্টকা হৈল বসুমতী।
রাজ্য সুখ ভুঞ্জিবারে সবার সম্মতি ॥
তোমরা উভয়ে তার অতি প্রিয়তর।
কুন্তীরে প্রবোধ দেও দুই সহোদর ॥
তোমা দোঁহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে।
তোমরা ধরিবে পরে থাকিতে বাড়িতে।
এত শুনি দুই ভাই চলিল তখন।
জননীর গলে ধরি করিল ক্রন্দন ॥

কোথায় যাইবা মাতা নিষ্ঠুর হইয়া।
কি মতে বঞ্চিব মোরা তোমা না দেখিয়া॥
তোমা বিনা তিলেক রহিতে নাহি পারি।
ক্ষণেক না জীব মোরা তোমা পরিহরি॥
যদি আমা দোঁহা ছাড়ি যাইবে কাননে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমানে॥
এত বলি কান্দিলেন উচ্চৈঃস্বর করি।
ব্যাকুল হইল চিত্তে ভোজের কুমারী॥
কি করিব ইহার উপায় নাহি দেখি।
কহিতে লাগিল কুন্তী দ্রৌপদীরে ডাকি॥
তুমি শুদ্ধ পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতরি।
এই বাক্য প্রতিপাল্য করিবা আমারি॥
এই দুই পুত্র মম প্রাণের সমান।
ইহাদিগে পালিবে হইয়া সাবধান॥
আমাকে পাসরে যেন তোমার পালনে।
অনুমতি কর মাতা যাই আমি বনে॥
এত বলি শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বন।
প্রণমিয়া যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন॥
পঞ্চ পুত্র কোলে করি পাণ্ডুরাজরাণী।
শিরে চুম্ব দিয়া দিল আশীর্ব্বাদ বাণী॥
বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া পঞ্চজনে।
চলিলেন কুন্তীদেবী অন্ধরাজ সনে॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে প্রবোধ না মানে।
শোকের না হয় অন্ত ভাই পঞ্চজনে॥
তিলেক না বঞ্চে কেহ কুন্তীর বিচ্ছেদে।
প্রজাগণ বিলাপ করিছে মনখেদে॥
আজি যে হইল শূন্য হস্তিনানগরী।
প্রলয় তিমিরে আচ্ছাদিল আজি পুরী॥
আজি সে অনাথ মোরা যত প্রজাগণ।
পুরবাসী যত আছে হস্তিনা ভবন॥
যুধিষ্ঠির কান্দেন করিয়া হায়২।
ললাটে হানেন কর লোটান ধুলায়॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘন।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মাতা হৈলে কি কারণ॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুই জনে।
তিলেক না জীয়ে মাতা তোমার বিহনে॥
পূর্ব্বে যবে পাঠাইল বনে দুর্য্যোধন।
মম সঙ্গে গেল বনে ভাই চারিজন॥
ঝুরিত নয়ন সদা তোমার বিহনে।
তোমার ভাবনা বিনা না করিত মনে॥
তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন।
তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই দুই জন॥

তোমার বিচ্ছেদে জীব না রবে ধরিয়া।
আমি দোঁহে প্রবোধিব কেমন করিয়া॥
কেমনে চলিলা মাতা নির্দ্দয় হইয়া।
এই দুই শিশু প্রতি না দেখ চাহিয়া॥
আমা সম ভাগ্যহীন নাহি পৃথিবীতে।
জন্মাবধি মজিলাম দুঃখ পয়োধিতে॥
ছার রাজ্য ধন মম ছার গৃহবাস।
তোমা বিনা হৈল মম সকল নৈরাশ॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ করিলা ক্রন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী করিলা চুম্বন॥
শোকেতে কাতর এত হও অকারণে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত জানহ আপনে॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ আদেশ।
সুকর্ম্ম করিতে তাত কেন ভাব ক্লেশ॥
বড়ই প্রবল তাত এ ভব সাগর।
ইহাতে হইতে পার বড় সে দুষ্কর॥
ভবার্ণবে কর্ণধার দেব ভগবান।
তাহারে ভজিলে এতে পাই পরিত্রাণ॥
অকারণ গেল কাল সংসারের দায়।
এখন করিতে চাহি তরণ উপায়॥
ভক্তি বিনা ভগবান কভু বশ নন।
কেমনে তরিব ঘোরে ফেলিলে শমন॥
পরকালে তিনি বিনা বন্ধু নাহি আর॥
সাধক বৎসল হরি করিবে উদ্ধার॥
মায়া মোহ ত্যজি তাত তত্ত্বে রাখ মন।
ধর্ম্মপথে বিচল না হবে কদাচন॥
পুত্র হেন পালন করিবে প্রজাগণ।
ব্রাহ্মণ সেবন তুমি কর অনুক্ষণ॥
প্রাণতুল্য ভ্রাতৃগণে দেখিবা সদায়।
পাত্র মিত্র দাস দাসী আর সমুদায়॥
কৃপায় করিবা তাত সবার পালন।
অনুমতি কর তাত আমি যাই বন॥
এত বলি সহদেব নকুল লইয়া।
দ্রৌপদীর হাতে তবে দিল সমর্পিয়া॥
সবারে বিদায় করি ভোজের কুমারী।
দাড়াইলা গিয়া ধৃতরাষ্ট্র অনুচরী॥
ধৃতরাষ্ট্র ভূপতির যত বধূগণ
দুঃশীলা সুন্দরী আদি কান্দে সর্ব্বজন॥
হাহাকার করে সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বর।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাও নরবর॥
হাহা বিধি কি উপায় করিব এখন।
এত ক্লেশে পাপ প্রাণ রহে কি কারণ॥

পাষাণের চিত্ত দেহ আমা সবাকার।
এতেক প্রহারে তনু না হয় বিদার॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে শিরে মারে ঘাত।
তোমা বিনা আজি মোরা হইনু অনাথ॥
গড়াগড়ি যায় সবে ধূলায় ধূসর।
চিত্রিত পুত্তলী প্রায় ভূমির উপর॥
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদুর সুমতি।
ডাক দিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির প্রতি॥
শোক ত্যজ শুন রাজা আমার বচন।
আমা সবাকার শোক কর নিবারণ॥
ইহা সবাকার প্রতি করহ আশ্বাস।
প্রবোধিয়া সবাকারে দিয়া যাও বাস॥
ধর্ম্মের নন্দন তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার এতেক মোহ অতি অবিচার॥
সবারে সান্ত্বনা করি স্থির কর মন।
তোমারে বুঝায় হেন আছে কোন জন॥
এইরূপে বিদুর কহিল বহুতর।
অনেক সান্ত্বনা করি পঞ্চ সহোদর॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বিদুরের প্রতি।
হের অবধান কর বিদুর সুমতি॥
এ সময় ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান।
কিছু ধন মাগি আন ধর্ম্মরাজ স্থান॥
অন্ধের বচনে ক্ষত্তা কহে যুধিষ্ঠিরে।
কিছু ভিক্ষা চাহিলেন অন্ধ নৃপবরে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভিক্ষা কিসের কারণ।
তাহার সকল রাজ্য প্রজা ধনজন॥
আমা আদি সকল বিক্রীত তাঁর পায়।
খুল্লতাত হেনবাক্য কহিবে না তায়॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতৃগণে।
ধন আনিবারে আজ্ঞা দিলেন তখনে॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা পায়ে চারি সহোদর।
ভাণ্ডার হইতে ধন আনি বহুতর॥
প্রবাল মুকুতা স্বর্ণ মণিময় কত।
বিবিধ রতন আনি আনে শত২।
হরষিতে অন্ধরাজ গান্ধারি সহিত।
দ্বিজগণে ধনদান কৈল অপ্রমিত॥
ভূমিদান অন্নদান করিলা বিস্তর।
হস্তী অশ্ব ধেনু বৎস রত্ন বহুতর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা দুর্য্যোধন।
সবাকার নাম ধরি দ্বিজে দিলা ধন।
বিবিধ বসন দান করিলা অপার।
রত্ন সিংহাসন শয্যা বিবিধ প্রকার॥

দানেতে তুষিয়া সব ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
বন পথে অন্ধরাজ হইলা সচল॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল ভাই পঞ্চজনে।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বনে॥
প্রণমিয়া পঞ্চভাই কান্দি কহে তায়।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া গান্ধারীর পায়॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্ন বদনে।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া ভাই পঞ্চ জনে॥
একে২ সবাকারে করিয়া বিদায়।
বনবাসে গমন করিলা কুরুরায়॥
গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া বাম্যহাত।
ধীরে২ চলিলেন কুরুকুল নাথ॥
গান্ধারীর বামভাগে চলিলা সঞ্জয়।
অগ্রে২ চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয়॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলিলা কানন।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে।
ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন॥
ওহে অন্ধরাজ তুমি যাইবা কোথায়।
কি হেতু তপস্বী বেশ ধরিলা হেথায়॥
দুই চক্ষু অন্ধ তব অথর্ব্ব শরীর।
কি মতে ছাড়েন তোমা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বাহুড়২ রাজা না যাও কাননে।
তোমার বিহনে আর জীবে কোন জনে॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
সেবিবেক তব পদ ধর্ম্মের কুমার॥
এইরূপে চতুর্দ্দিকে কান্দে সর্ব্বজন।
প্রবোধিয়া ধৃতরাষ্ট্র চলিলা কানন॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্তা আগে আগে যান।
কুরুক্ষেত্র নিকটে হইল বর্ত্তমান॥
তথা হইতে চলিলেন জাহ্নবীর কূলে।
স্নান দান করিলেন নামি গঙ্গাজলে॥
হরিষেতে স্নান করি করিল তর্পণ।
তদন্তরে কূলেতে উঠিল সর্ব্বজন॥
বসিয়া গঙ্গার তীরে কথোপকথনে।
সেই নিশা বঞ্চিল জাহ্নবী জলপানে॥
রজনী প্রভাতে হৈল সূর্য্যের উদয়।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর সঞ্জয়॥
গঙ্গার পশ্চিমে বন নাম দ্বৈপায়ন।
নানাবিধ বৃক্ষলতা শোভিত কানন॥
অশোক চম্পক বৃক্ষ পলাশ কাঞ্চন॥
অর্জ্জুন খর্জ্জুর আম্র জাম তরু বন॥

রাজবৃক্ষ শাল তাল আর আমলকী।
কটকী দাড়িম্ব নারিকেল হরীতকী॥
শীরীষ কদম্ব ঝাটি বদরী খদির।
তিন্তিড়ী বহেড়া আর নারেঙ্গা জাম্বির॥
দেবদারু ভদ্রদারু নিম্ব তরুবর।
বিচিত্র কদলী বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর॥
নানা পুষ্প সৌরভে শোভিতে বনস্থলী।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে কোকিল কোকিলী॥
বিচিত্র তুলসী বৃক্ষ অতি সুশোভন॥
বিচিত্র মঞ্জরী তাহে নবদলবন॥
আমোদে পূর্ণিত হয় সকল কানন।
পুষ্পভরে নম্রমান যত তরুগণ॥
মল্লিকা মালতী যুথী জাতি নাগেশ্বর।
করবী বকুল জবা রঙ্গনী টগর॥
কেউতী মাধবীলতা কুরুণ্ট কিংশুক।
সেফালিকা সাতি জাতী দেখয়ে কৌতুক॥
নবৎ দলেতে পূর্ণিত ফলফুল॥
তার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল॥
মধুর কোকিলগণে করে কুহুরব।
মন্দ সমীরণ বহে গন্ধে সুসৌরভ॥
বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয়।
হেথায় বঞ্চব হেন চিন্তিলা হৃদয়॥
দুই খানি কুটির রচিল সেইখানে।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে॥
সম্ভাষিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয়।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর সঞ্জয়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিতে ভোজসুতা।
সবে লয়ে কুটীরে আইলা পুনঃতথা॥
এক গৃহে কুন্তী সঙ্গে সুবল নন্দিনী।
আর গৃহে বিদুর সঞ্জয় নৃপমণি॥
কানন নিবাসী যত ঋষি মুনিগণ।
আইলা বরিতে ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণ॥
যথা বিধি সবাকারে পূজিয়া সাদরে।
হরষিতে জিজ্ঞাসিল অন্ধ নৃপবরে॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র প্রীতে।
রহিলেন আশ্রম করিয়া চতুর্ভিতে॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ নৃপবরে।
ব্রহ্মচর্য্য আচরিলা শুদ্ধ কলেবরে॥
নিকটে জাহ্নবী নীর স্নান দান করি।
হোম কর্ম্ম সমর্পিলা কুরু অধিকারী॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্ব মুখে বসিলেন করি যোগাসন॥
হৃদয়ে পরম পদ চিন্তিয়া সাদরে।
মন্ত্র জপ করিলেন ভক্তি পুরঃসরে॥
নিকটে বিদুরাজ্ঞায় সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি॥
এইরূপে সকলে করিল যোগাসন।
মন্ত্র ধ্যান করিয়া জপেন শুভক্ষণ॥
দিনশেষে বিদুর সঞ্জয় দুইজন।
ফল মূল আনি সবে করিল ভক্ষণ॥
পুণ্য কথা আলাপেতে বঞ্চিয়া রজনী।
হেনমতে কাননে রহিলা নৃপমণি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে পাণ্ডবদের বনে গমন।

মুনি বলিলেন জন্মেজয় নরপতি।
গৃহে যান ধর্ম্মরাজ শোকাকুল মতি॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত পঞ্চাল কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশীলা সুন্দরী॥
শোকাকুল হয়ে সবে কান্দিলা তখন।
রজনী দিবস শোক নহে নিবারণ॥
না রুচে আহার জল সদা ঝরে আঁখি।
শোকাকুল হন সবে হৈলা কত দুখী॥
ধর্ম্ম অগ্রে কহিলেন মাদ্রীর তনয়।
এত দিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয়॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী বিহনে।
দশ দিক অন্ধকার লাগে রাত্রি দিনে॥
ভোজন না রুচে অনুক্ষণ মহাশয়।
রজনী দিবসে নিদ্রা চক্ষে নাহি হয়॥
এইক্ষণে যদি আমি নাহি দেখি মায়।
অবশ্য মরিব দোঁহে কি করি উপায়॥
এত বলি দুইভাই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অস্থির পড়িয়া সদা ভূমির উপরে॥
দেখিয়া আকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রবোধিতে না পারেন হইলা অস্থির॥
ভীমসেন অর্জ্জুন কান্দেন দুই জন।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কান্দেন তখন॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণে সদা হাহাকার।
রাত্রি দিন শোক বিনা অন্য নাহি আর॥
কহিলা কহিছে মহারাজে সর্ব্বজন।
নিশ্চয় না রহে প্রাণ শুনহ রাজন॥
কুরুকুলনাথ অন্ধ সুবল নন্দিনী।
বিদুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাকুরাণী॥

তাহাদের বিরহে জীবন নাহি রয় ।
ইহার বিধান শীঘ্র কর মহাশয় ॥
এ শোকসাগরে কেহ তিলেক না জীবে ।
যথা গেল অন্ধরাজা তথা যাব সবে ॥
এইরূপে নৃপকে কহেন সর্ব্ব জন ।
শুনিয়া ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
দিবারাত্রি কান্দিলেন মাদ্রীর তনয় ।
তাজিব শরীর দোঁহে হেন মনে লয় ॥
কোনমতে প্রবোধ না হয় দুই ভাই ।
পুরজন আদি শোকে কাতর সবাই ॥
অন্যমতে না হইবে শোক নিবারণ ।
জ্যেষ্ঠতাত নিকটেতে যাইব কানন ॥
সবারে কাতর দেখি হবেন সদয় ।
বাহুড়িয়া আসিবেন হেন মনে লয় ॥
যদি না আসেন তবে সেই বনবাসে ।
সেইরূপ সবাই রহিব গিয়া পাশে ॥
এইরূপে অনুমানি ধর্ম্মের নন্দন ।
সবারে আশ্বাস দিয়া কহিল তখন ॥
শোক দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন ।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন ॥
রাজার বচনে সবে হৃষ্ট হন মনে ।
সেইক্ষণে বাহির হইল সর্ব্বজনে ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চভাই দ্রৌপদী সহিত ।
উগ্রসেন সুভদ্রা উত্তরা পরীক্ষিত ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশীলা নন্দিনী ।
লিখন না যায় যত চলিল তখনি ॥
বিবিধ বাহনে যান আর পদব্রজে ।
পঞ্চম শব্দেতে তাহে নানা বাদ্য বাজে ।
রাজ্যে হৃষ্ট নহে কেহ শোকাকুল মন ॥
চলিল অনেক রাজা না যায় গণন ॥
পূর্ব্বেতে ভারত যুদ্ধে সৈন্যের সাজনি ।
তেমতি সাজিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
তাহা সবাকার মত ছিল নারীগণ ।
সবাই চলিল ধৃতরাষ্ট্র দরশন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হেন অনুগামী ।
মহাগোল কম্পমান হইল মেদিনী ॥
হেনমতে ধর্ম্মরাজ চলিল ত্বরিত ।
দ্বৈপায়ন কাননে হইল উপনীত ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে ।
চলিলেন পঞ্চ ভাই সহ নারীগণে ॥
বসিয়াছিলেন অন্ধ কুটীর ভিতর ।
মৌনব্রতী একাসনে যুড়ি দুই কর ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই অন্ধের চরণে ।
জ্যেষ্ঠ তাত বলিয়া ডাকেন পঞ্চজনে ॥
সমাধি ভাঙ্গিয়া অন্ধ শুনিবারে পান ।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসিল বুদ্ধিমান ॥
যুধিষ্ঠীর শুনিয়া কহিল সবিনয় ।
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠিরে অন্ধে কোলে নিল ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল ॥
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার ।
কুশলে আছেন সবে বন্ধু পরিবার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কি কহিব আর ।
তোমার সাক্ষাতে এই সর্ব্ব পরিবার ॥
আপনি রহিলা আসি কানন ভিতরে ।
তোমা না দেখিয়া সদা হৃদয় বিদরে ॥
কহ তাত কোথা মম গান্ধারী জননী ।
কোথা কুন্তী মাতা মম ভোজের নন্দিনী ॥
খুল্লতাত কোথায় বিদুর মহাশয় ।
তা সবারে না দেখিয়া প্রাণ গত হয় ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি ।
এ কুটিরে তব মাতা গান্ধারী সংহতি ॥
বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি ।
জীয়ে কি না জীয়ে তাত ক্ষত্তা গুণমণি ॥
অনশন ব্রত করে ত্যজিয়া আহার ।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার ॥
চারিদিন আমা সহ নাহি দরশন ।
জীয়ে কি না জীয়ে তার কর অন্বেষণ ॥
শুনিয়া আকুল ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির ।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তর অস্থির ॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর ।
পড়িয়াছে দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠোপর ॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয় ।
প্রণাম করিল গিয়া ধর্ম্মের তনয় ॥
আছে কিনা আছে প্রাণ না জানি নিশ্চয় ।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন পাণ্ডব তনয় ॥
ওহে খুল্লতাত বলি ডাকিছেন ঘন ॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া ডাকিল পঞ্চজন ॥
ওহে মহাশয় তুমি পাণ্ডু প্রাণদাতা ।
ভৃত্যগণ ডাকে তুমি উঠি কহ কথা ॥
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কৈলে পুনঃ পুনঃ ।
যুধিষ্ঠীরে ডাকেন উত্তর নাহি কেন ॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ।
সদয় হইয়া তাত চাহ একবার ॥

ওহে খুল্লতাত কেন না শুন শ্রবণে ।
কোন অপরাধে এত কোপ হৈলা মনে ॥
এইরূপে পঞ্চভাই করেন রোদন ।
দেখিলেন আকাশে থাকিয়া দেবগণ ॥
দুই আঁখি নিঃস্পন্দ যুধিষ্ঠির পানে ।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেই স্থানে ॥
দেখেন দ্বিতীয় যেন রবির কিরণ ।
যুধিষ্ঠির অঙ্গে লিপ্ত হইল তখন ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ।
জয় জয় শব্দ হৈল অমর নগরে ॥
ভ্রাতৃগণে কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ।
হইল দ্বিগুণ তেজ আমার শরীর ॥
পূর্ব্বের যতেক তেজ অঙ্গে মম ছিল ।
অকস্মাৎ এখন দ্বিগুণ তেজ হৈল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিদুরের দেহ ত্যাগে সকলের বিলাপ
এবং ব্যাসদেবের সান্ত্বনা

কান্দিলেন বিদুরে লইয়া পঞ্চজন ।
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপায়ন ॥
মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদরে ।
খুল্লতাত বলিয়া কান্দিল উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহিল বচন ।
অকারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন ॥
আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্ঠির ।
তোমার বিদুরে হও একই শরীর ॥
মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্ম মহাশয় ।
বিদুর রূপেতে তাঁর ক্ষিতিতে উদয় ॥
তুমিও আপনি ধর্ম্ম জানিবা নিশ্চয় ।
ধর্ম্ম অংশ হও তুমি ধর্ম্মের তনয় ॥
বিদুরের আত্মা তেজ হইল বাহির ।
সেইক্ষণে প্রবেশিল তোমার শরীর ॥
কহিলাম তোমাকে এ তত্ত্ব সমাচার ।
শোক সম্বর কর ধর্ম্মের কুমার ॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ।
বিধিমতে বিদুরের করিল সৎকার ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহেন সমাচার ।
মূর্চ্ছাগত হইলেন অম্বিকা কুমার ॥
আপনি ধরেন তারে ব্যাস মহামুনি ।
নানা কথা প্রবোধ কহেন তত্ত্ববাণী ॥
অন্ধ বলিলেন ভাই ছাড়ি গেলে মোরে ।
তথাপি রহিল প্রাণ পাপ কলেবরে ॥
দুর্য্যোধন শোক মম হৈল পাসরণ ।
কি রূপে বিদুর শোকে বাঁচিব এখন ॥
এত বলি কান্দিলেন অম্বিকানন্দন ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর কান্দে সর্ব্বজন ॥
বিপরীত শব্দ হৈল পুনঃ সেই স্থলে ।
দেখিতে আইল বন নিবাসী সকলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাশে বসি ব্যাস মহামুনি ।
কহিছেন প্রবোধ করিয়া তত্ত্ব বাণী ॥
অবধান কর রাজা পূর্ব্বের কাহিনী ।
দৈত্য ভয়ে পীড়াযুক্ত হইল মেদিনী ॥
ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রহ্মার সদন ।
কান্দিতে২ ক্ষিতি কহিল বচন ॥
দৈত্য ভয়ে আর আমি রহিতে না পারি ।
কি করিব আজ্ঞা কর সৃষ্টি অধিকারি ॥
শুনি ব্রহ্মা কহিলেন আশ্বাসি তখন ।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া সহ দেবগণ ॥
প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি ।
আইলেন তুষ্ট হৈয়া প্রত্যক্ষে শ্রীপতি ॥
দৈত্য বিনাশিতে যুক্তি করিয়া সৃজন ।
দেবগণে আদেশিলা কমললোচন ॥
নিজ নিজ অংশে সবে হও অবতার ।
লীলায় করিব ক্ষয় পৃথিবীর ভার ॥
আপনি জন্মিব আমি বসুদেবাগারে ।
নাশিব পৃথিবী ভার কহে সবাকারে ॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ ।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা চলিল সদন ॥
দেবকী গর্ভেতে জন্মিলেন নারায়ণ ।
অনন্ত অগ্রজ তাঁর রেবতীরমণ ॥
ধর্ম্ম অংশে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ।
বায়ু অংশে বৃকোদর পবন কুমার ॥
ইন্দ্র অংশে জন্মিলেন বীর ধনঞ্জয় ।
অশ্বিনীকুমার দুই মাদ্রীর তনয় ॥
অগ্নি অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চালনন্দন ।
লক্ষ্মী অংশে পাঞ্চালী স্ত্রী বিখ্যাত ভুবন ॥
আপনি আছিলা তুমি গন্ধর্ব্বের পতি ।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কলির আকৃতি ॥
অপর তোমার পুত্র রাক্ষস সকল ।
সূর্য্য অংশে জন্ম বীর কর্ণ মহাবল ॥
বসু অবতার ভীষ্ম তব জ্যেষ্ঠতাত ।
বিদুর আপনি ধর্ম্ম শুন নরনাথ ॥
বৃহস্পতি অংশে জন্ম দ্রোণ মহাশয় ।
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য জানিবা নিশ্চয় ॥

চন্দ্র অংশে অভিমন্যু অর্জ্জুন কুমার।
কহিনু তোমারে রাজা সর্ব্ব সমাচার ॥
এই রূপে অন্ধেরে কহিল মুনিবর।
মায়ের নিকট যান পঞ্চ সহোদর ॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবি প্রসন্ন বদনে ॥
কুন্তীপদে প্রণমিল পঞ্চ সহোদর।
বসিল কুন্তীর কোলে হরিষ অন্তর ॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করিল চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বন্ধুগণ ॥
এই মতে সর্ব্ব জনে পুরিল কানন।
হেনকালে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন ॥
দ্বারকা নগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য্য থাকে যদি মাগ নরপতি ॥
বরমাগ কিছু যদি থাকে প্রয়োজন।
অবশ্য যাইব আমি দ্বারকা ভুবন ॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা।
করযোড় করিয়া বলিল পতিব্রতা ॥
কৃপার সাগর তুমি মুনি মহাশয়।
তোমার মহিমা যত মুনিগণে কয় ॥
তোমার অসাধ্য দেব নাহি ত্রিজগতে।
এ কারণে এক বর মাগিব তোমাতে।
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে ॥
সেই শোকে দহে মম সকল শরীর।
তিলেক না হয় ক্ষমা নয়নের নীর ॥
শোকের সাগরে ভাসি না দেখি উপায়।
এ কারণে মুনি রাজ নিবেদি তোমায় ॥
একবার তাহাদের পাই দরশন।
শোকসিন্ধু হৈতে তবে পাইব মোচন ॥
প্রসবিয়া আমি না দেখিনু পুত্র মুখ।
এই মম হৃদয়ে রহিল বড় দুঃখ ॥
এই বর মাগি দেব তব পদতলে।
কৃপায় দেখাও মোরে তনয় সকলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন এই মনোনীত।
কৃপা কর মুনিরাজ কহিনু নিশ্চিত ॥
কুন্তীদেবী কহিলেন যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কাম সিদ্ধি কর মুনিবর ॥
কর্ণ পুত্র নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চ পুত্র আর ॥
কৃপা করি দেখাও যদ্যপি মহাশয়।
হৃদয়ের শল্য মম তবে দূর হয় ॥

অনন্তরে পাঞ্চালী পাঞ্চাল রাজসুতা।
প্রণমিয়া কহিলেন মনে দুঃখ যুতা ॥
মম সম হতভাগী নাহি তিন লোকে।
পিতৃকুল ক্ষয় হেতু সৃজিল আমাকে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন ॥
মম পঞ্চ পুত্র হৈল দৈবের বিপাকে।
শোকসিন্ধু মধ্যে বিধি মজাইল মোকে ॥
যদি পুনঃ তা সবায় করি দরশন।
এ শোক সাগর হৈতে পাইব মোচন ॥
কহিলেন সুভদ্রা যুড়িয়া দুই কর।
নিবেদন অবধান কর মুনিবর ॥
আমা হেন হতভাগী নাহি ত্রিভুবনে।
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে ॥
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপেতে বর্ণনা।
ধনুর্দ্ধর মধ্যে কেহ না হয় তুলনা ॥
জনক অর্জ্জুন যার মাতুল মুরারী।
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন ধর্ম্ম অধিকারী ॥
সকলের বিদ্যমানে হইল সংহার।
আমা সম অভাগিনী কেবা আছে আর ॥
মৎস্য দেশে গেল পুত্র বিবাহ কারণ।
পুনঃ আমা সহিতে না হৈল দরশন।
সকলে নিরাস বিধি করিল আমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ পাপ সংসারে ॥
কৃপার সাগর মুনি কর প্রতিকার।
অভিমন্যু আমাকে দেখাও একবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র বধূগণ দুঃশীলা সুন্দরী।
প্রণমিয়া কহিলেন মুনি করে ধরি ॥
কম্পিত বদনা রামা পরিহরি লাজ।
করযোড়ে কহিলেন শুন মুনিরাজ ॥
আমাদের পরিতাপ কর বিমোচন।
স্বামী পুত্র সহিতে করাও দরশন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয়।
কৃপায় খণ্ডাও মম মনের বিস্ময় ॥
ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ।
ভারত যুদ্ধেতে হত হৈল যত জন ॥
যদি পুনঃ তা সবারে দেখাও নয়নে।
শোক সিন্ধু হৈতে পার করিবা আপনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা দুর্য্যোধন।
বিরাট দ্রুপদ আদি যত বন্ধুগণ ॥
সবার সহিতে দেখা করাও আমার।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে শক্তি কার ॥

পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি ।
বেদশাস্ত্র প্রকাশিতে নারায়ণ তুমি ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল ধর্ম্মের নন্দন ।
নিজ নিজ কামনা কহিল সর্ব্বজন ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন ।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলিল বচন ॥
যে বাসনা করিলা আমার কাছে সবে ।
আজি নিশিযোগে এ বাসনা পূর্ণ হবে ।
হৃষ্টমতি হৈল সবে মুনির বচনে ।
নিশ্চয় হইবে দেখা করিলেন মনে ॥
কতক্ষণে দিন যাবে হইবে রজনী ।
অস্তগত হইল অনুমানি দিনমণি ॥
হেন মতে দিন গেল রজনী প্রবেশ ।
কুতূহলী সর্ব্বজন হরিষ বিশেষ ॥
করযোড়ে কহিলেন মুনির গোচরে ।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবরে ॥
তবে সত্যবতীসুত ব্যাস মহামুনি ।
অদ্ভুত যাহার কর্ম্ম কি কব কাহিনী ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ডাকিল মুনিরাজ ।
দুই হস্ত তুলি পরে ডাকিল সমাজ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বলিয়া ডাকিল মুনিবর ।
দুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনুর্দ্ধর ॥
কৌরব পাণ্ডবে যত সৈন্য অক্ষৌহিণী ।
ধনুর্ব্বাণ গদা খড়্গ সহিতে বাহিনী ॥
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে)
বিলম্ব না করি শীঘ্র আইস এস্থানে ॥
ধ্যান করি মুনিবর ডাকিলেন যন ।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন ॥
ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর ।
দেব সঙ্গে বসি সবে দেবতা শরীর ॥
ব্যাস মুনি স্মরিলেন জানিয়া কারণ ।
সত্বরে মুনির অগ্রে যায় সর্ব্ব জন ॥
কৌরব পাণ্ডব যত ছিল বীরগণ ।
ব্যাসমুনি অগ্রেতে চলিল সর্ব্বজন ॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের কথিত ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

ব্যাস আজ্ঞায় স্বর্গ হৈতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ ।

মুনি বলিলেন পরে শুনহ রাজন ।
মানি স্থানে স্বর্গ হৈতে যান সর্ব্বজন ॥
দুই লক্ষ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া ।
মুনির সদনে সবে মিলিল আসিয়া ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হৈল মুনিবর ।
কহিলেন সকলেরে ডাকিয়া সত্বর ॥
মনের বাসনা পূর্ণ হৈল সবাকার ।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার ।
মুনি বাক্যে একদৃষ্টে চাহিলেন তায় ॥
দেখিল অদ্ভুত কর্ম্ম লেখা নাহি যায় ॥
দিব্য রথে আরোহিয়া সারথি সহিত ।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সংগ্রামে পণ্ডিত ॥
দিব্য শরাসন হাতে দিব্য শর তূণ ।
মালতীর মালা গলে শোভে চতুর্গুণ ॥
এইরূপে দেখা দেন ভীষ্ম মহাবলী ।
দেখিয়া সকলে হৈল মহাকুতূহলী ॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে দ্রোণ মহাশয় ।
দিব্য রথ সজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয় ॥
সপ্ত কুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ মনোহর ।
দিব্য শঙ্খ শব্দেতে পূরিল চরাচর ॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান ভূষণ চন্দন ।
স্কন্ধেতে উত্তরি বস্ত্র কবচ বন্ধন ॥
দিব্য রথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল ।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুণ্ডল ॥
অগুরু চন্দন শোভে গন্ধ পুষ্প মাল ।
আজানুলম্বিত ভুজ বিক্রমে বিশাল ॥
দিব্য রথ সারথি বিজয় ধনুর্ব্বাণ ।
অখণ্ড মণ্ডল বিধু জিনিয়া বয়ান ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদে পূরে রণস্থলী ।
প্রফুল্ল বদনে সবে আশ্বাসয়ে বলি ॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা ।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা ॥
শত ভাই সহিতে ভূপতি দুর্য্যোধন ।
শকুনি মাতুল সঙ্গে ত নয় নন্দন ॥
নারায়ণী সেনাগণ সুশর্ম্মা সংহতি ।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহারথী ॥
প্রাতিবিন্ধ্য অনুশাল্য আর জরাসন্ধ ।
কাশীরাজ কাম্বোজ সহিতে নৃপবৃন্দ ॥
দণ্ড ধনুর্ব্বাণ করে সুষেণ নৃপতি ।
কলিঙ্গ ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি ॥
অলম্বুষ অলায়ুধ রাক্ষস সকল ॥
বিপরীত গর্জ্জনে পূরিছে রণস্থল ॥
দিব্য রথ আরোহিয়া ঘটোৎকচ বীর ।
কনক কুণ্ডল কর্ণে প্রকাণ্ড শরীর ॥

মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন।
দিব্য রথে আরোহিয়া হাতে শরাসন॥
বিচিত্র মুকুট মণি মকর কুণ্ডল।
কবচ ভূষণ অঙ্গে অতি সুকোমল॥
পঞ্চালি ভূপতি পুত্রগণ সমুদিত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত॥
স্বপুত্র বিরাট রাজা সহ দুই ভাই।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র দেখে এক ঠাঁই॥
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর।
শিশুপাল তনয় চেদির নরবর॥
পুর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে যারা ভারত সমরে।
সমর করিল সবে অশেষ প্রকারে॥
সেই ধনুর্ব্বাণ সেই রথ আরোহণ।
সেই অশ্ব সারথি মাতঙ্গ সৈন্যগণ॥
রথ রথী অশ্বের উপরে অশ্বারোহী।
গজেতে মাহুতগণ কম্পমান মহী।
ধানুকি ধনুক হাতে চর্ম্ম অসি ঢালী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একঠাই মিলি॥
নিজ নিজ বান্ধব পাইয়া দরশন।
ভাসিলেন আনন্দ সাগরে সর্ব্বজন॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্য চক্ষু দিলা মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নরবর॥
আনন্দ সাগরে ভাসি কুরু নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতি॥
দুর্য্যোধন আদি এক শত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর॥
পুত্রগণ কোলে করি অম্বিকানন্দন।
অনুক্ষণ সবারে করয়ে নিরীক্ষণ॥
দূরে গেল শোক দুঃখ আনন্দ অপার।
কোলে নিল অন্ধরাজ শতেক কুমার॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদন চুম্বন।
মনের মানসে হয় কথোপকথন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত শল্য নরপতি।
কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ মহামতি॥
অন্ধরাজ নিকটে বসিল সর্ব্বজন।
কানন ভিতরে হৈল হস্তিনা ভুবন॥
পুর্ব্বমত সভা করি বসি অন্ধরাজ।
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ॥
ব্যস্ত হয়ে গান্ধারী ভেটিল পুত্রগণে॥
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে॥
শত পুত্র কোলে করি সুবলনন্দিনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী॥

ঘন ঘন চুম্ব দেন পুত্রগণে সুখে।
অনিমিষ নয়নে রহিল পুত্রমুখে॥
আনন্দ সাগরে সবে হইল পুর্ণিত।
অন্যোন্য হয় কথা যথা যে বিহিত॥
পুলকে পুর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মন॥
ভীষ্ম দ্রোণ চরণে করিল নমস্কার।
মদ্ররাজ সম্ভাষি মাতুল আপনার॥
কর্ণেরে প্রণাম করি পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে নয়নে যেন বহে জলধার॥
ভাইগণ সঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে যান ভাই ছয় জন॥
প্রণাম করিল কর্ণ কুন্তী পদতলে।
আনন্দসাগরে ভাসি পুত্র নিল কোলে॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন বদন কমলে।
বার বার অনিমেষ নয়নে নেহালে॥
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মনে।
কোলে করি বসি কুন্তী পুত্র ছয় জনে॥
কথোপকথন হয় মনের হরিষে।
সব পাসরিল যত দুঃখ শোক ক্লেশ॥
বৃষসেন আদি যত কর্ণের কুমার।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু পঞ্চ পুত্র আর॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
পঞ্চাল বিরাট বন্ধুগণের সহিত॥
পৌত্রগণ পাইয়া কুন্তী হৃদয়ে লইল।
হরিষে নয়নজলে স্নান করাইল॥
ভীমসেন পাইলেন ঘটোৎকচ বীর।
আলিঙ্গন করিলেন পুলক শরীর॥
অভিমন্যু কোলে করি পার্থ হৃষ্টমন।
আসিয়া সুভদ্রা দেবী পুত্র কোলে লন॥
মাতা পিতা সম্বোধিয়া অভিমন্যু রথী।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে নিল শীঘ্রগতি॥
কহিলা উত্তরাদেবী অভিমন্যু পাশে।
নানা কথা আলাপন সুমধুর ভাষে॥
দুর্য্যোধন আদি করি ভাই শত জন॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥
পূর্ব্বমত শত্রুভাব না হৈল তখন।
পরস্পর সম্ভাষা করয়ে হৃষ্টমন॥
পঞ্চ পুত্র পায়ে তবে দ্রুপদকুমারী।
আনন্দে পুর্ণিত হৈল পুত্র কোলে করি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রুপদ নরপতি।
ভ্রাতৃ পিতা দেখি কৃষ্ণা আনন্দিত মতি॥

করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে।
যথাবিধি সম্ভাষা করিল ভ্রাতৃগণে॥
ধরিয়া পিতার হস্ত দ্রৌপদীসুন্দরী।
শোক দুঃখ সম্বরি বিলাপ বহু করি॥
আনন্দে পূর্ণিত মনস্তাপ গেল দূরে।
নানা কথা আলাপন হরিষ অন্তরে॥
দ্রুপদ বিরাট আদি যত বন্ধুগণ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥
অতি হৃষ্ট চিত্ত হৈয়ে ভাই পঞ্চ জন।
সম্ভাষিয়া তুষিল যতেক বন্ধুগণ।
নিজ২ পতি দেখি যত নারীগণ॥
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন॥
হরষিত হয়ে স্বামি বসাইল পাশে।
ইষ্ট কথা আলাপনে মধুর সম্ভাষে॥
নিজ২ পতি পুত্র পেয়ে দরশন।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন॥
দুর্য্যোধন পাশে বসি ভানুমতি নারী।
তনয় লক্ষ্মণে কোলে করিয়া সুন্দরী॥
দুঃশাসন সহ ঊনশত ভাই আর।
নিজ২ পত্নী লৈয়া বৈসে যে যাহার॥
এমত প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী।
হয় নাহি ইহা বিনা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এইরূপে হৈল সব তাপ বিমোচন।
সাধু সাধু মুনিগণ কহে সর্ব্বজন॥
মনোগত নারীগণ ভাবয়ে হৃদয়।
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়॥
তাহে পুনঃস্বামী সনে হইবে বিচ্ছেদ।
এই হেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ॥
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি।
দেখিয়া ব্যথিত হন মুনি মহামতি॥
ডাকিয়া বলেন মুনি শুন বধূগণ।
সতী পতিব্রতা এতে হও যেই জন॥
স্বামির সহিতে সবে করহ পয়ান।
সর্ব্ব শোক দুঃখ তাপ হবে সমাধান॥
মুনি বাক্য শুনি সবে আনন্দ অপার।
দৃঢ় করি স্বামি সবে ধরে আপনার॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র পাশে বসি সর্ব্বজনে।
বিদায় মাগিল পরে অন্ধের চরণে॥
শোকেতে কান্দেন অন্ধ গান্ধারী সহিত।
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত॥
কহিল সভার প্রতি ব্যাস মহাশয়।
অকারণে শোক কেন পুনর্ব্বার হয়॥

কত দিন বনে যোগ কর আচরণ।
অচিরে পাইবা পরে সমস্ত দর্শন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় ভোজসুতা।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডু পুত্র দ্রুপদ দুহিতা॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায়।
নিজ২ পত্নীগণে লইয়া সবায়॥
উত্তরা সুন্দরী যান অভিমন্যু সাতে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা লাগিল চিন্তিতে॥
কহিলেন ব্যাস পদে করিয়া মিনতি।
উত্তরা চলিলা অভিমন্যুর সংহতি॥
মাতৃহীন দুঃখিত হইবে পরীক্ষিত।
উত্তরারে যাইবারে না হয় উচিত॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি চিন্তিয়া হৃদয়।
উত্তরাকে রাখিলেন মুনি মহাশয়॥
অপর সকল নারী স্বামির সংহতি।
স্বর্গপুরে চলিলেন পতিব্রতা সতী।
সংসারের মায়া কেহ না করিল আর।
মুনির প্রসাদে ভবসিন্ধু হয় পার॥
হেন মতে অবশেষ হইল রজনী।
দশদিক প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি॥
বিচিত্র ভারত কথা ব্যাসের বচন।
সকল আপদে তরে শুনে যেই জন॥
দিব্যজ্ঞান জন্মে সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
আশ্রমিকপর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনায় আগমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্রের এবং গান্ধারী ও কুন্তী সঞ্জয় যজ্ঞাগ্নিতে দাহ।

মুনি বলিলেন পরে শুন নরনাথ।
এই রূপে হইল সে রজনী প্রভাত॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন ব্যাস তপোধন।
হস্তিনানগরে রাজা করহ গমন॥
না ভাবিও শোক দুঃখ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
ভ্রাতৃ সঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া॥
অন্ধরাজ কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়।
সবারে বিনয় করি মুনি মহাশয়॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিলা।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজ স্থানে গেলা।
তবে ধর্ম্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ।
অন্ধরাজ গান্ধারীর বন্দিলা চরণ॥
আশীর্ব্বাদ হৈল দোঁহে প্রসন্ন বদন।
যাও তাত নিজ রাজ্যে করহ গমন॥

কুরুকুলে তোমা বিনা কেহ নাহি আর ।
তুমি পিণ্ড দিবা আশা আছে সবাকার ॥
ভুবনে অপূর্ব্ব তাত তোমার চরিত্র ।
তোমা হৈতে কুরুকুল হইল পবিত্র ॥
দুঃখ না ভাবিহ তাত থাক হৃষ্টমনে ।
রাজ্য দেশ পাল গিয়া ভাই পঞ্চজনে ॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেন মায়ের চরণ ।
ছাড়িয়া যাইতে কিন্তু নাহি লয় মন ॥
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বলিল বচন ।
এই দুই পুত্র তুমি করিবা পালন ॥
লক্ষ্মী অবতার তুমি সতী পতিব্রতা ।
মহিমাতে তুমি হৈলা জগতে পূজিতা ॥
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক যাবৎ ধরণী ।
এত বলি আশীর্ব্বাদ কৈল সুবদনী ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত ।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরিক্ষীত ॥
সকলে মেলানী করি আরোহিয়া রথে ।
চলিলেন মলিন বদনে পরে পথে ॥
বহু সৈন্যগণ সঙ্গে বিবিধ বাজন ।
সুগন্ধি বহিতে বহে মন্দ সমীরণ ॥
জাহ্নবীতে করি স্নান করিয়া তর্পণ ।
চলিল হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর নন্দন ॥
নানা বাদ্য বাজে নাচে গায় বিদ্যাধরি ।
পঞ্চ ভাই প্রবেশ করিল নিজ পুরী ॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ সঙ্গে করি রাজকায ।
পুত্র সহ পালন করেন ধর্ম্মরাজ ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি মনে ।
সর্ব্বদা রাখেন রাজা অন্ধকে স্মরণে ॥
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী জননী ।
সঞ্জয় সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি ॥
অনাথের নাথ প্রায় বনে চারি জন ।
নাহি জানি কোন কর্ম্ম হইবে এখন ॥
এইমত ভাবে রাজা দিবস রজনী ।
দৈবযোগে আইল নারদ মহামুনি ॥
প্রণমেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পঞ্চ জন ।
করযোড়ে দাঁড়াইল বিষন্ন বদন ।

বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি মহাশয় ।
নিকটে বসেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
মুনি বলিলেন কহ তত্ত্ব আপনার ।
অসন্তোষ চিত্ত কেন হইল তোমার ॥
করযোড়ে কহিলেন শুন মুনিবর ।
জ্যেষ্ঠতাত আর মাতা অরণ্য ভিতর ॥
অনাথের সমান নিবাস ঘোর বনে ।
এই গতি হৈল আমা পুত্র বিদ্যমানে ॥
মুনি বলিলেন রাজা শুন সাবধানে ।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল এক মনে ॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন ।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় তব মাতা ।
চারি জন যোগাসনে আছিলেন তথা ॥
অগ্নি দেখি অন্তরে না গেল চারি জন ।
সে অগ্নিতে সকলের হইল দাহন ॥
নিজ কৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ ॥
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা নাহি কর ব্যাজ ।
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী ।
হাহাকার করিয়া কান্দেন নৃপমণি ॥
কান্দিলেন দ্রৌপদী প্রভৃতি সর্ব্বজন ।
বহু অনুতাপ করি করিল রোদন ॥
তবে যুধিষ্ঠীর রাজা আনি দ্বিজগণে ।
শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমর্পিয়া তুষিলেন ধনে ॥
নানা দ্রব্য দান দেন না যায় লিখনে ।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দ্বিজে দেন সর্ব্বজনে ।
হস্তী অশ্ব গাভী দিল দেশ আর গ্রাম ।
পৃথিবী পূর্ণিত হৈল ধর্ম্মরাজ নাম ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
যাহা শ্রবণেতে নর হয় পুণ্যবান ॥
সকল আপদ খণ্ডে জন্ম দিব্যজ্ঞান ।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
পাঁচালীর মত কাশীদাস বিরচিল ।
আশ্রমিক পর্ব্ব কথা সমাপ্ত হইল ॥

আশ্রমিক পর্ব্ব সমাপ্ত ।

মহাভারত।

মূষলপর্ব্ব।

কৃষ্ণ বালকদিগের প্রতি মুনিগণের ক্রোধ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রুক্মিণী রমণ॥
ভার নিবারণ হেতু দৈবা অবতার।
একে একে নাশিলেন পৃথিবীর ভার॥
করিলেন তবে কোন কর্ম্ম যদুপতি।
বিবরিয়া আমাকে কহিবা মহামতি॥
ভারত শুনিতে রাজা বড় হৃষ্ট মন।
সুরাগে করয়ে যেমন ষটপদ ভ্রমণ॥
প্রশ্ন করি সর্ব্ব তত্ত্ব লন মুনি স্থানে।
সাধুসঙ্গ গুণে রাজা পূর্ণ সর্ব্ব গুণে॥
না ছিল না হবে সাধু হেন ক্ষিতিতলে।
যার যশ প্রচারিত এ মহীমণ্ডলে॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি মহাশয়।
সাধু সাধু বলিয়া রাজারে প্রসংশয়।
ক'লন বৈসম্পায়ন শুন মহামতি।
দ্বারকায় বিহার করেন লক্ষ্মীপতি॥
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ অবনী মণ্ডলে।
নীলাম্বর সহিত লীলায় কুতুহলে॥
এক দিন বেদিতে বসিয়া নারায়ণ।
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ॥
জাম্বুবতী সত্যভামা ভদ্রা নাগ্নজিতী।
মিত্রবিন্দ মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীমতী॥
এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী॥
নিজ নিজ মনোরথে সেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি॥
তাম্বুল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
অতুল চরণ কেহ চাপে পরিতোষে॥
হেনমতে সবে করে প্রভুর সেবন।
অনিত্য সুখেতে লিপ্ত কমলার মন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে একত্র হইয়া।
এক দিন সবে যুক্তি করেন বসিয়া॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ বসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন না করেন স্মৃতি॥
নর দেহ হইলেন নাশিতে ক্ষিতিভার।
মহাদৈত্যগণে পরে করিলা সংহার॥
করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি অনুসারে।
যাহা স্মরি পাপিলোক যায় ভবপারে॥
বহুদিন পৃথিবীতে করিলা বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার॥
বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত অতি শ্রীকণ্ঠ বিহনে।
সলিল বিহনে যেন জলচরগণে॥
হেনমতে দেবগণে ভাবি অনুমান।
জানিলেন সর্ব্ব অন্তর্যামী ভগবান॥
বেদিতে বসিয়া কৃষ্ণ তুলিলা নয়ন।
দ্বারকা বসতি করিলেন নিরিক্ষণ॥
স্থানেং বসতি লোকেতে পূর্ণ সব।
নগর ভিতরে যত লোক কলরব॥
গতায়াতে ঠেলাঠেলি পথ নাহি পায়।
পথঘাট লোকেতে পুর্ণিত সর্ব্বথায়॥
হইলেন চিন্তিত দেখিয়া নারায়ণ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।
আমা হৈতে হইল আর চতুর্গুণ ভার॥
হইল অদ্ভুত বৃদ্ধি যদুবংশগণ।
কাহা হৈতে হইবে এসব নিবারণ॥
মম বংশ ক্ষয় করে কাহার ক্ষমতা।
কিরূপে হইবে ক্ষয় এ মহাজনতা॥
গান্ধারীর শাপ মনে হইল স্মরণ।
যদুবংশ শেষ না রহিবে এক জন॥
এতেক বিচার মনে চিন্তিয়া উপায়।
পিতার নিকটে পরে যান যদুরায়॥
প্রণমিয়া করপুটে কহিল বচন।
অবধান কর পিতা করি নিবেদন॥
ধন জন অতুল অতুল পরাক্রম।
তিন লোক মধ্যে কেবা আছে তব সম॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম তাত কর আচরণ।
দান দিয়া তুষ্ট কর সব দ্বিজগণ॥
যজ্ঞারম্ভ কর তাত আমার বচনে।
ধর্ম্ম বিনা ধন জন ব্যর্থ ভাবি মনে॥

কৃষ্ণ বাক্যে বসুদেব করিয়া স্বীকার।
যজ্ঞ সু করিলেন করিয়া বিস্তার ॥
করিলেন দ্বিজনৃপগণে নিমন্ত্রণ।
চতুর্দ্দিক হইতে আইল মুনিগণ ॥
শিষ্য সহ মার্কণ্ডেয় আদি তপোধন।
পরাশর বশিষ্ঠ লোমশ দ্বৈপায়ন ॥
নারদ পর্ব্বত আর ঋষি ধনঞ্জয়।
পৌলস্ত্য অঙ্গিরা ক্রতু ভৃগু মহাশয় ॥
সান্দিপন মুকোপন জয়জ তপন।
বাল্মীকি অগস্ত্য বিশ্বামিত্র তপোধন ॥
ইত্যাদি অনেক মুনি শিষ্যাদি সহিত।
দ্বারকা নগরে আসি হৈল উপনিত ॥
প্রণমিয়া বসুদেব পাদ্য অর্ঘ দিয়া।
করিলেন মহাপূজা আদর করিয়া ॥
মুনিগণ রাজাগণ আইল সকল।
দশদিক হৈতে আসে কুটম্ব মণ্ডল ॥
পদাতিক ধবল ছত্রে ঢাকিল মেদনী।
দিনকর আচ্ছাদিল না দেখি না শুনি ॥
সবাকারে বসুদেব পুজিয়া বিধানে।
রহিবারে আলয় দিলেন প্রতিজনে ॥
চর্ব্ব চষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকারে।
করিলেন সবাকার পূজা উপহারে ॥
খাও খাও লও লও হৈল মহারব।
পাইল পরম প্রীতি নিমন্ত্রিত সব ॥
নানা ধন বসুদেব পুজেন সবারে।
ধন রত্ন বসন বিবিধ পুরস্কারে।
সর্ব্ব রাজাগণ গেল যে যাহার দেশ ॥
মুনিগণ গেল যথা দেব হৃষীকেশ ॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া নারায়ণ।
কহিল মধুর বাক্য শুন মুনিগণ ॥
আমার বালকগণ খেলয়ে যে স্থিতে।
তোমরা গমন কর সবে এক চিতে ॥
এত বলি মুনিগণে দিলেন মেলানি।
কৃষ্ণ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সব মুনি ॥
কতদূর যাইতে পাইল দরশন।
কেলি রসে আছে যত কৃষ্ণের নন্দন ॥
কামদেব সাম্ব আদি কুমার সকল।
নানা ক্রীড়ারসে ভাসে করে কুতূহল ॥
মুনিগণে দেখি যত যদু শিশুগণে।
অন্যোন্য বিচার করয়ে সর্ব্বজনে ॥
শুন শুন ওরে ভাই অপূর্ব্ব কথন।
সবে বলে জ্ঞানি বড় এই মুনিগণ ॥
ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান জ্ঞাত সর্ব্বজন।
ইহার পরিক্ষা লও করিয়া যতন ॥
এত বলি শিশু সব একত্র হইয়া।
জাম্ববতী সুত শাম্বে কহিল ডাকিয়া ॥
অনুপম রূপ জাম্বুবতীর নন্দন।
শাম্ব সম রূপ গুণে নাহি কোন জন ॥
তাহারে লইয়া যত যাদব কুমার।
সাজাইল স্ত্রীবেশ করিয়া চমৎকার ॥
দুই করে শঙ্খ দিল অতি মনোহর।
নানা অলঙ্কারে সুসোভিত কলেবর ॥
করাইল দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধান।
অলকা তিলকা দিল বিবিধ বিধান ॥
কবরী বান্ধল মনোহর নানা ফুলে।
কটাক্ষে চাহিলে মুনির মন ভুলে ॥
বিচিত্র কাঁচলী দিয়া সাজাইল স্তন।
হইল রমণী বেশ ভুবনমোহন ॥
লৌহ নিয়োজিয়া কৈল গর্ভের আকার।
দেখি মুনিগণ মনে লাগে চমৎকার ॥
কর যোড়ে কহে যত কৃষ্ণের নন্দন।
হের অবগতি কর যত মুনিগণ।
চিরদিন গর্ভবতী তপস্বী অঙ্গনা।
না হয় প্রসব বড় পাইছে বেদনা ॥
কত দিনে প্রসবিবে হবে কি অপত্য ॥
আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য।
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী।
ধ্যানস্থ হইয়া দেখি কহিল তখনি ॥
জানিলাম শুন সব কৃষ্ণের কুমার।
লৌহ সুত্রে করিয়াছে গর্ভের আকার ॥
অবজ্ঞা করিয়া ক্রোধ হৈল মুনিগণে।
ক্রোধ মুখে বলিতে লাগিল সেই ক্ষণে।
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুল সব।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস করিলি যাদব ॥
যে লৌহ সুত্রেতে কৈলে গর্ভের আকৃতি।
এখনি উত্তম বংশ হইবে নিস্কৃতি ॥
তাহা হৈতে তোমাদের হবে বড় ভয়।
যদুকুল ধ্বংশ হবে জানিবে নিশ্চয়।
এত বলি ক্রোধ করি মুনিগণ যান।
শুনিয়া কুমারগণ সকম্পিত প্রাণ ॥
চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার।
কি করিব কি হইবে করিল বিচার ॥
মুষল দেখিয়া অতি বিষাদিত মন।
সকল কুমার হইল অতি উচাটান ॥

নিজ নিজ দোষে হৈল কুলের নিধন।
কুল অন্ত হবে যেন বুঝায় কারণ॥
অজ্ঞান হইয়া করি দ্বিজে উপহাস।
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হইবে সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর।
না জানি কি বলিবেন দেব হলধর॥
কি হেতু কুবুদ্ধি আজি হইল সবার।
কোন মতে হইবে ইহার প্রতিকার॥
এমত সময়ে সেই জাম্ববতী সুত।
মুষল প্রসব এক করিল অদ্ভুত॥
কোন লাজে লোকে আর দেখাব বদন।
হইবেন শুনিলে কুপিত নারায়ণ॥
বড় লজ্জা ভয় আজি হইল সবার।
বাহুড়িয়া গৃহে পুনঃ না যাইব আর॥
এত অনুতাপ করে যত শিশুগণ।
অন্তর্যামি জানিলেন সব বিবরণ॥
পুত্রগণ নিকটে আসিয়া গদাধর।
কহিল সবার প্রতি মধুর উত্তর॥
কি কারণে মৌন ভাব দেখি পুত্রগণ।
কোন দুঃখে দুখি হৈলা কহ না কারণ॥
কৃষ্ণের অগ্রেতে কহে যতেক কুমার।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হইল সবার॥
কুকর্ম্ম হইল আজি বুঝি হৈল হ্রাস।
করিলাম মুনিগণে দেখি উপহাস॥
তার প্রতিফল এই হইল মুষল।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণ সকল॥
ইহা হৈতে যদুবংশ হইবেক ক্ষয়।
এই হেতু আমাদের হইয়াছে ভয়॥
লজ্জা ভয়ে হই সবে আকুল পরাণ।
বুঝিয়া যা হয় দেব করহ বিধান॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া করিল চাতুরী॥
এই হেতু চিন্তা কেন কর সর্ব্বজন।
যাহা কহি তাহা কর যদি লয় মন॥
মুষল লইয়া যাও প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে॥
ঘরষণ করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।
সত্বরে গমনে যাও যতেক কুমার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সানন্দ হইয়া।
চলিল বালক সব মুষল লইয়া॥
যাইয়া প্রভাস জলে করি স্নান দান।
পাষাণে ঘষয়ে সবে সানন্দ বিধান॥
ঘরষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল।
ঘষিতে২ ক্ষয় হইল মুষল॥
অবশেষ অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া কুমার সব হইল বিস্মিত।
হাতে কর ঘষিতে আয়ত্ত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয়॥
খণ্ডিলে মনের ত্রাস কৃষ্ণ উপদেশ।
কি আর করিব ভয় অল্প অবশেষ॥
এতেক বলিল সব মনে অনুমানি।
শেষ লোহা প্রভাস সলিলে ফেলে টানি॥
হরিষেতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলি গেল বালক সকল॥
গোবিন্দের অগ্রে গিয়া কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব চক্রপাণি॥
ভারত মুষল পর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যদুকুল উদ্ধারার্থ কৃষ্ণ বলরামের যুক্তি।

মুনি বলিলেন শুন রাজার নন্দন।
মুষল বৃত্তান্ত কহি শুনহ কারণ॥
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নল খাগড়ার বন॥
শেষ লৌহ জলে তাহা টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মৎস্য রাজ তাহারে গিলিল।
ধীবর আনিল মৎস্য করিতে ধারণ।
জালে বন্দি হৈল মৎস্য দৈবের কারণ॥
লোহা শেষ পায় মৎস্য কাটিবার কালে।
জরা নামে আখাটি আইল সেই স্থলে॥
মাগিয়া লইল লোহা ধীবরের স্থানে।
কর্ম্মি গৃহে গড়াইয়া ফলি দিল বাণে॥
এস্থানে দ্বারকা পুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ উদ্ধারিবে হৃদয়ে বিচারি॥
বলভদ্র ডাকি আনি বসি গুপ্তিতে।
লাগিলেন বিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদিতে॥
অবধান কর দেব রেবতীরমণ।
আইলাম ভারত তারণে দুই জন॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডাই ক্ষিতিভার।
ততোধিক যদুকুল হইল আমার॥
ইহা সবা বিদ্যমানে নহে ভার শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পাইবে বিশেষ॥
ইহার উপায় দেব চিন্তিয়াছি আমি।
যদুকুল লৈয়া সঙ্গে হব স্বর্গগামি॥

প্রভাসেতে যাই চল স্নান অনুসারে।
যদুবংশ সঙ্গে করি যাও সবাকারে॥
এই মতে দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতা পিতা অগ্রে স্নান হইতে বিদায়॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উলকাপাত অতি বিপরীত॥
সঘনে নির্ঘাত শব্দ দশদিকে হয়।
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয়॥
দ্বারকার জলচর হয় মূর্ত্তিমান।
টলমল করয়ে দ্বারকা পুরী খান।
কাষ্টশিলা মৃত্তিকা প্রতিমা যত ছিল।
কেহ অট্টাহাসে কেহ বিদারি পড়িল॥
নৃত্য করি বুলে কেহ নগর ভিতর।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল মন্দির॥
অগ্নি বিনা নর সব হইল দাহন।
চালে বৈসে কপোত পেঁচক পক্ষীগণ॥
শৃগাল কুক্কুর সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রিয় প্রিয়া দ্বন্দ হয় নগরে নগরে॥
আকাশে উদয় হলো দেব রবি শশী।
সিংহিকা তনয় তাহে অপুর্ব্ব গরসী॥
হাহাকার শব্দ করে নগরের লোক।
স্বর্গের দেবতাগণ করিলেন শোক॥
এইরূপে উৎপাতাদি হইল বিস্তর।
দেবগণ সহিত আইল স্বষ্টিধর॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
করিলেন বহুমতে প্রভুরে স্তবন॥
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ ধারী।
নমস্তে ক্ষীরদ শায়ী মধুকৈটভারি॥
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরাঞ্জন।
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণ এ তিন প্রকার।
লীলায় করহ স্বষ্টি লীলায় সংহার॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি।
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী॥
সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে।
আত্মারূপে তোমার বিনাশ সর্ব্ব দেহে॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব সংহারে॥
ক্ষিতিভার হেতু পূর্ব্বে আপনি স্বীকারি।
সেই হেতু হইলা আপনি মর্ত্তপুরি॥
খণ্ডাইলা অসুর বধিয়া ধরা ভার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অসুর সংহার॥

চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন॥
তুমি নিজস্থানে গেলে সবে হই সুখী।
জলহীন মীন যেন আছি মহা দুঃখী॥
নররূপ ধরিয়া রহিলে ক্ষিতি তলে।
কৃপা করি কত লোক কৃতার্থ করিলে॥
দারুন দুরন্ত দৈত্যগণ দুষ্টমতি।
লীলায় সংহারি ভার খণ্ডাইলা ক্ষিতি॥
অপার তোমার লীলা কহে দেবকুতি।
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিলা উর্দ্ধগতি॥
এমন তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
মিত্রামিত্র ভাব নাহি তোমার বিচারে॥
কৃপায় করিলে পার কত পাপীগণে।
পতিত পাবন নাম ইহার কারণে॥
এই রূপে বিধাতা কহিল স্তববাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেবচক্রপাণি॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব শুন বিধিবর।
নিজ নিজ গৃহে যাও যতেক অমর॥
ভার নিবারিতে আমি আসি পৃথিবীতে।
ততোধিক ভার বৃদ্ধি হৈল আমা হৈতে॥
যদুবংশ বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ।
অল্পমতে নাহি হয় সব নিবারণ॥
নরদেহ পরিহরি লয়ে পরিবার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার॥
অতএব নিজস্থানে করহ গমন।
যথা সুখে বিহার করয়ে দেবগণ॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণে বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তবে যত দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হইয়া দেব প্রজাপতি॥
বলভদ্র সহ কৃষ্ণ করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকিয়া করিল আজ্ঞাদান॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হয় বারে বার।
সবে মিলি করিবা ইহার প্রতিকার॥
প্রভাস তির্থেতে সবে করহ পয়ান।
আপদ খণ্ডিবে তাহে কৈলে স্নান দান॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর সব পুত্রগণ।
সবে চল যদুবংশে আছ যত জন॥
স্ত্রীগণ কেবল মাত্র রহিবেন ঘরে।
কৃষ্ণের আদেশে সবে চলিল সত্বরে॥
প্রভুর আদেশ পায়ে যত বন্ধুজন।
প্রভাসে যাইতে সজ্জা করে সর্ব্বজন॥

পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
আইলেন শীঘ্র পিতা জননীর ঠাঁই॥
তত্ত্ব কথা নিভৃতে কহেন দুই জন।
মায়াজাল তেজ্য কর শুনহ বচন॥
পুত্র পরিবার বন্ধু আর যত জন।
মহামায়া ফাঁস এই নিগূঢ় বন্ধন॥
হেন মায়াজাল এড়ি তত্ত্বে কর মন।
সংসারের মায়া মনে ত্যজ দুই জন॥
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভুঞ্জে দুই কালে।
সুখ দুঃখ আপন অর্জ্জিত কর্ম্মফলে॥
ইহা জানি দিব্যজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবা উত্তম গতি শুন দুই জন॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক জননী।
করিলেন প্রভাসেতে যাত্রা যদুমণি॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া দেব দামোদর।
দারুকে বলেন রথ সাজাও সত্বর॥
আজ্ঞা মাত্র দারুক রথেতে সজ্জা করি।
শুভক্ষণে আরোহণ করেন শ্রীহরি॥
মুষল পর্ব্বের কথা অমৃত বচন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যজন॥

সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন।

কৃষ্ণ সঙ্গে চলিল যতেক যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সারণ॥
কামদেব চারুদেষ্ণ সুদেব সুচারু।
চারুদেহ চারুগুপ্ত ভদ্রাচারু চারু॥
চারুচন্দ্র বিচারু এই দশ নন্দন।
রুক্মিণীর গর্ভে হয় এদের জনম॥
সুভানু সুভানু আর চন্দ্রভানু ভানু।
প্রভানু বিভানু বৃহদ্ভানু প্রতিভানু॥
ভানুমান অবিভানু এই পুত্র দশ।
সত্যভামা পুত্র এরা শ্রীকৃষ্ণ ঔরস॥
শ্রীশাম্ব সুমিত্র শতজিত চিত্রকেতু।
পুরজিত বিজয় সহস্র জিত ক্রতু॥
বসুমান নবম দ্রবিণ দশম।
জাম্ববতী নন্দনের জান এই ক্রম॥
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বৃষ বেগবান।
আর শঙ্ক বসুকৃতি বিচিত্র আখ্যান॥
নাগ্নজিতী উদরে হইল এই দশ।
কৃষ্ণের সন্তান ধরে কৃষ্ণের সাহস॥
শুক করি বৃষ বীর সুবাহু নামক।
ভদ্র শান্তি দর্শ পূর্ণমাদ শ্রীসোমক॥
কালিন্দী দেবীর পুত্র এই দশ জন।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এরা বিখ্যাত ভুবন॥
প্রঘোষ ভঞ্জন সিংহ উদ্ধব প্রবল।
গাত্রবান মহাশক্তি সহ আর বল॥
অপরে অপরাজিত এই দশ জন।
মাদ্রীর গর্ভেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ নন্দন॥
বৃষ হর্ষ বহ্নি গৃধ্র অনিল পবন।
বহ্বান্ন অন্নাদ ক্ষুধি এই নয় জন॥
দশম মহাংশ এই গোবিন্দ নন্দন।
মিত্রবিন্দাদেবীর আনন্দ বিবর্দ্ধন॥
বৃহৎসেন প্রহরণ শূর অরিজিৎ।
সুভদ্র সাত্যক রাম শ্রীসংগ্রামজিৎ॥
আয়ু আর জয় এই দশটী সন্তান।
ভদ্রার উদরে দশ কৃষ্ণ সুখ্যা খ্যান॥
অষ্ট মহিষীর পুত্র হইল গণন।
সবার প্রধানা এই কৃষ্ণের নন্দন॥
গোবিন্দের নারী ষোল সহস্রেক আর।
জনে২ দশ পুত্র গর্ভে সবাকার॥
এক লক্ষ অষ্টাবিংশ সহস্র নন্দন।
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশী জন॥
কৃষ্ণের নন্দন এই হইল লিখন।
ইহাদের পুত্র পৌত্র কে করে গণন॥
অপর যাদব বংশ গণিতে অপার।
বলিয়া ছাপ্পান্ন কোটি করয়ে বিচার॥
সুসজ্জ করিবা সব রথ আরোহণ।
নানা অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ করিল ধারণ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধনুক নির্ঘোষ।
চলিল যাদব কুল পরম সন্তোষ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
দ্বারকার বাহির করিলা সবাকারে॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হৈল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আন্ধার হৈল দ্বারকা ভুবন॥
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় রহে সর্ব্ব নারী।
মৌন ভাবে নিস্পন্দে নিঃশব্দে নেত্রবারি॥
হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ।
করিল প্রভাসতীরে সত্বরে গমন॥
মুষল পর্ব্বের কথা ব্যাসের রচিত।
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

যদু বালকগণের জলক্রীড়া।

যাইয়া প্রভাসতীরে যাদব মণ্ডলী।
জলে নামি স্নানদান করে কুতূহলী॥

পরম আনন্দে জলে করিয়া বিহার।
সলিলেতে কেলি করে সকল কুমার॥
কুল হৈতে ঝাঁপ দিয়া কেহ পড়ে জলে।
অন্যে গায়ে জল কেহ সিঞ্চে কুতুহলে॥
জলেতে সাঁতার কেহ যায় দূরাদূর।
বহুক্ষণ জলে ডুব রহে কোন শূর॥
নানা মতে ক্রীড়া করে যাদব সকলে।
কল্লোল হিল্লোল করে প্রভাসের জলে॥
স্বর্গে থাকি কৌতুকে দেখেন দেবগণ।
বিধি শিব ইন্দ্র যম সূর্য্য হুতাশন॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনী কুমার।
কুবের বরুণ যম যত দেব আর॥
জয়২ শব্দে ডাক পাড়িল অমরে।
সকল যাদব মিলি জলক্রীড়া করে॥
টান মারি গেড়ু কেহ ফেলে বহু দূরে।
সাঁতারিয়া গিয়া কেহ আনয়ে সত্বরে॥
পুনঃ সেই গেড়ু লয়ে খেলে শিশু সব।
পরস্পর হাতাহাতী সকল যাদব॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব ক্রীড়া সবে পায় প্রীতি।
রামকৃষ্ণ সাত্যকি দেখিয়া হৃষ্টমতি॥
হেনমতে বহুক্ষণ বিহারিয়া জলে।
স্নান কর্ম্ম সমাপিয়া যাদব সকলে।
হরষিতে কুলে উঠি পরিল বসন।
চিনিয়া পরিল স্ব স্ব বস্ত্র আভরণ॥
একত্র বসিল সব যাদব মণ্ডলী।
নানা উপহার দ্রব্য ভুঞ্জে কুতুহলী॥
অন্যোন্যে২ মুখে দেয় জনে জন।
পরম হরিষে সবে করয়ে ভোজন॥
ষড় রস ভুঞ্জিয়া মনেতে পরিতোষে।
যার যাহা অভিলাষ ভুঞ্জে অবশেষে॥
বারুণী করিয়া পান দেব হলধর।
হরিষে ঢুলিয়া দেন ভূতের উপর॥
পরম আনন্দে সবে বারুণী প্রপানে।
শতং কলসী ভুঞ্জয়ে হৃষ্টমনে॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীর।
আনন্দে বসিয়া সবে প্রভাসের তীর॥
কৃষ্ণ বেড়ি বসিলেক যাদব সকল।
ইন্দ্রে বেড়ি শোভা যেন অমর মণ্ডল॥
আসন করিয়া সেই প্রভাসের তীর।
সেই স্থানে বসিলেন যত যদুবীর॥
হরিষে বসিয়া সব কথোপকথনে।
নানা কথা বিচার করয়ে সর্ব্বজনে॥

দেখিয়া অপূর্ব্ব সভা ধরণী মণ্ডলে।
সবিস্ময় হইলেন অমর সকলে।
বসিয়া যাদবগণ নিজ মনোরথে।
যাহার যেমন বীর্য্য কহে সেই মতে॥
পরস্পর সমর হইল যথা তথা।
কুরুক্ষেত্রে আদি যত সময়ের কথা॥
এই সব আলাপে আছিল সর্ব্বজন।
হেনকালে শুন তথা দৈবের ঘটন॥
অপূর্ব্ব প্রভুর মায়া বুঝিতে না পারি।
সাত্যকি সম্বোধি কিছু কহিল মুরারি॥
কহ২ সাত্যকি হইয়া অগ্রসর।
কি প্রকারে কুরুক্ষেত্রে করিলে সমর॥
বহু বিদ্যা জান তুমি বলে মহাবল।
তোমার প্রশংসা করে যাদব সকল॥
তোমার বীরত্ব গুণ জানিয়া বিশেষে।
পাণ্ডব বরিল তোমা যুদ্ধ অভিলাষে॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কর্ণ দুর্য্যোধন।
কৌরবের সনে যত মহারথিগণ॥
ইতি মধ্যে কার সঙ্গে করিলে বিরোধ।
রণ করি কার সনে করিলা প্রবোধ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব অতুল পরাক্রম।
এ তিন ভুবনে জয়ী সাহস অসীম॥
তাহাদের বন্ধু তুমি পঞ্চাল ঈশ্বর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী বিরাট নৃপবর॥
অপর যতেক রাজা সৈন্যাদি সহিত।
পাণ্ডবের পক্ষে রণ কৈল অপ্রমিত॥
যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাণ্ডব কারণে।
কহ তুমি যুদ্ধ কৈলে কারং সনে॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে বলে শিনিপুত্র বাণী।
আমার যুদ্ধের কথা শুন চক্রপাণি॥
পাণ্ডবের কার্য্যে আমি কৈনু প্রাণপণে।
শক্তিমত করিলাম সমর যতনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সবে প্রহারিলা মোরে।
যথাশক্তি প্রাণপণে প্রবোধিনু তারে॥
বহু সৈন্য ক্ষয় হৈল কৌরবের দলে।
ভুরিশ্রবা নৃপতিরে আনিলাম বলে॥
প্রাণপণে যুঝিলাম নাহি নিবারণ।
আপনা জানিতে কার্য্য না করি হেলন॥
আর কতং বীরে করিনু সংহার।
যে পারিনু করিনু পাণ্ডব উপকার॥
আপনিও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলে।
মম যত পরাক্রম সাক্ষাতে দেখিলে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ।

সাত্যকির বচনে হাসিয়া নারায়ণ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলিলা বচন ॥
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণ।
কুরু পাণ্ডবের দলে জানে সর্ব্বজন ॥
কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার।
প্রাণ লয়ে পলাইলে করি পরিহার ॥
দ্রোণ সঙ্গে যুঝিয়া পাইলে পরাভব।
কেহ না যুঝিল করিল গৌরব ॥
সিংহনাদ করিয়া ফেটিলে রণস্থলে।
হীন শক্তি জনে পায়ে সংহার করিলে ॥
ভাবান্বিত হীন শক্তি হীন অন্য জন।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব হন ॥
সোমদত্ত সুত ভূরিশ্রবা নরপতি।
যুঝিতে আসিয়াছিল তোমার সংহতি ॥
নিজ শক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিলে মন।
যে গতি করিল তোমা হয় কি স্মরণ ॥
হীন অস্ত্র কৈল তোমা সংগ্রাম ভিতরে।
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে ॥
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুন নিকট।
হের দেখ শিনিপুত্র পড়িল সঙ্কটে ॥
ভূরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর ॥
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গ সহ হস্ত কাটি পাড়িল তাহার ॥
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমি লোটাইয়া বীর পড়ে সেই স্থানে ॥
ভূমেতে পড়িয়া প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ লৈয়া তুমি তারে কাটিলা তখন ॥
এই বীরপনা তুমি করিয়া সমরে।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে ॥
কোন পরাক্রমে ভূরিশ্রবারে মারিলা।
বড় কর্ম্ম কৈলা বলি মনে বিচারিলা ॥
কোন পরাক্রমে দর্প কর লোক মাঝে।
ইহার অধিক পাপ আর কোন কাযে ॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি২।
এ স্থানে উচিত নহে তোমার বসতি ॥
মর্য্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈস তুমি যথা লয় মন ॥

শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ ॥
মনে মনে শিশু সব করে অনুভব।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় সাত্যকি উদ্ধব ॥
এত দিনে সাত্যকি বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
এত কটু উত্তর করিল যদুরায় ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি শিনির নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ ॥
বারুণী করিয়া পান ঘূর্ণিত লোচন।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন মহাকোপ মন ॥
কর পদ কম্পায়ে কম্পায়ে ওষ্ঠাধর।
কড়মড় দশন মর্দ্দয়ে নিজ কর ॥
গর্জ্জনতে বলিলেন গোবিন্দের প্রতি।
আমারে এমন বাক্য কহিলে দুর্ম্মতি ॥
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত কেবা নাহি জানে।
কপটে নাশিলা পাণ্ডবের বন্ধুগণে ॥
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণ জয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে ॥
যদি সবে এক স্থানে বঞ্চিত রজনী।
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেন দ্রৌণি ॥
তুমি আমি পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সর্ব্বজন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদী কুমার।
রহিল শিবিরে গিয়া অনাথ আকার ॥
নিশিযোগে ছিল সবে নিদ্রার বিহ্বলে।
চোর রূপে তিন জন গেল সেইকালে ॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা আর দ্রৌণি দুষ্ট মতি।
নিদ্রিত জনেরে মারে দুর্জ্জন প্রকৃতি ॥
যদি আমি থাকিতাম কিম্বা পাণ্ডুসুত।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিত ॥
তোমার কপটে হৈল পাণ্ডুবংশ ক্ষয়।
তোমা সম কপটী কে আছে দুরাশয় ॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ দ্রৌণি তিন দুরাচার।
ইহা হৈতে পাপকারী কেবা আছে আর ॥
না বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারিত জনে।
অস্ত্র হীন জনে আর হীন শক্তি জনে ॥
অবিরোধী জনে যেই করয়ে প্রহার।
তাহা সম পাপী নাহি বেদের বিচার ॥
সকল অধর্ম্ম অর্থ যে জন সিঞ্চিল।
সে জন ধার্ম্মিক হয়ে সভাতে বসিল ॥
তোমা সম কপটী কে পাপী দুরাচারী।
সকল করিল নষ্ট তোমার চাতুরী ॥

কপট তোমার যত ধর্ম্মের বিচার।
কোন ঠাঁই বীরপণা না দেখি তোমার॥
জরাসন্ধ ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্র ভিতরে বৈস দ্বারকা নগরী॥
ক্ষুদ্র জন বড় জন কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে॥
গোপ অন্ন খাইয়া বঞ্চিলা গোপ গৃহে।
গোপাল বলিয়া নাম তেঁই লোকে কহে॥
জন্মের নির্ণয় তব কেহ নাহি জানে।
বসুদেব দৈবকীর পশিল স্মরণে॥
পিতা হৈল বসুদেব দৈবকী জননী।
বসুদেব তনয় বলিয়া সবে জানি॥
বসুদেব নাম দিল করিয়া আদর।
সভা মধ্যে কৈল তোমা যাদব ঈশ্বর॥
বসুদেব পুত্র বলি মানা করে সবে।
দোষাদোষ নাহি লই তাহারি গৌরবে॥
এই হেতু হইয়াছে বড় অহঙ্কার।
করিলে আমার নিন্দা আরে দুরাচার॥
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল।
ক্ষত্রি সভা মধ্যে তোমা বসিতে না দিল॥
যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল।
এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়া আনিল॥
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিলা তাহাতে।
রাজগণ মধ্যে অগ্রে তোমায় পূজিতে॥
ভীষ্মের বচনে ধর্ম্ম পূজিল তোমারে।
সেই হেতু কহিল যতেক নৃপবরে॥
বলিল সকল রাজা যত কুবচন।
সে সকল কথা তব নাহি কি স্মরণ॥
দৈবেতে কহিলা তুমি বাক্য কটু ময়।
তোমার সভায় কি বসিতে যোগ্য হয়॥
পরম পাতকী তুমি অতি দুরাচার।
তোমার চাতুরী কেহ নারে বুঝিবার॥
নিষ্কলঙ্কী নির্দ্দোষী নিষ্পাপী সত্যব্রতী।
হেন জনে নিন্দে যেই পাপী দুষ্টমতী॥
আপনি নিন্দিত হৈলে নিন্দে সবাকারে।
সাধু হৈলে সকল আপনা সম ধরে॥
তোমার জনক পূর্ব্বে কেবা নাহি জানে।
গিয়াছিল দৈবকীর স্বয়ম্বর স্থানে।
দেবক রাজার কন্যা তোমার জননী।
পরম রূপসী বিদ্যাধরীরূপ জিনি॥
দেখিয়া মোহিত হৈল জনক তোমার।
কন্যা লইবার হেতু করয়ে বিচার॥
বহু রাজা আসিয়াছে সয়ম্বর স্থানে।
রথে তুলি লয় কন্যা সবা বিদ্যমানে॥
সত্বর গমনে যায় কন্যারে লইয়া।
চৌদিকে নৃপতিগণ বেড়িল যাইয়া॥
দেখিয়া হইল বসু ভয়েকম্পামান।
কি করিব কেমনে হইবে পরিত্রাণ॥
কন্যার কারণে আজি জীবন সংশয়।
পলাইতে নাহি শক্তি মজিনু নিশ্চয়॥
ভয়ার্ত্ত জানিয়া যত সাধু রাজগণ।
ক্রোধ সম্বরিয়া গেল না করিল রণ॥
দুষ্টরাজাগণ সঙ্গে বাহ্লীক নন্দন।
অসুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥
দেখিয়া কোপিলা শিনি জনক আমার।
সোমদত্ত সনে রণ করিল অপার॥
রথ অশ্ব সারথি কাটিল ধনুর্গুণে।
হাতাহাতী সমর হইল দুই জনে॥
কোপেতে জনক মম ধরি তার চুল।
চড় মারি দন্ত ভাঙ্গি করিল নির্ম্মূল॥
সকল নৃপতিগণ কৈল উপরোধ।
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সম্বরেন ক্রোধ॥
ভয়েতে সকল রাজা নিবৃত্ত হইল।
আপন২ দেশে সকলে চলিল॥
পিতা স্থানে সোমদত্ত অপমান হইয়া।
শিব আরাধন করে ঘোর বনে গিয়া॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিলা পশুপতি।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করি স্তুতি॥
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর॥
তেমতি আমার পুত্র হয়ে বলবান।
শিনি পুত্রে মম পুত্র করে অপমান॥
সোমদত্ত বচনে শঙ্কর দিল বর।
সেই হেতু ভূরিশ্রবা হৈল বলধর॥
অপমান আমার করিল সভা মাঝে।
আমি কি করিব ইহা জানে সর্ব্ব রাজে॥
এই হেতু আমার করিল অপমান।
না হইল শক্তি তবু বধিতে পরাণ।
যে কালে আমার কেশ ধরিল দুর্ম্মতি।
কুমারের চক্র হেন করিলাম গতি॥
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্ত সুত।
দৈব বসে এই কর্ম্ম করিল অদ্ভুত॥
যেই জন করিল এতেক অপমান॥
বলে ছলে প্রকারে লইব তার প্রাণ॥

আমার সাহায্যে হস্ত কাটিল অর্জ্জুন।
কাটিলাম আমি তার মুণ্ড সেইক্ষণ॥
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি।
বড় ধার্ম্মিকেরে নিয়া বসিয়াছ তুমি॥
পাণ্ডব তোমারে প্রিয় বন্ধু বলি মানে।
তাহাদের সর্ব্বনাশ করিল যে জনে॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে মারি যেই জন।
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিল নিধন॥
হেন জন হৈল তব পরম বান্ধব।
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব॥
মজাইলে কপট করিয়া পাণ্ডবেরে।
পরম কুটিল তুমি কে জানে তোমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি॥

যদুকুল ধ্বংস ও বলদেবের দেহ ত্যাগ।

এইরূপে বোলাচার হইল বিস্তর।
গর্জ্জিয়া উঠিল কৃতবর্ম্মা ধনুর্দ্ধর॥
হাতে অসি করি ধায় কাটিবার আশে।
গর্জ্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে॥
আরে দুরাচার পাপী শিনির নন্দন।
এত গর্ব্ব কেন তোর না বুঝি কারণ॥
গোবিন্দেরে নিন্দ মুখে দুষ্ট অধোগামী।
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি॥
ভূরিশ্রবা ঢাল খাঁড়া লৈয়া বীর দাপ।
কোন পরাক্রমে তোর এতেক প্রতাপ॥
নৃপতি সমূহ মধ্যে কৈল অপমান।
কি লাজে ধরিলে দুষ্ট এ পাপ পরাণ॥
অপমান হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শত গুণে।
ধিক২ আরে দুষ্ট নিলজ্জ জীবনে॥
আমারে নিন্দিলি দুষ্ট না বুঝি কারণ।
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ কৈল কোন জন॥
দ্রোণ পুত্র প্রবেশিল শিবির ভিতরে।
সকল করিল ক্ষয় দ্রোণি একেশ্বরে॥
আমা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
রে দুষ্ট আমারে গালি দিলি অহঙ্কারে॥
এত বলি অসি নিয়া কাটিবারে যায়।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে জ্বলদগ্নি প্রায়॥
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল অপার।
আমারে মারিবি তুই আরে দুরাচার॥
তব দর্প ঘুচিবে কাটিব তব শির।
এত বলি অসি লয়ে ধায় মহাবীর॥
অসির প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমেতে লোটায় কৃতবর্ম্মার শরীর॥
হাহাকার শব্দে ডাকে কতেক যাদব।
মার মার বলিয়া ধাইল যদু সব॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
আত্ম আত্ম বিবাদী হইল সর্ব্বজন॥
কৃতবর্ম্মা বধ হৈল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকিরে মারিবারে ধায় যদুগণে॥
নানা অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকি উপর।
মুষল ধারায় যেন বর্ষে জলধর॥
স্নেহ করি কেহ হৈল সাত্যকির হিত।
অস্ত্রবৃষ্টি করে কেহ অতি ক্রোধ চিত॥
সহোদরে সহোদরে হইল দ্বন্দ্ব।
মার২ শব্দেতে উঠিল কোলাহল॥
প্রলয় সময়ে যেন উথলে সাগর।
দেবাসুরে হয় যেন যুদ্ধ ঘোরতর॥
পূর্ব্বে যেন হৈল যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে।
কুরুক্ষেত্রে যেমন পাণ্ডব দুর্য্যোধনে॥
ঘোরতর গর্জ্জনে সঘনে সিংহনাদ।
ঝাঁকে২ বাণ বৃষ্টি নাহি অবসাদ॥
ধনুকে যুড়িতে বাণ বিলম্ব না করে।
হাতে অস্ত্র বীর সব সমরে প্রহারে॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারণ করে জনে জনে।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল অস্ত্র নাহি তূণে॥
ক্রোধ মনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখেন ভগবান॥
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিমর্ষ বদন।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হইল তখন॥
যুঝয়ে যাদবকুল আপনা আপনি।
খড়্গ হস্তে কেহ কারে করে হানাহানি॥
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে হেন ভীষণ দর্শন॥
ধনুক টঙ্কার শব্দে পুরিল গগণ।
ভয়ে ভীত তিনলোক শুনিয়া গর্জ্জন॥
রণস্থলে ভাই ভাই গালাগালি করে।
ইষ্ট বন্ধু কার পানে কেহ নাহি হেরে॥
শক্তি তুলি হানে কেহ কাহার উপর।
শেল জাঠা শক্তি করে ভুষণ্ডি তোমর॥
আপনা পাসরি সবে কোপে অচেতন।
পাথর তুলিয়া আনে ঘোর দরশন॥
মুদ্গর তুলিয়া কেহ মারে কার মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারয়ে এক ঘাতে॥

আঁকাড়ি করিয়া কেহ ধরে রথখান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া এক টান॥
ধনুক ধরিয়া মারে মুহাতিয়া বাড়ি।
এক জন হৈতে অন্যে লয় কাড়ি।
প্রহারে না করে ভয় অভেদ্য শরীর।
অতুল সাহস সবে রণে মহাবীর॥
হেনমতে যুঝে যত যাদব কুমার।
শূন্য কর হৈল তার অস্ত্র নাহি আর॥
যতেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণের অস্ত্র তিল না ভেদিল॥
উপায় করেন তবে দেব ভগবান।
নিকটে খাগড়ার বন দেখি বিদ্যমান॥
মুষল বর্ষণে পূর্ব্বে সলিল হইল।
তাহাতে খাগড়ার নল বন উপজিল॥
যদুগণে দেখাইয়া দেন দামোদর।
নলবৃক্ষ কেলি মার সবে পরস্পর॥
এত উপদেশ তাঁর যদুগণে পায়।
সেই নল উপাড়িতে পরে সব ধায়॥
নল খাগড়ার গাছ ধরি যদুগণ।
অন্যে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন॥
অস্ত্রে ত না ভেদে যেই যাদব শরীর।
নল খাগড়ার ঘায় পড়ে সেই বীর॥
আঘ্র শরশিবা মাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মবাক্য উপলক্ষে যত যদুগণ॥
জনে জনে মারামারি অতিশয় ক্রোধে।
ভাই২ খুড়া জেঠা নাহি উপরোধে॥
হেনমতে যদুগণে হয় মহারণ।
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহিল তখন॥
সত্বরে দারুক যাও মথুরায় ফিরে।
মম রথে করি লও বজ্র মহাবীরে॥
মথুরায় নিয়া রাখ প্রপৌত্র আমার।
অস্ত গেল যদুকুল কিবা দেখ আর॥
একারণে বজ্রে নিয়া চল মথুরায়।
স্ত্রীগণে লইয়া পরে যাইবে তথায়॥
আমিও পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজস্থানে।
আজ হৈতে সপ্তম দিবস পরিমাণে॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা সঙ্গতি।
সেই দিন সমুদ্র গ্রাসিবে দ্বারাবতী॥
এই সব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাপে বুঝাইবে শোক নাশিবারে॥
তথা হৈতে হেথায় আসিবে শীঘ্রগতি।
যাইতে হইবে পুনঃ হস্তিনা বসতি॥

পাণ্ডবগণেরে দিবা মম সমাচার।
আসিবেন প্রিয় সখা অর্জ্জুন আমার॥
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্র লয়ে দারুক চলিল মথুরায়॥
প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনিরুদ্ধের তনয়।
উষার উদরে জন্ম বজ্র মহাশয়॥
মধুপুরে আনি তারে প্রভুর আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে॥
দারুক বচনে সবে লাগে চমৎকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়ে সবাকার॥
আচ্ছন্ন হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় যায় গড়াগড়ি॥
আছে কি না আছে প্রাণ দেহের ভিতর।
বদনে না সরে ভাষ শুষ্ক কলেবর॥
সচেতন করিয়া দারুক সবাকারে।
ব্রহ্মশাপ বুঝাইল বিবিধ প্রকারে॥
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিল সবাকার।
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল পুনর্ব্বার॥
আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীর।
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যদুবীর॥
আত্মজন নাহি কেহ বৃষ্ণি যদুকুল।
অন্যোন্যে মারি সবে হইল নির্ম্মূল॥
ধূলায় ধূসর তনু অবনী লোটান।
কেবল আছেন রামকৃষ্ণ দুইজন॥
শোকেতে আকুল তাহে দারুক সারথি।
মূর্চ্ছিত হইয়া পরে পড়িলেন ক্ষিতি॥
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে।
সত্বরে দারুক যাও হস্তিনানগরে॥
আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুরনন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা পায়ে চলে দারুক সারথি।
হস্তিনানগরে গেল বিষাদিত মতি॥
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব করি নিবেদন॥
এ স্থানেতে আপনি থাকিয়া একেশ্বর।
দ্বারকা হইতে আমি আসি তার পর॥
মাতা পিতা পুরজন পাইল এ কথা।
সবা সম্বোধিতে আমি শীঘ্র যাই তথা॥
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকা হইতে।
তাবৎ আপনি হেথা থাক এই রীতে॥
কৃষ্ণ বাক্যে বলভদ্র করিল স্বীকার।
তোমা বিনা গতি ভাই কে আছে আমার॥

রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করিলা গমন।
দ্বারকানগরে আসি দিল দরশন॥
জনক জননী পুরে নারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন সমুচিত॥
পূর্ব্বে অমঙ্গল যে হইল আপনার।
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতিকার॥
স্নান করি একত্রে বসিল সর্ব্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করিল সৃজন॥
সেই দ্বন্দ্বে মহাকোপ হৈল সবাকার।
আত্মং যুদ্ধ করি হইল সংহার॥
এক জন যদুকুল আর কেহ নাই।
আছি মাত্র রামকৃষ্ণ এই দুই ভাই॥
শোকেতে আকুল রাম না আসি মন্দিরে।
তপ আচরেন তিনি প্রভাসের তীরে॥
আমিও শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িলাম হব তপাচারী॥
সংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল।
ইহাতে মোহিত ভাবে বৃথা যায় কাল॥
এমত সংসার ধর্ম্ম দেখ ভাবি মনে।
স্থির মতি করি মন দেও তত্ত্ব জ্ঞানে॥
বিষাদ ত্যজিয়া সবে ধর্ম্মে কর মন।
এত বলি মেলানি মাগিল নারায়ণ॥
সবার জীবন হরি নিল নারায়ণ।
চিত্রিত পুত্তলি প্রায় রহে সর্ব্বজন॥
শ্বাসমাত্র শরীরে আছয়ে সবাকার।
অবনী লোটায় লোক শবের আকার॥
রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
ভাই ভাই মিলিয়া করিলা আলিঙ্গন॥
প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন করি।
হৃদয়ে পরম ব্রহ্ম জপে কর ধরি॥
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণীনন্দন॥
ভারত মুষলপর্ব্ব ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সংগীত॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্যাগ ও
স্বধামে গমন।

যদুবংশে অবতরি, বাসুদেব নাম ধরি,
কৌতুকেতে অবনী বিহারী।
যাহার কটাক্ষে হয়, সৃজন পালন লয়,
সাধক বৎসল চক্রধারী॥
যাঁর নাম শুদ্ধ গাই, সর্ব্ব পাপে ত্রাণ পাই,
নাহি রহে শমনের ভয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ করি, ক্ষিতিভার পরিহরি,
নিজ বংশ উদ্ধারি নিশ্চয়॥
এক জন নাহি শেষ, হৃদে চিন্তি হৃষীকেশ,
নিজ দেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাস তীর্থের তীরে, উঠিলেন বৃক্ষ শিরে,
বসিলেন শাখায় মুরারি॥
বসিয়া বৃক্ষ উপর, চিন্তিলেন চক্রধর,
নিজ দেহ ত্যাগের কারণ।
এক পদ ঊরুপর, আরোপিয়া গদাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ॥
আপনা চিন্তিয়া মনে, বসি বৃক্ষ শাখাসনে,
মৌনেতে আছেন গদাধর।
নম্রকায় মন্দ গতি, আসি ব্যাধ মন্দমতি,
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর॥
জরা ব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্ব্বেদে অনুপম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।
মৃগ মারিবার ছলে, ব্যাধ আসি সেই স্থলে,
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ, রবিবিম্ব কোকনদ,
শত পদ্ম যেন সুশোভন।
অতুল চরণ দেখি, ব্যাধসুত হৈল সুখি,
দিব্য কর্ণ হেন লয় মন॥
মুষলের শেষ অংশ, বাণ করি ব্যাধ বংশ,
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুক খান, সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে॥
বাণ মারি ব্যাধসুত, বৃক্ষতলে যায় দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট কুণ্ডল হার, নানা রত্ন অলঙ্কার;
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত।
পাঞ্চজন্য সুদর্শন; পাদপদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে, বিভূষণ মণি তাহে,
নব মেঘে যেমন চপলা॥
অম্লান তুলসী মাল, আকর্ণ লোচন ভাল,
অলকা তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ,
কত শত শোভে দ্বিজরাজে॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ, মাগে নিজ অপরাধ,
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতরি, আদি পুরুষ হরি,
তুমি সার এ তিন ভুবনে॥

আমি অতি দুরাশয়, অজ্ঞানেতে মূর্ত্তিময়,
অপরাধ করিনু গোসাঞি।
শুন প্রভুচক্রস্বামী, যে কর্ম্ম করিনু আমি,
আমার নিষ্কৃতি কভু নাই॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ না করিবা ভয়।
মম দেহ ত্যাগ কালে, নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গে যাবে কহিনু নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য ভিতর।
সীতা নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি,
অন্বেষিতে দুই সহোদর॥
সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপি সনে,
সখ্য হৈল সহিত আমার।
বধ করি বালি তেজা, সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলা তুমি বালির কোঙর॥
মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিনু সীতা সতী,
দিতে বর চাহিনু তোমারে।
পিতৃবৈরী মারিবারে, বর মাগি নিলা মোরে,
আমিও ছিলাম অঙ্গীকারে॥
সেই প্রয়োজন ফলে, জন্ম হৈল ব্যাধকুলে,
মুক্ত হয়ে যাও স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ আসে ব্যাধের গোচরে॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথে আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
নিজ দেহ ত্যজেন তখন॥
জ্যোতির্ম্ময় নিজ অঙ্গে, প্রবেশি পরমরঙ্গে,
দেবতা কহেন স্তুতি বাণী।
দুন্দুভি প্রভৃতি বাজে, অপ্সরী কিন্নরী নাচে,
হুলাহুলী অমর রমণী॥
পুষ্পবৃষ্টি করি সবে, পারিষদগণে সেবে,
স্তুতি করে সুর মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে বিধিবর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর,
করপুটে করয়ে স্তবন॥
অখিল হইল দীপ্ত, ভুবন হইল তৃপ্ত,
আনন্দিত যত দেবগণ।
শুন সব সাধু ভাই, স্মরণেতে মুক্তি পাই,
এড়াই শমন দরশন॥
ভক্তরত গুণনিধি, ভক্তবাঞ্ছা করি বিধি,
নাহি আর ভক্তির সমান।
কাশীদাস কহে যদি, পার হবে ভবনদী,
ভজ তবে দেব ভগবান॥

অর্জ্জুনের প্রভাসতীরে গমন ও যদুকুল দর্শনে খেদ।

হস্তিনানগরে গেল দারুক সারথি।
করযোড়ে কহে কথা ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
কৃষ্ণ পাঠাইলা মোরে তোমার সদন॥
গোবিন্দের প্রিয়ভক্ত তোমা পঞ্চ ভাই।
তোমাদের কথা বিনা অন্য মন নাই॥
একারণে তিনি মোরে পাঠাইল হেথা।
দ্বারকা লইয়া যাব পার্থে এই কথা॥
চিরদিন তাঁর সহ নাহি দরশন।
সেই হেতু লইতে কহেন নারায়ণ॥
তিলেক বিলম্ব রাজা না হয় বিচার।
শীঘ্রগতি অর্জ্জুন করুন অগ্রসার॥
কৃষ্ণের সংবাদ শুনি পঞ্চ সহোদর।
দারুকেরে বসাইল করিয়া আদর॥
বসিয়া সুস্থির চিত্ত না হয় দারুক।
হৃদয়ে দহিছে শোক বসে হেঁটমুখ॥
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচাটন।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনেমন॥
প্রিয়তম দারুক শ্রীকৃষ্ণের সারথি।
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ লক্ষ্মীপতি॥
তাঁহার আশ্রিত যেই কি দুখে দুঃখিত।
ইহার কারণ আমি না বুঝি কিঞ্চিত॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কি হেতু দারুক এত চিত্ত উচাটন॥
কৃষ্ণের আশ্রিত জনে কিবা হয় দুঃখ।
কি দুঃখে ত্রাসিত এত কহিবা দারুক॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব যাদব সকল।
কেমন আছেন অনিরুদ্ধ মহাবল॥
কেমন আছেন সবে কহ সত্যবাণী।
কহ দেখি কৃষ্ণের কুশল বার্ত্তা শুনি॥
তব চিত্ত উচাটন দেখিয়া নয়নে।
কোন রূপে মন প্রাণ ধৈর্য্য নাহি মানে॥
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি।
কেমন আছেন প্রিয়বন্ধু যদুপতি॥
শুনিয়া দারুক কহে শুন নরনাথ।
সে সকল অবগত হইবা পশ্চাৎ॥

ত্বরিতে অর্জ্জুনে রাজা করহ বিদায়।
বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যদুরায়॥
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডু বংশপতি।
সুসজ্জ হইয়াপার্থ যান শীঘ্রগতি॥
ত্বরিত গমনে পার্থ দ্বারকা নগরী।
বিস্ময় মানেন পার্থ দ্বারাবতী হেরি॥
পূর্ব্বরূপ শোভা কিছু না দেখেন আর।
শূন্যাকার পুরী যেন দিবসে আন্ধার॥
পুরেতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় আছে অনুমানি॥
শুষ্ক ওষ্ঠ শুষ্ক মুখ শুষ্ক সর্ব্ব অঙ্গ।
না হয় আনন্দ বাদ্য নৃত্য গীত রঙ্গ॥
মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকা নগরে।
কপোত পেচক কিবা চৌদিকে বিহারে॥
গৃধ্রকঙ্ক নানা পক্ষী উড়ে পালেং।
ঘোরতর শব্দ করি উড়ে বৈসে চালে।
এত সব দেখি পার্থ হইল চিন্তিত।
চক্ষেতে পড়য়ে জল প্রাণ বিচলিত॥
বসুদেব দেবকী রোহিণী তিন জন।
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থ বীর তথা।
শুষ্ক তনু সবার বদনে নাহি কথা॥
পুনং পার্থ বীর করেন জিজ্ঞাসা।
হরি বলি কান্দে সবে নাহি অন্য ভাষা॥
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ নাহি রহে সর্ব্বজন।
চিন্তান্বিত হইলেন কুন্তীর নন্দন॥
দারুক বলিল পার্থ কি কর ভাবনা।
প্রভুরে দেখিবে যদি চল সর্ব্বজনা॥
প্রভাসের তীরেতে আছেন দুই ভাই।
সকল যাদবগণ তথা এক ঠাই॥
এত শুনি সত্বরে চলিল সর্ব্বজন।
শূন্যময় হৈল পুরী দ্বারকা ভুবন॥
পথ বিহরণে সবে যান ধীরেং।
যাইয়া মিলিলা গিয়া প্রভাসের তীরে॥
তথায় দেখিলা যদুকুলের উদ্ধার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার।
হাহা রবে কান্দিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
করিল বিলাপ বহু মহাশোক মন॥
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিত শরীরে॥
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর।
মুষল লাঙ্গল পড়ি ভুমির উপর॥
সকল ত্যজিয়া প্রভু যোগে দিলে মন।
দুষ্ট দৈত্য বিনাশ করিবে কোন জন॥
ভারাবতারণ হেতু আসি ক্ষিতিতলে।
পৃথিবীর ভার হরি গেলে যোগবলে॥
বারেক উত্তর কর রেবতীরমণ।
কান্দিয়া আকুল তব বন্ধু পরিজন॥
তবে ধনঞ্জয় যান যে কৃষ্ণ যথায়।
প্রাণনাথ কৃষ্ণ দেহ দেখিয়া তথায়॥
কৃষ্ণ দেহ কোলে করি কান্দিছেন ধীরে।
পৃথিবী পুরিল তাঁর নয়নের নীরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে অর্জ্জুনের বিলাপ।
দীর্ঘ-ত্রিপদী।

হায় কৃষ্ণ প্রাণধন, বন্ধুরূপে নারায়ণ,
করুণাসাগর অবতার।
পাণ্ডবের প্রাণ পণ; সব হৈল অকারণ,
তোমা বিনা দিবসে আন্ধার॥
করুণানিধান হরি, বৃষ্ণীকুলে অবতরি,
দুষ্ট নাশি শিষ্টের পালন।
নীলাম্বর সহ লীলা, করিয়া অনেক খেলা
দেবকার্য্য করিলা সাধন॥
ধরণীর ভার হরি, ধর্ম্ম সংস্থাপন করি,
বসুমতী করিলা তোষণ।
অনাথ পাণ্ডবগণে, কৃপা কৈলা নিজগুণে,
বন্ধুরূপ করিলা পালন॥
আমি সখা প্রিয়তম, সারথ্য করিয়া মম
নাম হৈল অর্জ্জুন সারথি।
ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
দ্বারকা নিবাসি যদুপতি॥
পূর্ব্বেতে কহিলা তুমি,এক আত্মা তুমিআমি
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ে নাহি ভেদ।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজনে, ভেদ নাহি মম সনে,
অজ শিব জানে চারিবেদ।
নিজ চন্দ্রানন বাণী, বিস্মরিলা যদুমণি,
ভ্রাতৃগণে না কর স্মরণ।
চারি বেদে গায় তোমা,গুণের না পায়সীমা
কৃপাসিন্ধু ভক্তের জীবন॥
অনাথ দুর্ব্বল জনে, তুমি নাথ অনুক্ষণে,
বিষম সঙ্কটে কর পার।
যেই জন ভীত হয়, চরণে শরণ লয়,
তিন লোক সম নয় তার॥

মোরা সব অল্পমতি, না করিনু ভক্তিস্তুতি
না ভজিনু তোমার চরণ।
তোমা হেন ধন পদয়ে, পাপচক্ষে নাহি চায়ে
বন্ধুরূপে করি সম্ভাষণ॥
কৃপায় আপন গুণে আমা ভাই পঞ্চজনে,
সঙ্কটে রাখিলে বারেবার।
অনাথ পাণ্ডবগণে, কি করিবে তোমা বিনে
বন্ধুরূপে কে রাখিবে আর॥
রাজ্যধন বন্ধু জায়া, তাজিয়া সকল মায়া,
নিজ স্থানে করিলা গমন॥
এমত করিবা যদি, আমাদিগ গুণনিধি
না কহিলা কিসের কারণ॥
মুষলপার্কের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্ব দুখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত. সুজনের মনপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

দৈত্যগণ কর্ত্তৃক যদুপত্নীগণের হরণ ও
পাষাণ হইবার বিবরণ।

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু চিৎকার করিয়া॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ধন জন।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের আছে কোনজন॥
এত দিন পাণ্ডবেরে রক্ষিলেন বিধি।
কোন দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণ নিধি॥
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম।
আমারে পাইলে কত পাইতে বিশ্রাম॥
সখা বলি মোরে নাথ করি সম্বোধন।
ভুজ পশারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন॥
পূর্ব্বেতে কহিলা তুমি সভার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন এক তনু নহে ভিন্ন পর॥
পাণ্ডুপুত্রগণ মম প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রিত মম প্রাণ॥
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কট কৈলা পার।
দুর্য্যোধন ভয় হৈতে করিলা উদ্ধার॥
আমি তব সখা প্রাণ সখী যাজ্ঞসেনী।
পরম বান্ধব রূপে রাখিলা আপনি।
পাখা যেন রক্ষা করে পক্ষীর জীবন।
সলিল রক্ষিত যেন জলচরগণ॥
সেইরূপে পাণ্ডব রক্ষিত নারায়ণ।
তোমা বিনা কি প্রকারে রহিবে জীবন॥
অহে প্রভু যদুনাথ নাহি শুন কানে।
কোন দোষে দোষী হৈনু তব শ্রীচরণে॥
তব প্রিয়সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলা মহাশয়॥
একবার চাহ প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি বারেক করহ সম্বোধন॥
বারেক দেখাও চাঁদমুখের সুহাস।
বারেক বদনচাঁদে কহ সুধাভাষ॥
রত্নসিংহাসন তাজি ভূমিতে শয়ন।
চাঁদমুখে লাগিয়াছে রবির কিরণ॥
কোন মুখে যাব আমি হস্তিনানগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ভ্রাতৃগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্ম নৃপবরে॥
হায় বিধি এত দিনে করিলা নিরাশ।
কোন দোষে হারাইনু বন্ধু শ্রীনিবাস॥
বিস্মরিলা সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলা নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল পুণ্যে নাহি সীমা।
ইহলোকে পরলোকে পাইলেন তোমা॥
আমা সব হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন গুণে হবে সবে কৃষ্ণপদে মতি॥
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণা নিধান।
তোমা বিনা রহে মম হৃদয় পাষাণ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কোথায় বা যাব।
আর কোথা সে চাঁদবদন দেখা পাব॥
শিরেতে হানিয়া ঘাত কান্দি উচ্চৈস্বরে।
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে॥
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সারদ্বার॥
বিধী নীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
আপনি সবার তুমি কর প্রেত কর্ম্ম॥
কহিলেন পূর্ব্বেতে আমারে গদাধর।
সর্ব্ব হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যোগ আচরিয়া পরে পাইবে আমারে।
এই কথা দারুক কহিবা পাণ্ডবেরে॥
একারণে এই কর্ম্ম তোমার বিহিত।
সবার সৎকার কর্ম্ম করিতে উচিত॥
বহুমতে শান্তনাদি করিতে অর্জ্জুনে।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে।

আনিয়া চন্দন কাষ্ঠ তথা রাশি২।
জ্বালিলেন চিতানল গগণ পরশি॥
দেবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত॥
রেবতী রামের সঙ্গে পশিলা আগুণ।
অগ্নিকার্য্য সবাকার করিল অর্জ্জুন॥
সবাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাপন।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
দারুক পুনশ্চ কহে অর্জ্জুনের প্রতি।
অর্জ্জুন বন্ধুর কর্ম্ম করহ সম্প্রতি॥
স্ত্রীগণে লইয়া যাও হস্তিনানগরে।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে॥
তোমা বিনা কার শক্তি রাখিবারে পারি।
সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকানগরী॥
আজ্ঞা কর যাই আমি বনে মহাশয়।
করিলেন স্বীকার শুনিয়া ধনঞ্জয়॥
এতেক বৃত্তান্ত পার্থে কহি মহামতি।
দারুক চলিল যথা বনের নিবৃত্তি॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি।
চলিল হস্তিনা পথে পার্থ মহামতি॥
দ্বারকা গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল।
প্রভুর মন্দির মাত্র রহিল কেবল॥
এক শত পঞ্চবর্ষ শ্রীমধুসুদন।
মর্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকাভুবন॥
স্ত্রীগণে লইয়া পার্থ করিল গমন।
হাতে ধরি গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন॥
হেনকালে দৈত্যগণ আছিল কোথায়।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিল তথায়॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের রমণ গণে হরিব এখন॥
অর্জ্জুন লইয়া যায় যতেক সুন্দরী।
কাড়িয়া লইব হেন হৃদয়ে বিচারি॥
পার্থে আগুলিল আর সকল রমণী।
হস্ত ধরি স্ত্রীগণেরে করে টানাটানি॥
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব ধরিল বীর ক্রোধে অতিশয়॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন।
যাহাতে করেন পার্থ ত্রৈলোক্য শাসন॥
দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতি মনোহর।
খাণ্ডব দাহনকালে দিল বৈশ্বানর॥
ধরি ধনু হেলায় যাহাতে দেন গুণ।
এবে গুণ দিতে শক্ত নারেন অর্জ্জুন॥

মহাভার হৈল ধনু তুলিতে না পারি।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি॥
টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
কিছু অল্প টানি বাণ দিলেন ছাড়িয়া॥
মহাবেগে এড়িলেন বজ্র সম বাণ।
দৈত্য অঙ্গে ঠেকি পড়ে তুলার সমান॥
বাছিয়া২ বাণ বিন্ধে প্রাণপণে।
অবহেলে অস্ত্র ব্যর্থ করে দৈত্যগণে॥
এড়িলা অক্ষয় অগ্নিবাণ ধনঞ্জয়।
যত অস্ত্র এড়িলেন সব ব্যর্থ হয়॥
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণ গুরুস্থানে।
যত বিদ্যা পাইলেন অমর ভুবনে॥
এতিন ভুবনে যারে মাগে পরাজয়।
দৈত্য সহ রণে সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয়॥
ব্রহ্মঅস্ত্র অর্জ্জুনের হৈল পাসরণ।
চিন্তিলেন বিস্ময় মানিয়া মনে মন।
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে।
প্রহার করেন দৈত্যগণের উপরে॥
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি।
দৈত্যগণে অর্জ্জুন করেন তাড়াতাড়ি।
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে।
স্ত্রীগণে লইয়া গেল সচ্ছন্দ গমনে॥
দৈত্যগণ পরশে প্রভুর নারীগণ।
পাষাণ পুত্তলি হৈলা ত্যজিয়া জীবন॥
পরাজয় মানি পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে২ যান অত্যন্ত দুঃখিত।
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকট।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল করপুটে॥
অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন পরে ব্যাস মহাশয়॥
কি হেতু হইলা দুঃখি কুন্তীরনন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন॥
দুষ্কর্ম্ম করিলা কিবা কহত আমারে।
পরাজয় হইলে কি সংগ্রাম ভিতরে॥
দেব দৈত্য হিংসিলা কি সুজনে পীড়িলা।
দুর্জ্জন শাসনে কিম্বা হিনতা পাইলা॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মুনি মহাশয়ে।
করে ধরি বসাইলা বীর ধনঞ্জয়ে॥
কান্দিয়া কহিলা পার্থ মহাধনুর্দ্ধর।
কি কহিব মুনিবর তোমার গোচর॥
এত দিনে পাণ্ডবেরে বিধি হৈল বাম।
হইলেন গোলক নিবাসী কৃষ্ণরাম॥

যার অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে॥
মম সম বৈরীগণে না করিয়া ভয়।
পরাক্রমে করিলাম তিন লোক জয়॥
মম পরাক্রম দেব সব জান তুমি।
এক রথে চড়িয়া জিনিনু সত্যভূমি॥
সেই তূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকল নিষ্ফল হৈল শুন মহাশয়॥
দৈত্যগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের স্ত্রীগণ কাড়ি নিল মম স্থানে॥
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম কোন প্রয়োজন॥
বিক্রম বিজয় মম সব দামোদর।
তাঁহার অভাবে ধরি পাপ কলেবর॥
কহ মুনি কি উপায় করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসূদন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন সঘনে বহে শ্বাস।
অর্জ্জুনেরে আশ্বাসিয়া কহিলেন ব্যাস॥
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক পরিহর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন বীরবর॥
যা কহিলে ধনঞ্জয় সব আমি জানি।
বল বুদ্ধি পরাক্রম দেব চক্রপাণি॥
অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ॥
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার॥
জল স্থল শূন্য তিনি সকল সংসার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে নিবাস তাহার॥
আত্ম পর নাহি তার সব সমজ্ঞান।
কীট পক্ষী মনুষ্যাদি সকলি সমান॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য তিনি পবন শমন॥
চরাচর সর্ব্বভূতে বিশ্ব সেই জন।
পরমাত্মা রূপে সেই ব্রহ্ম সনাতন॥
কে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিমা।
চারি বেদে কিঞ্চিৎ না পাই যার সীমা॥
এক কোটী কল্প যোগী ধ্যানে রাখি মন।
তবু নাহি পায় সেই প্রভু দরশন॥
তোমরা পাইলে কত পুণ্যে সে বান্ধব।
কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জান তুমি সব॥
ভক্তের অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তি যোগে পাই সেই প্রভু দরশন॥
ত্যজিয়া মনের ধন্দ ভজ গিয়া তাহে।
ভক্তিবশ ভগবান দূর হরি নহে॥
অচিরে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবা।
প্রিয়জনে স্মরণেতে সতত চিন্তিবা॥
নিকটে থাকিতে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
শত কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে॥
জানিয়া অর্জ্জুন তুমি স্থির কর মন।
গৃহেতে গমন কর জানিয়া কারণ॥
পুনশ্চ বলেন পার্থ শুন মহাশয়।
এক কথা কহি আর খণ্ডাও বিস্ময়॥
দৈত্যে হরি লইল প্রভুর নারীগণ।
ইহার কারণ মোরে কহ তপোধন॥
পূর্ব্ব পুণ্যে কৃষ্ণপতি পাইল স্ত্রীগণ।
সদাকাল সেবিলেক শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তাহা সবাকার কেন হৈল হেন গতি।
কহিবে ইহার হেতু মুনি মহামতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহিলেন মুনি।
কার শক্তি হরিবেক শ্রীকৃষ্ণরমণী॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ধনঞ্জয়।
বিদ্যাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয়॥
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনী।
তাহা সবাকারে আজ্ঞা কৈল পদ্মযোনী॥
পৃথিবী মণ্ডলে জন্ম লও গিয়া সবে।
ভাগ্যপুণ্যে তোমাদের কৃষ্ণ পতি হবে॥
লক্ষ্মী অংশে হবে সবে লক্ষ্মীর সমান।
ভক্তিতে করিবে বশ বিষ্ণু ভগবান॥
বিধির আদেশে তবে সর্ব্ব কন্যাগণ।
পৃথিবীতে চলে সবে হয়ে হৃষ্টমন॥
স্নান করিবারে গেল পুণ্যনদী তীরে।
অষ্টবক্র মুনি তথা ছিল তপস্থিরে॥
ভক্তি করি কন্যাগণ করিল প্রণতি।
তুষ্ট হৈয়া আশীর্ব্বাদ দিল মহামতি॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবে কৃষ্ণপতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে সর্ব্ব গুণবতী॥
আশীর্ব্বাদ লাভ করি চলিল রমণী।
হেনকালে জল হৈতে উঠে মহামুনি॥
অষ্ট ঠাঁই কুব্জবক্র খর্ব্ব কলেবর।
পদযুগ বক্রিম বক্রিম দুই কর॥
শ্রবণ নাসিকা চক্ষু সব বিপরীত।
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত॥
মুনিরূপ দেখি সবে হাসিল গ্রহিয়া।
তাহা শুনি মুনিবর কহিল কুপিয়া॥

আমা দেখি উপহাস কর নারীগণ।
একারণে দিব শাপ শুন সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে কৃষ্ণ পতি পাবে।
এই অপরাধে সবে দৈত্যে হরি লবে ॥
মুনির বচনে সবে কম্পিত শরীর।
নিবেদন করিলেন চরণে মুনির ॥
অবলা স্ত্রী জাতি মোরা সহজে চঞ্চলা।
অপরাধ ক্ষম মুনি দেখিয়া অবলা ॥
প্রসন্ন হইয়া কর শাপ বিমোচন।
ধর্ম্ম মতি রহে আজ্ঞা কর তপোধন ॥
তুষ্ট হৈয়া পুনশ্চ কহিল মুনিবর।
কহিলাম যে কথা সে না হবে অন্তর ॥
অবশ্য হরিবে দৈত্য না হবে এড়ান।
দৈত্যের পরশে সবে হইবে পাষাণ ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায়।
কন্যাগণে দৈত্যে হরে এই অভিপ্রায় ॥
পাষাণ হইল তারা দৈত্যের পরশে।
প্রভুর রমণীগণ গেল তাঁর পাশে ॥
না ভাবিহ চিত্তে দুঃখ যাও নিজ ঘরে।
ভোগ অভিলাষ ত্যজি ভজিহ কৃষ্ণেরে ॥
এত বলি অর্জ্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের হস্তিনায় গমন ও যুধিষ্ঠিরের
নিকট দ্বারকার বিবরণ কথন।

জন্মেজয় কহিলেন শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে।
কি মতে ধরিল প্রাণ এত শোক ভোগে ॥
বিশেষিয়া কহ মুনি মহাশয় মোরে।
এ পাপ খণ্ডাও মম মনের ভিতরে ॥
তব মুখশ্রুত বাক্য সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণেতে আমার খণ্ডিল সব ক্ষুধা ॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব আখ্যান।
তব মুখে শুনিলে জন্মিবে দিব্য জ্ঞান ॥
বিখ্যাত বৈশম্পায়ন মহাতপোধন।
ব্যাস উপদেশ শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ ॥
নৃপতির বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
কহিতে লাগিল মুনি জন্মেজয় স্থানে ॥
মুনি কহিলেন শুন কুরু চূড়ামণি।
অনন্তর বলি পিতামহের কাহিনী ॥
বসিলেন ধর্ম্মরাজ রত্নসিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবননন্দনে ॥
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রবতী সুত।
পাত্র মিত্র অমাত্য সংযুক্ত গুণযুত ॥
সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম্ম অবতার।
বিশেষ হারিয়ে সবে করেন বিহার ॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত ॥
অন্তরীক্ষে গৃধ্র পক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে ॥
বিনা মেঘে ঘোর ডাক ভীষণ গর্জ্জন।
বিপরীত বাত বহে অগ্নি বরিষণ ॥
ঘরে ঘরে নগরে লোকের কলরব।
পরস্পর কোন্দল করয়ে লোক সব ॥
পিতা পুত্রে বিরোধ শাশুড়ী বধূ সনে।
ব্রাহ্মণ সহিতে দ্বন্দ করে শূদ্রগণে ॥
জনকের কেশ ধরি মারয়ে তনয়।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আসে কয় ॥
দেউল প্রাচীর ভাঙ্গে দেবতার ঘর।
প্রতিমা সকল ঘুরে গায় মনোহর ॥
অবিশ্রান্ত ক্ষণে ক্ষণে কম্পে বসুমতী।
ত্রিবিধ উৎপাত বহু হইল অনীতি ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তাযুক্ত হয়ে মনে করিলা ভাবন ॥
না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল ॥
দ্বারকানগরে গেল পার্থ মহারথ।
তাঁর ভদ্রাভদ্র হেতু চাহিয়াছি পথ ॥
না জানি কি বিরোধ ঘটিল কার সনে।
নাহি জানি কি কর্ম্ম ঘটিল এইক্ষণে ॥
কিবা পার্থ সমরে পাইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি অকারণ নয় ॥
কি রূপে শুনিতে পাই অর্জ্জুনের কথা।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইয়া দেহ তথা ॥
কি কারণে আজি মন আকুল পরাণ।
বাম আঁখি নাচিতেছে বড় অকল্যাণ ॥
এই রূপ যুধিষ্ঠির করিল ভাবণ।
বিষাদ করেন রাজা চিন্তাকুল মন ॥
আইলেন পার্থ পরে দ্বারকা হইতে।
হস্তিনায় প্রবেশিল কান্দিতে কান্দিতে ॥
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দেন ঘন ঘন।
কি মতে যাইব আমি হস্তিনা ভবন ॥

কি বলিব গিয়া আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
হায় প্রভু তোমা বিনা কি হবে আমারে॥
নয়ন যুগলে বারি বহে অনিবার।
শুষ্কমুখ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হাহাকার॥
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব বিক্রম॥
রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন মনে অতি ভয়॥
জিজ্ঞাসেন দূরে থাকি ধর্ম্ম বৃকোদরে।
এই দেখ অর্জ্জুন আসিছে কত দূরে॥
অর্জ্জুনের রথ হেন পাই দরশন।
অর্জ্জুন আইসে মম হেন লয় মন॥
কি হেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদ গমন হেন হইল অন্তর॥
অর্জ্জুনেরে দেখি আজি অত্যন্ত মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্ক মুখ যেন অতি দীন॥
দারুক আইল পূর্ব্বে কৃষ্ণের আদেশে।
অর্জ্জুনে লইয়া গেল গোবিন্দের পাশে॥
কতবার গিয়া পার্থ দ্বারকা ভুবন।
আনন্দ সাগরে ভাসি আসে নিকেতন॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল কিবা কাহার সহিত॥
কিবা কোন অপরাধ কৈল প্রভু স্থানে।
সেই দোষে কৃষ্ণ বুঝি করিলা ভৎসনে॥
বলভদ্র সহ কিবা করিল বিবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কেমনে প্রমাদ॥
যদি পার্থ হয়ে থাকে কৃষ্ণের বর্জ্জিত।
সকলে নিরাস তবে পাণ্ডব নিশ্চিত॥
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সকল সম্পদ মম চরণে তাঁহার॥
কৃষ্ণ বিবর্জ্জিত হৈলে কে ধরিবে দেহ।
কি করিবে রাজ্য ধনে কি করিবে গৃহ॥
এইমত যুধিষ্ঠির করেন চিন্তন।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্রিত পুত্তলী প্রায় মুখে নাহি বোল।
রহিলেন ধরণীতে হইয়া বিহ্বল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটায় ধরণী।
অর্জ্জুনের নেত্রজলে ভিজিল অবনী॥
রাজা জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সম্বাদ।
পাণ্ডবের পক্ষে কিবা হইল প্রমাদ॥
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দ বর্জ্জিত কি হইলে এত দিনে॥

স্বরূপেতে বলিবা কুশল সমাচার।
কি কারণে এত দুঃখ হইল তোমার॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় কহ বিবরণ।
কি প্রকারে অবস্থিত শ্রীমধুসূদন॥
কি কারণে ত্বরিতে সে দারুক আইল।
ভাল মন্দ সমাচার কিছু নাহি দিল॥
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারকানগরী।
কহ তুমি কি রূপে ভেটিলে দেব হরি॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেবনারায়ণ।
এক লোমকূপে তাঁর বৈসে কত জন॥
কত শিব ইন্দ্র যাঁর এক লোমকূপে।
তাঁহারে সম্ভাষা তুমি করিলে কি রূপে॥
মাতুলনন্দন হেন বিচারিলা মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ নাহি চাহিলা নয়নে॥
কিবা বলভদ্র সহ কৈলা অবিনয়।
কি দোষ করিলা তুমি ভাই ধনঞ্জয়॥
চারিদিকেতে চারি ভাই মলিন বদন।
ধুলায় লোটান বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কি কহিব আর।
এত দিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার॥
পাণ্ডবের অনুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জ্জিত হৈল শুনহ রাজন॥
ব্রহ্ম বাক্য রক্ষিবারে ত্যজিয়া পলায়।
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব করি তবে করিল প্রলয়॥
কামদেব আদি যত কৃষ্ণের নন্দন।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক যদুগণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল উদ্ধার।
একজন যদুগণে না রহিল আর॥
যোগে তনু ত্যজিলেন রেবতীরমণ।
নিম্ববৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ॥
এক ব্যাধ আসি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে ত্যজিলেন দেহ কমলালোচন॥
পাণ্ডব কুলের নাথ দেব জনার্দ্দন।
তাঁহার বিয়োগে হৈল সকল মরণ॥
কি করিব রাজ্য ধনে কি কায জীবনে।
সকল বিনাশ হৈল গোবিন্দ বিহনে॥
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিগ শূন্য দেখি সকল আন্ধার॥
মুষলপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

———

রাজা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।
দীর্ঘ-ত্রিপদী।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পড়িলেন ধরণী উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত,
লোটাইয়া ধুলায় ধুসর॥
চিত্রিত-পুত্তলী প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
প্রাণধন গোবিন্দ বিহনে।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দি ধর্ম্ম কৃষ্ণ স্মরি,
পড়িলেন ভূমে অচেতনে॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
পাখারূপ বিহঙ্গ জীবন।
বিবিধ সঙ্কট ঘোরে রক্ষা কৈলা বারে বারে,
কুরুক্ষেত্র আদি মহারণ॥
খাণ্ডব দাহনকালে, ইন্দ্র আদি দিকপালে,
তোমার কৃপায় হৈল জয়।
নিবাতকবচ আদি, যত দেবগণ বাদী,
একেলা বধিল ধনঞ্জয়॥
উত্তর গোগৃহ রণে, ভীষ্ম দ্রোণ বীরগণে,
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুনী।
দুর্য্যোধন ভয় হৈতে, রক্ষা কৈলে যদুপতে,
সারথিত্ব করিলে আপনি।
পূর্ব্বেতে পাশায় জিনি, সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী
ধরিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
বিবস্ত্র করিতে তারে, দুষ্ট দুঃশাসন ধরে,
বস্ত্র ধরি টানে ঘনেঘন॥
পঞ্চস্বামী বিদ্যমান, কিছু না দেখিয়া ত্রাণ,
ডাকিল তোমার নাম ধরি।
অনাথের নাথ তুমি, তখনি জানিনু আমি,
রক্ষা কৈলে দ্রুপদকুমারী॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, আসিল দুর্ব্বাসা ঋষি,
ঘোরতর অরণ্য ভিতর।
যে সমুদ্রে পাণ্ডুসুতে, ফেলাইয়া কুরুনাথে,
তাহাতে রাখিল দামোদর॥
বিরাটনগর হৈতে, দুর্য্যোধন কুরুসুতে,
হস্তিনা আইল দূতগণে।
তোমার মুখের বাণী, না শুনিল কুরুমণি,
ঘোর যুদ্ধ করিল দারুণে॥
কৃপাসিন্ধু অবতার, সঙ্কট করিলে পার
বন্ধুরূপে পাণ্ডুর নন্দনে।
পুনঃ আমি শোকান্তরে, অরণ্যে যাহার তরে,
চিন্তিলাম সত্য নিজ মনে॥
প্রবোধিয়া বিবিধমতে, আমারে রাখিলে তাতে
বুঝাইয়ে অশেষ প্রকার।
হায় দুঃখ বিমোচন, পাণ্ডবের প্রাণধন,
তোমা বিনা কে করিবে পার॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর, ধনঞ্জয় বৃকোদর,
আর দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধু মধ্যে পড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ২ শব্দ ঘনেঘন॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাসের রচিত যথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের
মহাপ্রস্থান।

রাজা বলিলেন ভাই কি ভাবিবা আর।
ব্রাহ্মণেরে আনিয়া দেও সকল ভাণ্ডার॥
কৃষ্ণ বিনা গৃহে বাস নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন॥
সকল সম্পদ মম যেই জগৎপতি।
তাঁহা বিনা তিলেক উচিত নহে স্থিতি॥
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দনন্দনে।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে॥
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারি জন।
করপুট হইয়া করিল নিবেদন॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে সবে সেই পথী॥
তোমা বিনা কে আর করিবে কোন কায।
কৃপায় সংহতি করি লও ধর্ম্মরাজ॥
আজন্ম তোমার পদে নাহি বিচলিত।
আমা সবা ত্যজিবারে না হয় উচিত॥
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতি॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তব ভাব পঞ্চজনে।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে॥
তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময়॥
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি।
অনুগত জনে রাজা করহ সংহতি॥
শুনে আশ্বাসেন তারে ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রুপদনন্দিনী হৈয়া হরষিত মন॥
নানারত্ন সবারে দিলেন অপ্রমিত।
মথুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত॥

উষা অনিরুদ্ধ সুত বজ্র বীরবর।
যদুবংশে শেষ মাত্র তিনি একেশ্বর॥
যুধিষ্ঠির আশয় বুঝিয়া বজ্র বীর।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বজ্রবীরে লয়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আলিঙ্গনে উপজিল আনন্দ অপার॥
ইন্দ্রপ্রস্থ পাটে তাঁরে অভিষিক্ত করে।
ছত্রদণ্ড আনিলেন ধর্ম্ম নরবরে॥
তাঁহারে কহেন তবে ধর্ম্ম নৃপবর।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বিষ্ণুবংশধর॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি কর অধিকার।
হস্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার॥
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন।
করিলেন বন্ধুরূপে আমাকে পালন॥
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্র হস্তে ইন্দ্রপ্রস্থ দেন সমর্পিয়া॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনাভুবনে।
পরীক্ষিতে বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
পঞ্চতীর্থ জল আনি করি অভিষেক।
সমর্পিল পাত্র মিত্র অমাত্য যতেক॥
চতুর্দ্দিকে হয় ঘন হরি হরি ধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিত হৈল নৃপমণি॥
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পঞ্চালনন্দিনী সঙ্গে হইল বাহির॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে॥
কৃপাচার্য্য গুরুপদে প্রণত হইয়া।
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে বিদায় লইয়া॥
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব চক্রপাণি।
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে হাহাকার।
নাগরিকা পুরবাসী যত পরিবার॥
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন।
কোথা যাও পঞ্চ ভাই পাণ্ডুরনন্দন॥
ওহে মহারাজ তুমি চলিলে কোথায়।
কোথা যাও ভীমসেন পার্থ মহাশয়॥
কোথা যাও মাদ্রীসুত দ্রুপদদুহিতা।
কোন দোষে মোরা সব হইনু বঞ্চিতা॥
জনক জননী রূপে করিলে পালন।
তোমা সবা বিহনে মরিব সর্ব্বজন॥
রাজার যতেক লোক লয়ে পরিবার।
চতুর্দ্দিকে ধায় সব পায়ে সমাচার॥

পাণ্ডু পুত্র ছাড়ি যান দ্রৌপদী সহিত।
শুনিয়া সকল লোক বিষাদে মোহিত॥
ঘর হৈতে বাহির হইল কুলনারী।
উর্দ্ধশ্বাসে ডাক ছাড়ে হাহাকার করি॥
কত ধন ত্যজে কেহ অশন শয়নে।
স্বামীর সেবন কেহ শিশু ত্যজে স্তনে॥
কেহ গৃহ মধ্যেতে আছিল নানা কাযে।
আলাপনে ছিল কেহ বন্ধুগণ মাঝে॥
আচম্বিতে সমাচার শুনিল দুরন্ত।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে শোকে নাহি অন্ত॥
ঘোর সিন্ধু মধ্যে যেন ডুবিল তরণী।
ঘোর বনমধ্যে যেন বেড়িল আগুনি॥
পলায়ন কালে যেন চোর ধর্ম্ম হাতে।
পিছলে আছাড় যেন পাষাণের পথে॥
সেইমত নিরাশ হইল প্রজাগণ।
উর্দ্ধশ্বাসে চারিভিতে ধায় সর্ব্বজন॥
আপনা পাসরি লোক নিরানন্দে ধায়।
অগ্র বাড়ি পথে যেন পথ নাহি পায়॥
শ্বশুরে ছাড়িয়া পাছে বধূ ধায় আগে।
লাজ ভয় ত্যজিয়া ধাইল বায়ুবেগে॥
রমণী পুরুষ সব ধায় রড়ারড়ি।
চতুর্দ্দিকে কাঁদে লোক পাণ্ডবেরে বেড়ি॥
মহাভারতের কথা অমৃত কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

প্রজালোকের খেদোক্তি।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

হায় ধর্ম্ম বৃকোদর, ধনঞ্জয় বীরবর,
সহদেব নকুল কুমার।
দ্রৌপদী পঞ্চালসুতা, সতীসাধ্বী পতিব্রতা,
চরিত্র লক্ষ্মণা অবতার॥
দ্রুপদ তোমার তাত, পঞ্চালনগর নাথ,
তুমি কন্যা হৈলে হয় সুখী।
তব স্বয়ম্বরকালে, পৃথিবীর মহীপালে,
দ্রুপদ দেখিল শশিমুখী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহোদর, অতুল বিক্রমধর,
যজ্ঞেতে জন্মিল দুইজন।
সবে বলে মহাতেজা, আইলেন লক্ষরাজা,
দ্রুপদ ভাবেন মনেমন॥
এ কন্যার যোগ্যপতি, অন্য নাহি দেখি ক্ষিতি
পাণ্ডুর তনয় বিনা আর।
অপূর্ব্ব ভাগ্যের বশে, উপনীত সেইদেশে,
কুন্তী সহ পাণ্ডুর কুমার॥

সভামধ্যে লজ্জা হানি, রহিল তোমারে জানি
দ্বিজরূপে ইন্দ্রের নন্দন।
অনাথ দেখিয়া তারে, দুষ্ট যত নৃপবরে,
বেড়িল যতেক বিপ্রগণ।
এক লক্ষ নরপতি, সবে হয়ে একমতি,
প্রহারয়ে নানা অস্ত্রগণ।
ভীম পার্থ দুইবীরে, জিনিলেন সবাকারে
তোমা লয়ে করিলা গমন॥
তুমি এলে পাণ্ডুকুলে, তোমার আশ্রয়ফলে
পাণ্ডবের সম্পদ অপার।
জিনিলা সকল পৃথি রাখিলা অনেক কীর্ত্তি,
সখা বল করিয়া তোমার॥
দুর্য্যোধন নরবর, পাশায় জিনিলে পর,
সভামধ্যে আনিল তোমায়।
তাহে লজ্জা নিবারণ, করিলেন নারায়ণ,
সর্ব্বজন দেখিল সভায়॥
সেই অপরাধে যত, গান্ধারী তনয় শত
একে একে হইল সংহার।
তুমি সর্ব্ব গুণবতী, সাধ্বী পতিব্রতা সতী
জননী সমান সবাকার॥
প্রত্যক্ষ সকলে জানে, তোমার এ সুলক্ষণে
দয়াময়ী জননী রূপিণী।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, স্বাহা স্বধা শচীরতী
সাবিত্রী পার্ব্বতী কাত্যায়নী॥
তুমিই ব্রহ্মাণ্ড মাতা, সবে জানে তব কথা,
বিষ্ণুর প্রিয়সী সহচরী।
স্বামীগণ সঙ্গে করি, ত্যজিয়া হস্তিনাপুরী
কোন স্থানে চলেছ সুন্দরী॥
প্রায় হেন লয় মন, পুনরপি দুর্য্যোধন,
কপটে আনিল পাশাসারি।
জিনিলেক রাজ্যধন, তোমা সবে যাবে বন,
আমা সবাকারে পরিহরি।
না ত্যজ না ত্যজ তাই, তোমা বিনা গতি নাই
আমরা চলিব সর্ব্বজন।
অহে ধর্ম্ম মহারাজা, ভীম পার্থ মহাতেজা
ওহে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
তোমা বিনা গৃহবাস, আর যত অভিলাষ,
ছাড়ি পাশ জীবনের সাধ।
মহারাজ তোমা হৈতে, সদা সুখ পৃথিবীতে
আজি কেন এতেক প্রমাদ॥
যাহড় বাহুড় রায়, তোমারে না শোভা পায়
নির্দ্দয় হইতে কদাচিত।
তুমি ধর্ম্ম অধিকারী, কৃপাময় অবতরি,
তুমি সর্ব্ব জগতে বিদিত॥
তোমার এমন কায, যুক্তি নহে মহারাজ,
শোকবশে ত্যজিব সংসার।
পূর্ব্বে মহাশোক করি তপস্বীর বেশ ধরি-
বনে যেতে করিনু বিচার।
মহাদেব চক্রপাণি- [illegible] ব্যাসমুনি-
প্রবোধিয়া ছিলা সে প্রকার।
এবে শোক নিবারণ- করাইতে কোনজন-
বন্ধু আর কে আছে তোমারে॥
অহে ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়দ্বয়-
প্রবোধ করহ নৃপবরে।
সবে লৈয়া মোরে পর- শুন বীর বৃকোদর-
শোক ত্যজ বুঝাও অন্তরে॥
এইমত প্রজাগণে- পাত্রমিত্র পুরজনে-
সর্ব্ব লোক কান্দিয়া কাতর।
দেখিয়া এমন কায- সদয় পাণ্ডবরাজ-
প্রবোধেন বাক্য বহুতর॥
রক্ষা কর সর্ব্বলোক- আর না করিবা শোক
মায়াময় এ ভব সংসার।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, সবে স্থির কর মতি
অসার সংসারে কৃষ্ণসার॥
পাণ্ডবের ইষ্টবন্ধু- যেই কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু
ত্যজিলেন দ্বারকা নিবাস।
সে হেন বান্ধব বিনে- ফল নাহি এজীবনে
বিফল সকল অভিলাষ।
মহাভারতের কথা- ব্যাসের রচিত গাথা,
শ্রবণে কলুষ বিনাশন।
শিরেতে বন্দিয়া নিজ- দ্বিজগণ পদরজ
কাশীরাম দাস বিরচন॥

প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের
প্রবোধবাক্য।

বলিলেন ধর্ম্ম শুন আমার বচন।
শোক না করিবা সবে যাও নিকেতন॥
এই পরীক্ষিত হৈল রাজ্যেতে রাজন।
আমা সম তোমাদের করিবে পালন॥
মম বাক্য অন্যথা না কর সর্ব্বজন।
সুখে নিজালয়ে সবে করহ গমন॥
সংসার অসার সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তিবা সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর॥

কি বলিব কৃষ্ণগুণ কি দিব মহিমা ॥
চতুর্ব্বেদে ব্যাস যার না পাইল সীমা ॥
হা কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ নাম বলে যেই জন।
অক্লেশে বৈকুণ্ঠে যায় ব্যাসের বচন ॥
পরকালে বন্ধু সেই নন্দের নন্দন।
তাহা বিনা বন্ধু আর নাহি কোন জন ॥
সদা কৃষ্ণপদে মতি রাখে যেই জন।
অনায়াসে তরি যায় এ ভব বন্ধন ॥
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
এত বলি চলিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
জাহ্নবীর জলে স্নান করিয়া তর্পণ।
করিলেন বহুমতে খেদ পঞ্চজন ॥
হেনমতে পঞ্চ ভাই যান পুর্ব্বমুখে।
উপনীত বৈশ্বানর দেখিল সম্মুখে ॥
প্রচণ্ড শরীর দীপ্ত নয়ন যুগল।
কনক মুকুট শোভে মকর কুণ্ডল ॥
অর্জ্জুনেরে চাহিয়া বলিল বৈশ্বানর।
আমার বচন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
আমি হুতাশন শুন ইন্দ্রের নন্দন।
মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডব দাহন ॥
তোমা পঞ্চ সহোদর দেব অবতার।
বিষ্ণু সহ পৃথিবীতে করিলা বিহার ॥
করিলা অনেক কর্ম্ম বিনাশিলা ভার।
পরম সন্তোষ হৈল পৃথিবী অপার ॥
অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
স্বর্গবাসে চলিলে তোমরা পঞ্চজন ॥
অক্ষয় যুগল তুণ গাণ্ডীব ধনুক।
আমাকে প্রদান কর এ নহে কৌতুক ॥
এত বলি পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত।
প্রণিপাত করিলেন হয়ে হরষিত ॥
গাণ্ডীব ধনুক আর তুণ পূর্ণ শর।
অগ্নি বিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধনুক লইয়া অগ্নি হৈল অন্তর্ধ্যান।
প্রণাম করিল সবে অগ্নি বিদ্যমান ॥
তবে পুর্ব্বমুখ হয়ে যান এক মনে।
বনে২ চলিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
এক মনে যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্বদুখ হরে তার পাপ বিমোচন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
হইল মুষলপর্ব্ব এই সমাধান ॥

ইতি মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

—০ঃ০—

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

পাণ্ডবদের মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ।

বলিলেন জন্মেজয় পিতামহগণ।
কোন পথে স্বর্গেতে করিল আরোহণ॥
কোন২ পর্ব্বতে পড়িল কোন বীর।
সশরীরে কেমনে গেলেন যুধিষ্ঠীর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন।
হইলেন কেবল গোবিন্দ পরায়ণ॥
পুণ্য ভাগীরথী তীরে করি স্নান দান।
সূর্য্য অর্ঘ্য দিলেন হইয়া সাধুবান॥
গঙ্গা মৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান উত্তরি সহিত॥
হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান।
শুচি হৈয়া স্বর্গপথে করিলা পয়াণ॥
বহু বন পার হৈয়া অনেক পর্ব্বত।
দিবা নিশি যান হরি চিন্তি অবিরত॥
কত শত মুনি ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ পর্ব্বতে গেলেন কত দিনে॥
পরম সুন্দর গিরি স্বর পুরী সম।
অনেক তপস্বী ঋষি মুনির আশ্রম॥
পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দেখি জম্বুদ্বীপে।
ভয়ঙ্কর নদ নদী দেখেন সমীপে।
অনেক তপস্বী ঋষি সেই গিরিবরে।
পর্ব্বত গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে॥
কেহ তরঙ্গিণী তীরে কেহ গঙ্গাধারে।
নীরাহার ফলাহার পবন আহারে॥
শিরে জটা গলে পাট ত্যজে গৃহকায।
তপ জপে ব্রত নিত্য সাধি নিজ কায॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরু সম সুন্দর শিখর॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্ব্বত সুশোভন।
দানব ঈশ্বর নামে বসি পঞ্চানন॥
দানব রাজার দেশে দানব রক্ষক।
পঞ্চ জনে দেখিলেন জলন্ত পাবক॥

মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়া॥
পঞ্চজন নর আসে সঙ্গে এক নারী।
তব যোগ্য হয় রাজা পরম সুন্দরী॥
আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় মনে।
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল তখনে॥
বাহিনী সহিতে সাজি হইল বাহির।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুকে যুড়ি তীর॥
দানবের রূপ যেন কন্দর্প আকার।
নীলবর্ণ সাজিয়া করিল অন্ধকার॥
কেহ গদা ধরে কেহ মুষল মুদ্গর।
বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে শর॥
যেই পথে পঞ্চ ভাই আসিবা পাণ্ডব।
সেই পথ আগুলিয়া রহিল দানব॥
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে।
দেবতা বরিষে যেন আষাড় শ্রাবণে॥
নানা বর্ণে বৃষ্টী করে প্রচণ্ড কিরাত।
পবন রোধন নাহি দেখি দিননাথ॥
মহাসিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত।
দেখিয়া পাণ্ডবগণে হইল বিস্মিত॥
জিজ্ঞাসিল মেঘনাদ ধর্ম্ম নরবরে।
কে তোমরা পঞ্চভাই যাবে কোথাকারে।
যুধিষ্ঠীর বলিলেন দানব প্রধান।
চন্দ্রবংশ পঞ্চভাই পাণ্ডুর সন্তান॥
ভ্রাতৃ ভেদে বংশ মম হইল সংহার।
অতএব স্বর্গপথে করি অগ্রসার॥
আশীর্ব্বাদ কর রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান॥
তবে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ কর পঞ্চ ভাই হইয়া সুস্থির॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবা গমন।
যাইতে নারিবা স্বর্গে শুনহ রাজন॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করিবা প্রয়াণ॥
আমাদের অস্ত্রে তব না দেখি নিস্তার।
এই স্থানে দেখাইব তব স্বর্গ দ্বার॥

পৃথিবীতে শুনিয়াছি সৌরবংশধরে।
নিক্ষত্র হইল ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন করে॥
তিন কোটি কিরাতে দানব তিন কোটি।
ভীমার্জ্জুন কর দেখি যুদ্ধ পরিপাটী॥
দানবের বচনে হইল মনে দুখ।
পঞ্চ ভাই যান করি উত্তরের মুখ॥
দেখিল পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
কুপিয়া দানব হৈল অগ্নির সমান॥
হাতে অস্ত্র করিয়া বেড়িল চতুর্ভিত।
দেখিয়া দ্রোপদী দেবী মনে চমকিত॥
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাক পঞ্চ ভাই।
ইহা সবাকার ভার্য্যা আন মম ঠাঁই॥
এত শুনি কোন জন কিছু না বলিল।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল॥
বৃকোদর বলিলেন বিনয় করিয়া।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়া॥
শুনিয়া চাহিল ধর্ম্ম পাঞ্চালীর ভিতে।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর নারিল সহিতে॥
জলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
অশেষ প্রকারে দৈন্যগণে দিল গালি॥
গদা নাহি শাল বৃক্ষ দেখি বিদ্যমান।
উপাড়িল বৃকোদর দিয়া এক টান॥
ঝাড়া দিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে দিল ডাল।
ক্রোধ করি ধায় বীর যেন ক্রুধকাল।
প্রহার করিতে বৃক্ষ শব্দ হান হান।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হৈল কম্পমান।
বলিলেক ভীমেরে কিরাত দৈত্যগণ।
দ্রৌপদীরে ছাড় যদি পাইবে জীবন॥
এত শুনি প্রহারিল দৈত্যের উপর।
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘর॥
অবশেষে পলাইল খসিল বসন।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন।
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পায়ে।
তুমি রাজ্য কর হেথা নরপতি হয়ে॥
প্রাণ রক্ষা কর ফের লও তব নারী।
এত বলি দৈত্যপতি গেল পরিহরি॥
দেখি চিত্ত ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর।
দ্রৌপদীরে লয়ে গেল ধর্ম্মের গোচর॥
তুষ্ট হৈয়া ধর্ম্মরাজ ভীমে দেন কোল।
হরি বলি যান রাজা সদা হরিবোল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দানবেশ্বর শিব দর্শনাদি।

মুনি বলিলেন শুন রাজার নন্দন।
চলিল উত্তর মুখে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দানব ঈশ্বর শিব রচিলেন বর্ণে।
নানা ধাতু বিদ্যমান শোভে প্রাতবর্ণে॥
মস্তকেতে সুশোভিত মুকুতার পাতি।
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি॥
কিবা সরোবর তথা সুবাসিত জল।
হংস চক্রবাক শোভে প্রফুল্ল কমল॥
তাহা দেখি পঞ্চ ভাই জলেতে নামিয়া।
করিল তর্পণ স্নানে পিতৃ উদ্দেশিয়া॥
স্নান করি কুল হৈতে উঠি ছয় জন।
দানব ঈশ্বরে আসি করিল পুজন॥
কেহ স্তব করিলেন কেহ সেবা করে।
অষ্টাঙ্গে প্রণমি কেহ লুটিলেন পরে॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥
এত বলি প্রণমিয়া করি জল পান।
উত্তর মুখেতে পুন করিল প্রয়ান॥
কতদুর যাইয়া দেখেন সরোবর।
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর॥
জল পান করি স্নিগ্ধ হৈয়া পঞ্চজন।
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ব্বতের বন॥
কেদার পর্ব্বত পরে করি আরোহণ॥
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন।
কেদার পর্ব্বত সেই অতি সুশোভন॥
যাহাতে শুনেন কর্ণ স্বর্গের রাজন।
ভাবিলেন পর্ব্বতে উঠিয়া হৃষীকেশ।
পৃথিবী চাহিয়া রাজা না পান উদ্দেশ॥
অতি বড় উচ্চ গিরি বড় ভয়ঙ্কর।
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তর উপর॥
পর্ব্বতের চারিপাশে শোভে নানা বৃক্ষ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব কন্যা আছে লক্ষ॥
জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দর কামিনী।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ।
কহিতে লাগিল সবে মধুর বচন॥
কোথা হৈতে আগমন যাইবা কোথায়।
কিবা নাম কোনবর্ণ কহিবা আমায়॥
বলিলেন ধর্ম্ম চন্দ্র বংশেতে উৎপন্ন।
যুধিষ্ঠির নাম পাণ্ডু সন্ততি সম্পন্ন॥

জ্ঞাতি বধ পাতকে অস্থির মম মন ।
স্বর্গ যাই কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন ॥
অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই স্বর্গপুরে ।
এই পরিচয় কন্যা জানাই তোমারে ॥
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন ॥
কি হেতু পাইয়া দুঃখ যাবে স্বর্গপুর ।
এই দেশে থাক হৈয়ে রাজার ঠাকুর ॥
দেখিতেছ মম পুর পরম সুন্দর ।
শোক রোগ জ্বর ব্যাধি নাহি নৃপবর ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভে আবাস উদ্যান ।
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান ॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী ।
করিব চামর সেবা চারি পাশে বসি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলিল তখন ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাব অমর ভুবন ॥
বান্ধব কুটুম্ব জ্ঞাতি বধিনু বিস্তর ।
সে পাপ নাশিতে যাই বিষ্ণুর গোচর ॥
হইল দ্বাপর শেষ কলি আগমন ।
যদুবংশ লইয়া গেলেন নারায়ণ ॥
তাঁর দরশন বিনা রহিতে না পারি ।
অতএব স্বর্গে যাব দেখিতে মুরারি ॥
করিলাম সঙ্কল্প যাবত প্রাণ থাকে ।
না করিব রাজ্যভোগ যাব স্বর্গলোকে ॥
শুনি কন্যাগণ কহে শুন যুধিষ্ঠিরে ।
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব শরীরে ॥
মনুষ্য দুর্গম স্বর্গ শুন মহামতি ।
গিয়াছেন শরীর ত্যজিয়া যদুপতি ॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কতকাল ।
দেবদেহ পায়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল ॥
আমাদের সঙ্গে থাক হাস্য রঙ্গ রসে ।
কতক দিবস কাল কাটি অনায়াসে ।
রাজা বলিলেন তোমা সব মাতৃ সম ।
তোমা বাকার মায়া মনেতে দুর্গম ॥
নিবর্ত্তিল নিষ্ঠুর জানিয়া কন্যাগণ ॥
চলিল উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন ।
পর্ব্বতে দেখিল পরে অতি মনোহর ।
বিরাজিত অর্দ্ধ অঙ্গ শরীর শঙ্কর ॥
নানা রত্ন বিভূষিতা আসন গাম্ভিরা ।
অন্ধকার আলো করে যেন চন্দ্র তারা ॥
পাছে বিরচিত কুণ্ড ত্রিভুবন সার ।
স্ফটিক সমান শুভ্র শশাঙ্ক আকার ॥

কুণ্ডে নামি স্নান দান করে পঞ্চ জন ।
কৌরবের দুই কুলে করিল তর্পণ ।
স্নান করি তিন বার প্রদক্ষিণ কৈল ।
মণিময় মহেশ দেখিয়া তুষ্ট হৈল ॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া ।
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়া ॥
তবে রাজা বিধিমতে পূজিল তাঁহাকে ।
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা করে শিবের মস্তকে ।
কৃমি কীট পশু পক্ষী তথা যদি মরে ।
রুদ্র রূপ ধরি তারা যায় রুদ্রপুরে ।
এ সকল তত্ত্ব শুনি লোকের বদনে ॥
পুনঃ২ প্রণাম করিল ছয় জনে ॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর ।
ভূতনাথ ভূতাধীন তুমি ভূতেশ্বর ॥
কৃত্তিবাস কাশীবাসী দেও এই বর ।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥
বর মাগি ছয় জন চলিল ত্বরিতে ।
কেদার পর্ব্বত পার হইল নিশিতে ॥
যাইতে উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন ।
জলাশয় দেখিলেন দুই সুশোভন ॥
ধর্ম্মের নির্ম্মাণ তাতে প্রফুল্ল কমল ।
হংস চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল ॥
অপ্সরী কিন্নরি তথা নানা শোভা করে ।
মুনিগণ তপস্যায় পর্ব্বত উপরে ॥
থাকয়ে মর্কটগণ পায়ে দিব্য শাখী ।
বিবিধ বিধানে সুখ করে পশু পাখী ॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান ।
দেখি আনন্দিত সবে মনোহর স্থান ॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে ।
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে ॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চলিল স্বগ ভীতে ।
সমাচার জানি ধর্ম্ম আসিল ছলিতে ॥
জলচর পক্ষী হৈল রম্য সরোবরে ।
দেখিয়া ডাকিয়া বলে পক্ষী জলচরে ॥
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য কিবা ধর্ম্মপথ ।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারিমত ॥
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিলেন কাণে ।
শিলা রূপ হইলেন সেই জল পানে ॥
এই রূপ অর্জ্জুনের নকুল সহদেবে ।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হন সবে ॥
অবশেষে আপনি চলিল ধর্ম্মভূপ ।
তাঁরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন মায়া পক্ষীরূপ ॥

কিবা বার্ত্তা আশ্চর্য্য পথ কেবা সদা সুখি।
জল খাবে পাছে অগ্রে কহ শুনি দেখি॥
ধর্ম্ম বলিলেন বার্ত্তা এই আমি জানি।
মাস বর্ষ রূপে কাল পাক করে প্রাণী॥
দিনেং যমালয়ে যায় জীবগণ।
শেষের জীবন আশা আশ্চর্য্য লক্ষণ॥
শ্রুতি স্মৃতি আগম অশেষ ধর্ম্মপথ।
সেই পথ সাধু যেই সজ্জনের মত॥
ফল মূল পাক যেবা খায় দিবা শেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বসে॥
এই চারি তত্ত্ব আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম্ম দিল পরিচয়॥
চমৎকার ভাবি রাজা পড়িলেন পায়।
ভ্রাতৃগণে উদ্ধারিল আনন্দিত কায়॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম বলিল সবায়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যায়॥
আর সর্ব্বজন পথে পড়িবে নিশ্চয়।
এত বলি চলিলেন ধর্ম্ম নিজালয়॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস।

মেঘ বর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডুদের গমন ও ভীমের হস্তে ভীষণা রাক্ষসী বধ।

মুনি বলিলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
গেলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুর তনয়॥
মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
আরোহিল পাণ্ডু পুত্র তাহার উপর॥
ছত্রিশ যোজন সেই পর্ব্বত প্রখর।
অতি অনুপম যেন সুমেরু শিখর॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ণে চারি মাস।
নানা শব্দ কোলাহল শুনি লাগে ত্রাস॥
করেন পর্ব্বত রক্ষা সদা দেবগণ।
বর্ষাকালে চন্দ্রকরে হয় সুশোভন।
মেঘ পথ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর।
দিবা রাত্রি নাহি জানে পর্ব্বত উপর॥
গুবাক কাঁঠাল তাল তমাল পিয়াল।
করঞ্জ জম্বীর টাবা নারাঙ্গ রসাল॥
ছোলঙ্গ চন্দন গিলা জাতি জায়ফল।
হরিতকি রম্ভা অভ্র কদম্ব শ্রীফল॥
পাকুড়ি সেহড়ি আর বহেড়া গাম্ভারি।
সিউলি শিরিষ চাঁপা কামরাঙ্গা গিরি।
নাগেশ্বর কারাঙ্গকেশর সুশোভন।
কুসুম কুঞ্চিত আর পাটলী কাঞ্চন॥
বৃক্ষমূলে লতা গুল্ম অতি ভীম ডাল।
ভ্রমর গুঞ্জরে ডাকে কোকিল রসাল॥
মেঘবর্ণ গিরিবর মেঘের আকার।
বৃক্ষছায়া বিরাজিত দিবসে আন্ধার॥
পঞ্চ নারী বৈসে তথা সুবর্ণের পুরে॥
কিন্নরী জিনিয়া শোভা অলঙ্কারে করে॥
যুধিষ্ঠির দেখি বলে নারি পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ।
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি বুঝিনু কারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ হেন লয় মনে॥
নব কোটি কন্যা সহ থাক এই ভূমি।
আপন ইচ্ছায় স্বামি করিলাম আমি॥
আমার নগর দেখ রম্য শোভাধারী।
তুমি স্বামি হইলে সেবিবে কোটি নারী॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ ভূঞ্জ মহাশয়।
রাজ্য কর যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রয়॥
কন্যার বচন শুনি ধর্ম্মের তনয়।
যোড় করে কহিলেন অতি সবিনয়॥
সংকল্প করিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরে যাইব দেখিব জগন্নাথে॥
কলি আগমন হয় ইহার কারণ।
স্বর্গবাসে অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ॥
দয়া করি মোরে বর দেও কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়ে দেখি যেন শ্রীমধুসূদন॥
এত বলি তথা হৈতে করিয়া গমন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
হেনকালে সেইখানে ভীষণা রাক্ষসী।
মুখ মেলি পর্ব্বত শিখরে আছে বসি॥
স্বর্গ মর্ত্ত যুড়ি কায় অতি ভয়ঙ্কর।
বদন দেখিয়া ভিত হন দিবাকর॥
বিশাল রাক্ষসি পথ আগুলিয়া তাহে।
বিপুল মনুষ্য দেখি খাইবারে চাহে॥
ধর্ম্ম বলিলেন হের দেখ বৃকোদর।
মুখ মেলি খাইতে আইল নিশাচর॥
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি দির্ঘ কলেবর॥
কি রূপে যাইব পথে করিল আটক।
দিপ্তমান তেজ যেন জ্বলন্ত পাবক॥
কি রূপে পাইব রক্ষা বল বিবরণ।
যে দেখি না হয় বুঝি স্বর্গ আরোহণ॥
দ্রৌপদির ভয় হৈল রাক্ষসি দেখিয়া।
ভয়েতে অর্জ্জুন বিরে ধরিলেন গিয়া॥

শংখপাণি নামে মুনি ছিল সেই বনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিল তার স্থানে॥
রাক্ষসী কি জন্যে করে স্বর্গ নিবারণ।
সর্ব্বকাল আছে কিম্বা আইল এখন॥
মুনিবর বলিলেন বচন গম্ভীর।
রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্ঠির॥
স্বর্গপুরে চিত্রা নামে আছিল অপ্সরী॥
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে হয় নিশাচরী॥
ক্ষুধায় না থাকে এই মায়াবী রাক্ষসী।
যারে পায় তারে খায় কিবা যোগি ঋষি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী মুনি মৃগ পক্ষী নরে।
পাইলে আনন্দ মন সব গ্রাস করে॥
ক্ষণেক অপ্সরা হয় সুর মন মোহে।
নর রূপ পক্ষী রূপ ইহা হয় বাহে॥
বকাসুর নামে ছিল রাক্ষস দুরন্ত।
তাহার ভগিনী এই শুনিলে তদন্ত॥
শক্তি যদি থাকে দুষ্টা করহ সংহার।
নহে ধরি নিশাচরী করিবে আহার॥
এত শুনি বৃকোদর হন আগুয়ান।
দম্ভ করি কহিল রাক্ষসী বিদ্যমান॥
বকাসুর নামে যেই তোর জ্যেষ্ঠভাই।
তারে মারিয়াছি আমি তোরে না ডরাই॥
এত বলি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
পর্ব্বতের দুই শৃঙ্গ ভাঙ্গিল সত্বর॥
টান দিয়া একখান মারিল তাহারে।
মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপ ভরে॥
মারিলেন কোপে অন্য শৃঙ্গ বৃকোদর।
লাফিয়া রাক্ষসী ধরে পর্ব্বত শিখর।
রক্তাক্ষী রাক্ষসী কোপে চাহে চারিপাশে।
বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে নাসার নিশ্বাসে॥
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
দেবাসুর কম্পমান সিন্ধু ধরাধর॥
রাক্ষসীর ঘোর শব্দ ঘন হুহুঙ্কার।
কোপে থর থর অঙ্গ পবন কুমার॥
সম্মুখে দেখিল বৃক্ষ শাল তরুবর।
তিন শত গজ উচ্চ সরল সুন্দর॥
উপাড়িল সেই বৃক্ষ দিয়া এক টান।
পদভরে পর্ব্বত হইল কম্পমান॥
বলিলেক নিশাচরী দেখ এই বৃক্ষ।
বজ্র সম প্রহারে ভাঙ্গিব তোর বক্ষ॥
এত বলি হইতে গাছ হানি বায়ুবেগে।
রাক্ষসী কাটিয়া পাড়ে দশনের অগ্রে।
না মরে রাক্ষসী সেই নাহি ছাড়ে পথ।
দেখি ধর্ম্ম চিন্তিত হইল মনোগত॥
বীর বৃকোদর পুনঃ গোবিন্দ ভাবিয়া।
স্বর্ণরাজ পর্ব্বতে আনিলা টান দিয়া॥
বলিলেন ভীমসেন শুনরে ভীষণা।
মনে না করিস আর বাঁচিতে বাসনা॥
মুনি ঋষি খায়ে তোর প্রখরা কামনা।
আজি যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা।
এত বলি দুই হাতে পর্ব্বত ধরিয়া।
রাক্ষসীরে প্রহারিল হুঙ্কার করিয়া॥
আইসে পর্ব্বত দেখি গগনের পথে।
লাফ দিয়া রাক্ষসী ধরিল বামহাতে॥
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে।
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ সাগরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন ভীম বীরে।
কহিলেন কি করিব রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
তবে বৃকোদর বড় বিষাদ বদনে।
ব্যাকুল হইল বীর রাক্ষসীর রণে॥
নাহি মরে নিশাচরী নাহি ছাড়ে পথ।
মুখ মেলি গ্রাসে যেন আদিত্যের রথ॥
মনে ভাবি ভীমসেন করিলা নিশ্চয়।
জনক পবনে চিন্তি সঙ্কট সময়॥
পুত্রে পার কর পথে পিতা প্রভঞ্জন।
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ॥
এত বলি বৃকোদর ডাকিল পবনে।
ডাক দিয়া পবন বলিলা ভীমসেনে॥
শুন পুত্র বৃকোদর না হবে ভাবিত।
কি কার্য্য তোমার রণে করিব বিহিত॥
বলিলেন ভীমসেন বন্দিয়া চরণ।
রাক্ষসী মারিলে হয় স্বর্গ আরোহণ॥
এই কর্ম্ম কর পিতা হর তার বল।
ঘুষিবে তোমার যশ অবনী মণ্ডল॥
এত শুনি হাসিয়া বলিল পবমান।
তব তেজ হবে পুত্র আমার সমান॥
বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার।
বহু সুখে সুরপুরে কর অগ্রসার॥
এত বলি নিজ তেজ দিল বৃকোদরে।
মহাবলবন্ত ভীম পবনের বরে॥
ক্রোধ করি উপাড়িল দিব্য এক শাল।
রাক্ষসীরে মারিলেন যেন দণ্ডকাল॥
মহাভয়ঙ্কর শব্দ হইল তুমুল।
সসাগরা মহী শৈল টলে হল স্থূল॥

নাসার নিশ্বাসে বৃক্ষ ভাঙ্গে মড়২।
মহাপ্রলয়ের কালে যেন বহে ঝড়॥
তৃতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে।
সর্ব্ব অঙ্গ হইল ক্ষত নখের আঘাতে॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা পর্ব্বত মণ্ডলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে॥
বৃক্ষ লয়ে বৃকোদর মারিলেন পরে।
চালাইয়া দিল বৃক্ষ নাশার ভিতরে॥
রাক্ষসী নিস্তেজা হৈল ভীমের প্রহারে।
লোটাইয়া পড়ি ভূমে ছটফট করে॥
দেখিয়া হইল ভীম প্রফুল্ল অন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন বুকের উপর॥
নাসা পথে উঠ বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্ড।
হস্ত পদ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড২॥
আকর্ষণ করি উপাড়িল দুই স্তন।
বজ্র কীলে ভাঙ্গিলেন দুপাটি দশন॥
মস্তক ঢুকিল তার পেটের ভিতরে।
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে॥
মাংসপিণ্ড সম হৈল কচ্ছপের হেন।
পূর্ব্বেতে কীচক বীরে বিনাশিল যেন॥
কুষ্মাণ্ড সমান হৈল রাক্ষসীর কায়।
মহাক্রোধে পদাঘাত মারিলেন গায়॥
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী।
আনন্দিত বৃকোদর বিক্রম কেশরী॥
অন্তরীক্ষে তুলিলেন বৃক্ষে জড়াইয়া।
ঘন পাক দিয়া ভূমে দিলেন ছাড়িয়া॥
দেবাসুর নাগ নর দেখে বিদ্যমান।
গন্ধমাদনেরে যেন লুফে হনুমান॥
অন্তরীক্ষে শত পাক দিয়া রাক্ষসীরে।
ফেলাইয়া দিল পরে দক্ষিণ সাগরে॥
যেন মহা পর্ব্বত সাগরে দিল ঝম্প।
স্নান ভঙ্গ মুনিগণ হয় মহাকম্প॥
ভীমে দেখি দেব সব হরিষ অন্তর।
রহিল যাবত কীর্ত্তি চন্দ্র দিবাকর॥
ভীষণা রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর।
শীঘ্রগতি গেল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভাই সব মিলিয়া করেন আলিঙ্গন।
প্রণাম করিল ভীম ধর্ম্মের চরণ॥
আনন্দিতে কহিলেন শৃঙ্গপাণী মুনি।
যুধিষ্ঠির শুন এই রাক্ষসী কাহিনী॥
পর্ব্বতের জীব জন্তু সকলি খাইয়া।
সূর্য্য রথ গিলিবারে যাইত ধাইয়া॥
আকাশ পাতাল মুখে রোধে শূন্য পথ।
নাসার নিশ্বাসে উড়ে চন্দ্র সূর্য্য রথ॥
লক্ষেক যোজন দিয়া সূর্য্য রথ যায়।
এ জন্য রাক্ষসী সূর্য্য গিলিতে না পায়॥
মঙ্গল হউক তব পবন তনয়।
এ হেন রাক্ষসী মারি খণ্ডাইলে ভয়॥
এত বলি মুনিরাজ গেল তপোবন।
পাণ্ডব উত্তর মুখে করিল গমন॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
এক মনে শুনিলে বিপদে হয় পার॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবের গমন ও হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর দেহ ত্যাগ।

মুনি বলিলেন শুন ভূপতি নন্দন।
চলিল উত্তর মুখে ভাই পঞ্চজন॥
দেখিল অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত উপর।
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর॥
চন্দ্র সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
করিলেন স্তবে রাজা মহেশ্বর পায়॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করিল গমন॥
বহু কষ্টে রাক্ষস আশ্রম এড়াইয়া।
ভদ্রকালি নামে গিরি আরোহিল গিয়া॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠি পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্ত রথে সূর্য্য আদি গ্রহ দেবগণ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবীকে দেখিল গিরিবরে॥
বিচিত্র মন্দির তাহা কাঞ্চনে রচিত।
সুচারু চন্দন কাষ্ঠে পাটি চারিভিত॥
নানা পুষ্প কানন উদ্যান জল স্থল।
ভদ্রকালী পূজা রত দেবতা সকল॥
করাল বদনা কালী গলে মুণ্ডমালা।
পদক পাশুলী শঙ্খ কুণ্ডল মেখলা॥
চাচর চিকুর যেন জলধর ছটা।
জবা মালা গলে দোলে রক্তবর্ণ ফোটা।
উজ্জ্বল দশন জিহ্বা করে লহ লহ।
খরখাণ্ডা করে শোভে পেট সুকদহ॥
সরস্বতী গীত গান সুযন্ত্র সুস্বর।
দেখিয়া আনন্দ বড় পঞ্চ বীরবর॥
প্রণাম করিয়া বর মাগিল বহুরে।
এই বর দেও মাতা মাগি তব স্থানে॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতি থাকিবা সর্ব্বকায়া॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড২ হবে তারা তোমার খর্পরে॥
এই বর মাগি যান ধর্ম্ম নৃপবর।
নানাজাতি বৃক্ষ দেখি পর্ব্বত উপর॥
প্রমাণ প্রশস্ত গিরি লক্ষেক যোজন।
নানা পুষ্প লতা বৃক্ষ চন্দন কানন॥
কাঁঠাল গুবাক তাল কদম্ব কেশর।
পারিজাত চম্পক জাতীয় নাগেশ্বর॥
আমলকী ধাত্রী জাতি পাঁচমী পরাণী।
লবঙ্গ অশোক গিলা বর্কটি ব্রাহ্মণী॥
কত শত নানা বৃক্ষ শোভে ফলফুলে।
পুষ্প গন্ধে অলিবৃন্দ মকরন্দে ভুলে॥
করিলেন পাণ্ডব তথায় আরোহণ।
পর্ব্বত উপরে গেলা দেব দৈত্যগণ॥
বিচিত্র উদ্যান বন সুবর্ণের পুরী।
সূর্য্যের কিরণ হেন চাহিতে না পারি॥
সুবর্ণের পুরীখানি সুবর্ণের ধাম।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত অতি অনুপাম॥
অমর নগর সম সুন্দর শোভন।
বিদ্যাধরী অপ্সরা জিনিয়া কন্যাগণ॥
লীলাবতী নামে কন্যা ভূপতি পুরিতে।
পাঠ অধিকার করে পুরুষ বর্জ্জিতে।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে দেখিয়া নিজপুরে।
অগ্র হৈয়া কহিলেক সবার গোচরে॥
রাজ্য নিতে আইল বা কোন নরপতি।
আমার পর্ব্বতে আসে অপরূপ গতি॥
সর্ব্বকাল এই রাজ্য মম অধিকার।
যে হউক সমরে করিব মহামার॥
এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া।
যুধিষ্ঠিরে রাখিল পর্ব্বতে বসাইয়া॥
কোন নারী জিজ্ঞাসা করিল পাণ্ডবেরে।
কেবা তুমি কোথা যাবে কেন এই পুরে॥
রাজা বলিলেন কন্যা বলি এই স্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্ঠির॥
কি কারণে কে মা সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্যদেশ লইতে না আসিয়াছি হেথা॥
কলি আগমন হবে পৃথিবী ভুবনে।
স্বর্গ আরোহণ মোরা করি একারণে॥
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া।
লীলাবতী রাণীকে সংবাদ দিল গিয়া॥

শুনি লীলাবতী কন্যা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
লক্ষ নারী সজ্জ করে বিবিধ বিধান॥
বিচিত্র কুসুম মাল্যে বান্ধিল কবরী।
অগুরু চন্দন চুয়া অঙ্গ ভূষা করি॥
চন্দ্র সূর্য্য শোভা জিনি অষ্ট অলঙ্কার।
কণ্ঠমালা কুণ্ডল অমূল্য রত্নহার॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে নিকটে আসিয়া।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
অঙ্গ ভঙ্গ দেখায় বক্ষের বস্ত্র তোলে।
মুকুট ক চাহনিতে মুনি মন টলে॥
জিতেন্দ্রিয় রাজা তুমি মহাপুণ্যবান।
অতএব এতদূরে করিলা প্রয়াণ॥
মম ভাগ্যে আসিয়াছ আমার নগর।
আমি দাসি হব তুমি হও রাজ্যেশ্বর॥
ভদ্রকালী পর্ব্বতের আমি অধিকারী।
হিরা মণি মাণিক্যে মণ্ডিত মম পুরী॥
যাবত থাকিবা ভদ্রকালীর পর্ব্বতে।
তাবত থাকিব রাজা তোমার সহিতে॥
জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নাহি কোনপীড়া।
স্বর্গ হৈতে এ স্থানে আনন্দ পাবে বাড়া।
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন লীলাবতী।
নিশক্র করিয়া আমি ছাড়িয়াছি ক্ষিতি॥
কলি আগমনে আজ্ঞা দিলা নারায়ণ।
রাজ্য ত্যাজ করিবারে স্বর্গ আরোহণ॥
করেছি সংকল্প আমি মর্ত্যের ভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমর নগর॥
অতএব ক্ষমা মোরে দেও কন্যাগণ।
সুরপুরী যাব আমি যথা নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠীর নৃপ বাক্যে কৌতুকে ভাসিয়া।
পুনরপি বলে কন্যা ঈষৎ হাসিয়া॥
বুদ্ধি নাহি রাজা তব রাজ্যলক্ষণ।
কি সুখ পাইবে স্বর্গে দেখ নারায়ণ॥
আমাদের সঙ্গে তুমি থাক নরবর।
স্বর্গের অধিক ফল পাবে নিরন্তর॥
যুধিষ্ঠীর বলিলেন কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে।
অন্য সুখ ভাল নাহি লাগে মম চিত্তে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমর ভুবন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারীগণ।
বাহুড়িয়া নিবর্ত্তিয়া গেল সর্ব্বজন॥
লীলাবতী কন্যা গেল পায়ে মনোদুঃখ।
পঞ্চভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ॥

কতদূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন॥
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিব অতি মনোহর।
নানা রত্নে বিরচিত প্রবাল প্রস্তর।
তাহা দেখি পাণ্ডবেরা হরষিত মন।
পঞ্চভাই করিলেন প্রণাম স্তবন॥
স্নান দান করি সবে ফল পুষ্প দিয়া।
পূজা করি স্তব করে চৌদিকে বেড়িয়া॥
মাগিলেন বর পরে মনের কৌতুকে।
করিলেন যাত্রা সবে উত্তরাভি মুখে॥
হরি নামে পর্ব্বতে করেন আরোহণ।
দেখিল পর্ব্বতে মণি মাণিক্য রতন॥
নানা বৃক্ষ লতা শোভে বন উপবন।
লক্ষ্মীর সমান রূপ যত নারীগণ॥
দেবের দুর্লভ স্থান নাহি মৃত্যু জরা।
বীণা বংশী বাজে গায় নাচয়ে অপসরা॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
দেখিয়া বনের শোভা পাণ্ডব বিস্মিত॥
পৃথিবীতে আর নাহি দেখি হেনপুরী।
স্বর্গের অধিক এই অপূর্ব্ব নগরী॥
বহুবিধ প্রশংসিয়া যায় পঞ্চজন।
পর্ব্বতের শোভা দেখি আনন্দিত মন॥
ঐরাবত নামে হস্তী ফিরে পাশেং।
দেব যক্ষ মরে অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে॥
মহাহিমে শীত ভেদি যান কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চুর।
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিতা হইল দেবী পর্ব্বত উপর॥
ক্ষণেকাল কান্দিয়া চিন্তিলা নারায়ণ।
স্বামিগণ মুখ চাহি ত্যজিলা জীবন॥
পাঞ্চালীর পতন পর্ব্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজা না জানেন কোনক্রমে॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখি বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলিল ত্বরিত॥
পাঞ্চালী পড়িয়া হেথা ত্যজিলা শরীর।
শুনিয়া আকুল হইলেন যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা বলিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশিরাম দাস॥

দ্রৌপদির শোকে পাণ্ডবদের বিলাপ।

যুধিষ্ঠির নৃপমণি, কোলে লৈয়া যাজ্ঞসেনি
কান্দিলেন সকরুণ ভাবে।
শোকে দুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন,
অশ্রুমুখে বসে চারি পাশে॥
দ্রৌপদির মুখ চায়ে, কান্দিলেন বিলাপিয়ে,
কোথা গেল দ্রুপদনন্দিনি।
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কিচক বিরে
পাণ্ডবের তুমি ধন প্রাণি॥
তব স্বয়ম্বর কালে, জিনি লক্ষ মহিপালে,
পঞ্চ জনে করি পরিণয়।
তৎসহায়তা হেতু, হৈল রাজসূয় ক্রতু,
তুমি পাণ্ডবদিগে পরিচয়॥
যে কালে দ্রুপদ রাজে. পণ কৈল সভামাঝে,
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা, ত্রিভুবনে এক ধন্যা,
সংপ্রদান করিব তাহারে॥
প্রতিজ্ঞা বচন শুনি, একলক্ষ নৃপমণি,
হুড হুড়ি বিন্ধিবার তরে।
দুর্জ্জয় ধনুক তরে, গুণ দিতে নাহি পারে,
তবু বাঞ্ছা পাইতে তোমারে।
রক্ত উঠে কারু মুখে, কার হস্ত ঘাড বাঁক,
না পারিয়া ক্ষমা দিল সবে।
চারিবর্ণে যে বিন্ধিবে, তারে রাজা কন্যা দিবে
কহিল দ্রুপদ ডাক তবে।
তোমা জিনি পঞ্চভাই, গেলাম জননি ঠাঁই
ভিক্ষা কথা মায়ে বলি তবে।
না দেখিয়া না শুনিয়া, জননি হরিষ হৈয়া
বাঁটি খাও পঞ্চভাই সবে॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণে, পরিগ্রহ পঞ্চজনে,
লক্ষ্মিরূপা সুন্দরি পাঞ্চালি।
দ্বাদশ বৎসর বনে, তুষিলা ব্রাহ্মণগণে,
পর্ব্বতে পড়িলা অঙ্গ ঢালি॥
করিয়াছি মত্যে পাপ, তেঞি এত পাই তাপ
কেন তুমি পড়িলা পর্ব্বতে।
কেমনে যাইব পথে, কান্দিলেন বহুমতে,
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে॥
কান্দি ভিম ধনঞ্জয়, যমক সোদর দ্বয়,
শোকাকুলি করি হাহাকার।
বিস্তর বিলাপ করি, বলিলেন হরি হরি
অগ্রে হইল মরণ তোমার॥
আমাদের সঙ্গ ছাড়ি, পর্ব্বতে রহিলা পড়ি,
তোমা এড়ি যাইব কি মতে।
এতেক ভাবিয়া সবে, কিছু শান্ত হৈলা তবে
পশ্চাতে কহিল ধর্ম্মসুতে॥

এই হেতু দেশে পুর্ব্বে, রহিতে বলিনু সবে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলে সঙ্গ।
তোমা হেন নারী বিনে, শূন্য দেখি রাত্রিদিনে
বিধাতা করিল সুখ ভঙ্গ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
হয় দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠীর প্রতি ভীমের প্রশ্ন।

মুনি বলিলেন শুন রাজা জন্মেজয়॥
তবে কতক্ষণে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বৈসেন পঞ্চ জন।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন গদগদ বচন॥
আমাদের সঙ্গে আসি ছাড়ি মর্ত্তলোক।
এখন পাণ্ডবগণে দিলে বহু শোক॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
কায় প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলা কোন পুরী॥
পড়িয়া রহিলা কেন পর্ব্বত উপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে॥
উত্তর না দেও কেন স্বামী পঞ্চ জনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেন বা রহিলে মহাবনে॥
কপট পাশার আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন॥
প্রতিজ্ঞা করিলা তাহে ভীম মহাবল।
রক্ত পান করিব চিরিয়া বক্ষস্থল॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যাধনে।
নিষ্কণ্টক হৈল ক্ষিতি তোমার কারণে॥
তোমা হেতু জয়দ্রথ পায় অপমান।
গোবিন্দের প্রিয়া তুমি পাণ্ডবের প্রাণ।
তোমার বিহনে দেখি দিনে অন্ধকার॥
এত বলি কান্দিলেন চক্ষে জলধার।
বৃকোদর কহিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোন পাপে পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী॥
পতিব্রতা হৈয়া স্বর্গে নাহি গেল কেনে।
এত শুনি শ্রীধর্ম্ম বলিল ভীমসেনে॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন কহিব তোমারে।
সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্নেহ ছিল পার্থবীরে॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাই।
জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোদর ভাই॥
এত বলি নিবর্ত্তিয় যত দুঃখ শোকে।
পঞ্চ ভাই চলিলেন উত্তরাভি মুখে॥
জ্ঞাতিবধ পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি।
ঘৃতাহুতি তাহাতে হইলা যাজ্ঞসেনী॥
মহাভারতের কথা সুধাপেক্ষা সুধা।
কর্ণ পথে পান কৈলে খণ্ডে মনঃক্ষুধা॥
কাশীরাম দাস প্রভু লীলা কৈল রূঢ়।
দক্ষিণে অনুজানুজ সম্মুখে গরুড়॥

বদরিকাশ্রমে সহদেবের দেহ ত্যাগ
ও যুধিষ্ঠিরের শোক।

বলিলেন বৈশম্প শুন জন্মেজয়।
দ্রৌপদীরে গঙ্গা দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ দুঃখ ছাড়ি।
পঞ্চ ভাই গঙ্গা তীরে যান স্বর্গ বাড়ী॥
যাইয়া উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন।
করিলেন তাম্রচূড় গিরি আরোহণ॥
পর্ব্বত দেখিয়া সুখী পাণ্ডুর তনয়।
শঙ্খনাদ পুরিল সর্ব্বত্র জয় জয়।
আকাশ পরশে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত অশ্ব রথে যান দেবতা ভাস্কর॥
কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাযে।
বৃক্ষলতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে॥
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি তথা গতি করে।
আরোহণ মাত্র সেইক্ষণে পুড়ি মরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চজন।
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্করমন॥
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তার।
নিকটে যাইতে শক্তি না হয় কাহার॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশ মূর্ত্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চ ভাই নমস্কার করি॥
স্তব করি বর নিয়া করিল গমন।
ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বতে করিল আরোহণ॥
ক্রৌঞ্চের নির্ম্মাণ গিরি পুরি অতি শোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কাননের প্রভা।
স্বর্গ হৈতে অধোগতা গঙ্গা সরস্বতী।
হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি॥
সুবর্ণের পাখা পাখী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর॥
নির্ম্মল উর্জ্জ্বল জল স্ফটিক আকার।
তীরে তপস্যায় মুনি জ্ঞান অনুসার॥
দেখিয়া হরিষ বড় পাণ্ডু পুত্রগণ।
স্বর্গের মণ্ডল তথা দেখি বিচক্ষণ॥
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির।
অন্ধকার আলো করে জিনিয়া মিহির॥

পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর।
তাঁর পূজা রত দেব দানব ঈশ্বর॥
কিন্নরের রাজ্যে পুর অতি শুদ্ধধাম।
স্থাপিলেন দেব দেব মহাদেব নাম॥
বীণা বংশী বাজে কেহ গায় শিব গীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সবে আনন্দিত॥
চারি পাশে মৃদুভাবে নাচয়ে নর্ত্তকী।
অন্য জাতি নাহি নারি সকল ব্রাহ্মণী॥
কেহ গন্ধচুয়া দেয় পুষ্প পারিজাত।
বিল্বপত্রে গাল বাদ্য পূজে বিশ্বনাথ॥
স্তব পাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে।
এক পদে স্তব কেহ করে যোড় হাতে॥
সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়।
অনেক তপস্বী ঋষি করয়ে আশ্রয়॥
নিরবধি সেবে সবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগ পরায়ণ॥
হেটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে কেহ আছে তথা।
এইরূপে বামদেব সেবেন দেবতা॥
করিলেন দেখি পঞ্চ ভাই স্নান দান॥
লোভমোহ ছাড়িয়া পাইল দিব্যজ্ঞান।
স্নান দানে পাণ্ডবে হইয়া কুতুহলী।
পিতৃলোকে উর্দ্দেশিয়া দিল জলাঞ্জলি॥
প্রবেশ করিল সবে মণ্ডপ ভিতরে।
বিধিমতে পঞ্চ ভাই পূজিল শঙ্করে॥
করযোড়ে প্রভুরুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনঃ জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যের ভিতর॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হৈতে।
দেব পুষ্প পড়ে আসি ভূপতির মাথে॥
দেখিয়া তপস্বিগণ প্রফুল্ল অন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এই তীর্থে থাক রাজা সর্ব্ব অনুরাগে।
কোথায় বা কিবা হেতু যাবে কোন ভাগে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলিল হাসিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ত্যজি বাহিরে আসিয়া॥
কল্প করিয়াছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতরে।
স্বর্গ পুরে যাইয়া দেখিব দমোদরে॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে সব মুনিগণ।
স্বর্গে যেন দেখি গিয়া দেব নারায়ণ॥
এত শুনি কহিলেন ক্রোঞ্চ মুনিবর।
তব তুল্য রাজা নাহি পৃথিবী ভিতর॥
সমস্ত ত্যজিয়া চাহ স্বর্গেতে বসতি।
দেখিয়া গোবিন্দ পদ পাবে দিব্য গতি॥

তাঁরে নমস্কার করি ধর্ম্মের নন্দন।
উত্তর মুখেতে যাত্রা করিল তখন॥
বদরিকাশ্রম দেখি জাহ্নবীর কূলে।
বদরিকাবৃক্ষ তথা শোভে ফল ফুলে॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু পিক নাদে ডালে।
জরা মৃত্যু ভয় নাহি তথায় থাকিলে॥
দুর্ব্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা স্থানে দিব্য দেবালয়॥
তপস্যা করয়ে তীরে শত২ মুনি।
তরঙ্গ নির্ম্মল বহে গঙ্গা মন্দাকিনী॥
দুর্ব্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর।
অশ্বত্থামা অঙ্গিরস আর সোমেশ্বর॥
বিশ্বমিত্র পাণ্ডব্য মার্কণ্ড মুনিবর।
জপে তপে নিয়ত আছেন নিরন্তর॥
ঋষিগণ বলিলেন রাজাকে দেখিয়া।
হেথায় থাকহ রাজা আমাদের নিয়া॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব হেথা কত শত২।
পঞ্চ ভাই থাক সুখে সবার সম্মত॥
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চ জনে।
পূর্ব্ব শোক স্মরিয়া কান্দিলা দুঃখ মনে॥
অশ্বত্থামা বলিলেন থাকিতে আশ্রমে।
পাপ মুক্ত হৈয়া হরি পাবে পরিণামে॥
বলিলেন এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
না করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর॥
সংকল্প করিয়াছি আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
যাইব অমর পুরে সুমেরু পর্ব্বতে॥
সংকল্প লঙ্ঘিতে হয় ব্রহ্মবধ ভয়।
অতএব কহি শুন তপস্বি তনয়॥
যে হোক সে হোক থাকে যায় বা জীবন॥
যাইব বৈকুণ্ঠ পুরে যথা নারায়ণ॥
দ্রৌণি জিজ্ঞাসিল কোথা দ্রুপদনন্দিনী।
যুধিষ্ঠির কহিলেন ত্যজিল পরাণী॥
শুনি হাহাকারেতে কান্দিল দ্রোণসুত।
হাহাকৃষ্ণা সুবদন রূপ গুণ যুত॥
বন্দিলেন তবে গুরুপুত্র সর্ব্বজন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কত দূর গঙ্গাতীরে দেখি নৃপবর।
পর্ব্বত রৈবত নামে অতি মনোহর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য দুর্লভ বিচিত্র উপবন।
আরোহিল সে পর্ব্বতে ভাই পঞ্চ জন॥
রৈবানামে পুণ্য নদী পর্ব্বত উপর।
অতি সুনির্ম্মল জল শোভে মনোহর॥

তাঁরে দেখিলেন বিষ্ণু মূর্ত্তি চতুর্ভুজ।
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত অনুজ॥
মণি মরকতে পুর অতি শোভা করে।
চৌরাশি যোজন তার উপরে বিস্তারে॥
বৃক্ষে অন্ধকার নাহি জানি দিবা রাতি।
তিন লক্ষ কিরাত কুৎসিত মূর্ত্তি অতি॥
নানা বর্ণ অস্ত্র ধরে প্রচণ্ড কিরণ।
মণি রত্নে বিভূষিত লোহিত বরণ॥
পিঙ্গল গাছের ছাল তাম্রবর্ণ কেশ।
কর্ণে রামখড়ী সাজে ভয়ঙ্কর বেশ॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি করে ধাইল গর্জ্জিয়া।
পাণ্ডবে মারিতে আসে প্রখর তর্জ্জিয়া॥
কেহ মালসাট মারে কেহ দেয় লম্ফ।
কেহ অন্তরীক্ষে কেহ জলে দেয় ঝম্প॥
বাণ বৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার।
ভাবিল না দেখি পথ পাণ্ডুর কুমার॥
মহা হিমে কাঁপে তনু পায়ে বাজে শিলা।
বিষণ্ণ হইয়া সবে ভাবিতে লাগিলা॥
তিন লক্ষ কিরাত করিল বাণবৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥
সত্যবাদী পাণ্ডুপুত্র গোবিন্দ সহায়।
এক মাত্র বাণ তাঁর না লাগিল গায়॥
দেখিয়া কিরাতগণ অদ্ভুত মানিল।
এড়িয়া ধনুক বাণ নমস্কার দিল॥
জিজ্ঞাসিল তোমা সব কোন প্রয়োজন।
কিবা নাম কোথা ধাম কোথায় গমন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন পরিচয়।
চন্দ্রবংশে জন্ম মম পাণ্ডুর তনয়॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন।
স্বর্গপুরে যাইতেছি ইহার কারণ।
রাজার বচনে বলে কিরাত প্রধান।
এই দেশে রাজা হও তুমি পুণ্যবান॥
স্বর্গসুখ পাবে তুমি এ স্থানে রাজন।
নিরন্তর তোমারে সেবিবে দেবগণ।
তাসবারে মৃদুভাষে বিদায় করিয়া।
স্বর্গ পথে যান রাজা গোবিন্দ স্মরিয়া॥
যাইতে পর্ব্বত মধ্যে দেখিল রাজন।
করয়ে শিবের সেবা কিরাত ব্রাহ্মণ॥
ভাবিলেন অপূর্ব্ব দেখিয়া মহেশ।
বর মাগি লইল শঙ্করে পঞ্চ জনে॥
মহাশীতে হিম ভেদি যান কত দূর।
শক্তিহীন সহদেব হস্ত হৈল চূর॥

অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ।
অবাক্য হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন॥
যুধিষ্ঠীরে জানাইল বৃকোদর বীর।
পর্ব্বতে পড়িল দেখ সহদেব ধীর॥
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই শুনহ রাজন।
দেখি শোকে কান্দিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
কোথায় গেলেরে ভাই পরাণ আমার।
জ্যোতিষের শাস্ত্র গুরু বুদ্ধির সাগর॥
আমাদিগে ছাড়ি ভাই গেলরে কোথায়।
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কায়॥
পরম পণ্ডিত ভাই মন্ত্রী চূড়ামণি।
যার জ্ঞানে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি॥
হেন ভাই ছাড়ি গেলে এ ভগ্য আমারে।
স্বর্গে না যাইব প্রাণ ছাড়ি শোক ভরে॥
এত বলি পড়িলেন আছাড় খাইয়া।
হায় সহদেব বলি ভূমে লোটাইয়া॥
ভারত সমর যবে হৈল কুরুগণে।
শকুনিরে সংহারিলা সর্ব্ব বিদ্যমানে॥
দিগ্ বিজয় করিয়া করিলে মহাক্রতু।
মোরে এড়ি পর্ব্বতে পড়িলা কোন হেতু॥
বিষম সঙ্কট বনে পাইয়াছ ত্রাণ।
পর্ব্বতে পড়িয়া ভাই হারাইলে প্রাণ।
জননী কুন্তীর বড় তুমি প্রিয়তর।
হেন ভাই পর্ব্বতে রহিলে একেশ্বর॥
ধবল পর্ব্বতে কৃষ্ণা কৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে।
কে মম জানিবে দুঃখ কহিব কাহাকে॥
দশ দিক অন্ধকার দেখেন নয়নে।
স্থির চিত্ত নৃপতি হইয়া বহুক্ষণে॥
ভীম বলিলেন রাজা কহিবা আমাতে।
কোন পাপে সহদেব পড়িল পর্ব্বতে॥
যুধিষ্ঠীর বলিলেন শুন সাবধান।
সহদেব জ্ঞাতা ভূত ভাবি বর্ত্তমান॥
পাশাতে আমারে আহ্বানিল দুর্য্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মদ্রার নন্দন॥
হারিব জিনিব যাহা তাহা সব জানে।
জানিয়া আমারে না রাখিল নিবারণে॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া।
আমাদিকে কপটে মারিতে পোড়াইয়া॥
জানিয়া না বলিল সে কুলের বিনাশ।
অধর্ম্ম হইল তেঁই পাপের প্রকাশ॥
সেই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে।
শুন বৃকোদর তুই জানাই তোমারে॥

এত বলি যান রাজা করিয়া ক্রন্দন।
ভীমার্জ্জুন নকুল পশ্চাতে তিন জন॥
পথমধ্যে সরোবর দেখি বিদ্যমান।
যুধিষ্ঠির করিলেন তাহে স্নানদান॥
দেব ঋষি পিতৃলোক করিয়া তর্পণ।
শুচি হৈয়া করিলেন স্বর্গ আরোহণ॥
সহদেব দ্রৌপদী চলিল স্বর্গপুরে।
ভেটিল গোবিন্দে অগ্রে সানন্দ অন্তরে॥
জ্ঞাতি গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন।
যুধিষ্ঠির পথ চাহি ছিল সর্ব্ব জন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস॥

চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুল ও নন্দিঘোষ
পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দেহ ত্যাগ।

মুনি বলিলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
চলিল উত্তর মুখে পাণ্ডুর তনয়॥
যাইতে উত্তর মুখে দেখিল রাজন।
সরোবর তীরে লিঙ্গ অতি সুশোভন॥
গঙ্গার সদৃশ দেখি সুনির্ম্মল জল।
কোকনদ প্রফুল্ল সহস্র শত দল॥
সরোবর আছে শত যোজন বিস্তার।
জল দেখি নরপতি আনন্দ অপার॥
মৃগ পক্ষি হংস চক্র বিহরে বিস্তর।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে জলে জলচর॥
অপরূপ দেবের দুর্লভ সেই স্থান।
বসন্ত কোকিল মত্ত কোকিলের গান॥
পদ্মে আচ্ছাদিত সব নাহি দেখি নীর।
নিত্য স্নান হয় যাতে সদা ইন্দ্রাণীর॥
সেই সরোবরে স্নান করি চারি জন।
শোক দুঃখ ছাড়ি পরে স্থির হৈল মন॥
তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্রকালী নাম।
স্ফটিক নির্ম্মল দীপ্ত চন্দ্রকান্ত ধাম॥
ভুবনের সার সেই পর্ব্বত শোভন।
করিলেন তাহাতে পাণ্ডব আরোহণ॥
হিমে অঙ্গ জরজর দিয়া হিমালয়।
তাহে উঠি পাণ্ডব করিল জয় জয়॥
ধীরে২ হিমে যান পদ নাহি চলে।
ঋষি মুনি তপস্বী দেখেন গঙ্গাকূলে॥
ষোড়শ সহস্র লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল চারি জন॥
বিচিত্র মণ্ডপ নানা দেবের আবাস।
ঋষি মুনি জপ তপ স্থিত চারি পাশ॥
নৃসিংহের মূর্ত্তি দেখি পর্ব্বত উপরে।
দেব কন্যাগণ নিত্য নিত্য পূজা করে।
চারি ভাই প্রণাম করেন তার পায়।
নৃসিংহকে করিল শ্রদ্ধার জন্য তায়॥
হিরণ্য কশিপু মারি রাখিল প্রহ্লাদে।
স্বর্গ পথে পাণ্ডবে রাখিবা অপ্রমাদে॥
অভয় নৃসিংহ নাম যে করে স্মরণ।
জলে স্থলে ভয় তার নাহি কদাচন॥
এত বলি বর মাগি নৃসিংহের ঠাঁই।
বিষাদ সন্তাপ শোকে যান চারিভাই॥
কতদূরে দেখিলেন গিরি মনোহর।
নানা ধাতু বিরচিত প্রবাল পাথর॥
পশ্চাতে করিয়া গিরি চলিল উপরে।
হিমেতে মনুষ্য পদ চলিতে না পারে॥
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়া।
পর্ব্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া চিত্তে ত্যজিলেন প্রাণ।
স্বর্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
ধর্ম্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি।
পড়িল নকুল বীর শুন নরপতি॥
পাছে দেখি ধর্ম্মরাজ ভীত সর্ব্বমতে।
ছয় জন মধ্যে তিন রহিল পর্ব্বতে॥
তিন লোকে দুর্জ্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেব সুর নহে স্থির॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপর।
কোন মুখে কি বলিয়া যায় স্বর্গপুর॥
কৌরব সহিতে যুদ্ধ করিল অপার।
হেন ভাই ছাড়ি গেল না দেখিব আর॥
তাপের উপর তাপ শোকে মহাশোক।
কাহারে কহিব দুঃখ রহি পরলোক॥
আমাদিগ যেই ভাই জিনিয়া সকলে।
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে॥
স্বর্গে নাহি গেলে ভাই পড়িলে পর্ব্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কি মতে॥
কান্দি জিজ্ঞাসিল ভীম ভূপতির স্থানে।
কোন পাপে নকুল পড়িল এই স্থানে॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন শুন বৃকোদর।
কুরুক্ষেত্রে হয় যবে ভারত সমর॥
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেইকালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মম বল টুটে।
সহায় সে না হইল বিষম সঙ্কটে॥

যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
সেই পাপে পর্ব্বতে পড়িল এইক্ষণে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির কান্দিতে২।
চলিল উত্তর মুখে ভাবিতে২॥
কত দূর মহাহিমে যান তিন জন।
করিলেন নন্দিঘোষ গিরি আরোহণ॥
পদ্মরাগে বিরচিত গিরি মনোহর।
মরকতজ্যোতি ময় নারী পরম সুন্দর॥
মণি বিভূষিত যত দেবের বসতি।
সেবনেতে অক্ষয় অব্যয় হয় গতি॥
তিন ভাই করি তথা গোবিন্দ পূজন।
যোড়হাতে করিলেন শ্রীকৃষ্ণে স্তবন॥
ভক্তিভাবে স্তুতি করি হয়ে কৃতাঞ্জলী।
জলপান করি যান হৈয়া কুতুহলী॥
ভয়ঙ্কর নন্দিঘোষ পর্ব্বত বিশাল।
হিমাগমে হিমাশীত বহে সর্ব্বকাল॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা নাহি সেই দেশ।
হিমের প্রতাপে নাশে সমস্ত বিশেষ॥
হিম ভেদি অর্জ্জুনের হরিল বিজ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজিলেন প্রাণ॥
দেবাসুরে দুর্জ্জয় যে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্ব্বত কম্প পৃথিবী অস্থির॥
উল্কাপাত ঘোর বহে প্রলয়ের ঝড়।
হলুকাদি বরাহ গণ্ডার হস্তী ঘোড়া॥
ভীমসেন বলিলেন ধর্ম্মের নন্দনে।
পর্ব্বতে পড়িয়া পার্থ ত্যজিল জীবনে॥
যার পরাক্রমে যক্ষমর নহে স্থির।
হেন ভাই পড়ে কেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রাণ দিল নন্দীঘোষ পর্ব্বত উপরে।
এত বলি বৃকোদর কান্দিল বিস্তরে॥
চমৎকার চিত্ত হৈয়া চান ধর্ম্মরায়।
না চলে চরণ চক্ষে নাহি দেখে কায়॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ভীমের বচন শুনি, শোকে ধর্ম্ম নৃপমণি,
কান্দি কন বিলাপ করিয়া।
হাহাকার মুখে, চাপড় মারিয়া বুকে,
পর্ব্বতে পড়েন লোটাইয়া॥
হায় পার্থ মহাবল, পাণ্ডবের বুদ্ধিবল,
পর্ব্বতে পড়িলা কি কারণে।
স্বর্গপুরে আরোহণ, না হইল বিচক্ষণ,
প্রাণ দিব তোমার বিহনে॥
ত্রিভুবন কৈলে জয়; মহাবীর ধনঞ্জয়;
নররূপে বিষ্ণু অবতার।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী, কৌরববাহিনী জিনি,
মোরে দিলা রাজ্য অধিকার॥
রাজসূয় যজ্ঞ কালে, জিনি নিজ বাহুবলে,
করিলা উত্তর দিক জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়া, সুরাসুর পুরী গিয়া,
নিমন্ত্রিয়া আসিলা নির্ভয়॥
স্বর্গে যত দেবগণ, হইয়া সদয় মন,
দিলা অস্ত্র মন্ত্রের সহিতে।
তাহাতে সর্ব্বত্র জয়; করিলা খাণ্ডব ক্ষয়,
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে॥

লঘু-ত্রিপদী।

প্রবেশি কাননে, দেব পঞ্চাননে,
তুষিলা বাহু যুদ্ধেতে।
মারিলা অজস্র, কিরাত সহস্র,
একাকী কাননেতে॥
অমর প্রবর, জিনিলা শঙ্কর,
ম্লেচ্ছ কিরাতের বেশ।
হৈয়া হৃষ্ট মত, অস্ত্র পাশুপত,
দিল প্রভু ব্যোমকেশ॥
কালকেয় আদি, যত সুরবাদী,
হেলায় করিলা নাশ।
যত দেবচয়, করিলা অভয়,
পুরাইলা অভিলাষ॥
তাহে দেব অস্ত্র, পাইলা সমস্ত,
তোমা'ন অজেয় নাই।
আর ধনুঃশর দিলা বৈশ্বানর;
খাণ্ডব দহিলা ভাই॥
জিনি দেবগণ, দৈত্য অগণন,
অগ্নিরে সন্তোষ ভালে।
ছাড়ি যাও তুমি, কিসে জীব আমি,
প্রাণ দিব শোক জালে॥
প্রাণাধিক বীর, ত্যজিলা শরীর,
নন্দিঘোষ গিরিবরে।
আমি পুনর্ব্বার, না দেখিব আর,
পাড়নু শোক সাগরে॥
ভারত সমরে, কর্ণ ধনুর্দ্ধরে;
বিনাশিলা ভীষ্ম দ্রোণে।

যাহার সহায়, যার ভরসায়;
প্রবল কৌরবগণে ॥
তুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান;
সব শূন্য তোমা বিনে।
মহাবীর তুমি; ঘন ডাকি আমি,
উত্তর না দেও কেনে ॥
নিদ্রা যাও সুখে, আমি মরি শোকে,
উঠিয়া উত্তর কর।
কুরুগণে জিনি, লহ রাজধানী,
তাহার সুযুক্তি ধর ॥
রাজা ভূমি পড়ি, যান গড়াগড়ি;
না বান্ধেন কেশপাশ।
ভারত সংগীত, শ্রবণে অমৃত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনুত্যাগ
ও যুধিষ্ঠীরের বিলাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবীর।
অর্জ্জুনের শোকেতে কান্দিলা যুধিষ্ঠির ॥
বৃকোদর বলিলেন ধর্ম্ম অধিপতি।
কোন পাপে পড়িল অর্জ্জুন মহামতি ॥
ভূপতি বলেন শুন পবন তনয়।
আমা হৈতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয় ॥
মোরে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থ বীর পড়িল পর্ব্বতে ॥
এত বলি দুইজনে বিষন্ন বদনে।
চলিল উত্তর মুখে চিন্তি নারায়ণে ॥
বৃকোদর বলিলেন হইয়া অ কুল।
চল রাজা দুইজনে যাই সুরকুল ॥
এতবলি গঙ্গাকুলে যান দুই জন।
চারি ক্রোশ দূরে শুনে স্বর্গের বাজন ॥
উঠিল পর্ব্বতে দুই পাণ্ডুর নন্দন।
ছয় জন মধ্যেতে আছেন দুইজন ॥
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উথিত।
বিবিধ বৃক্ষের ফুল সুরত্ন মণ্ডিত ॥
ছায়া হিমাগমে সুশীতল অনুপম।
তার তলে দুই ভাই রাখিলেন শ্রম ॥
কতক্ষণ বসি পুনঃ করিল গমন।
যাইতে দেখেন রাজা নদী সুশোভন ॥
রেবা নামে নদী সেই পাপ বিনাশিনী।
স্বর্গ হৈতে মুক্তা তাহে ত্রিপথগামিনী ॥

নানা রত্নে বিরচিত দুইকুলে তার।
দেখিতে সুন্দর নদী মহিমা অপার ॥
স্নানদান করিলেন ধর্ম্ম মহাবল।
দুই ভাই উদ্দেশে দিলেন কুশ জল ॥
স্বর্গ পথে গমনে দুর্গমে হৈয়া পার।
সোমেশ্বর নামে গিরি উত্তরে তাহার ॥
নানা রত্নময় গিরি দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণের শৃঙ্গ মণি মাণিক পাথর ॥
অতিশয় অপূর্ব্ব পর্ব্বত সুশোভন।
চন্দ্র সূর্য্য সমাগম গ্রহ তারাগণ ॥
সংকল্প করিয়া রাজা যায় চিন্তান্বিতে।
না জানেন ভূমণ্ডল আছে কোন ভিতে ॥
তার জলে গণপতি করিল তর্পণ।
তুষ্ট মনে পঞ্চাননে পূজিল রাজন ॥
পুণ্য হেতু চলিলেন স্বর্গের উপর।
দর্শন করিল রাজা শিব সোমেশ্বর ।)
কীট পক্ষী কৃমি আদি তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ হৈয়া তারা যায় সুরপুরে ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব তথা গান করে নিত্য।
সহস্রেক দেবকন্যা করে বাদ্য নিত্য ॥
সোমেশ্বর পুজিয়া করিল নমস্কার।
বর চান মর্ত্ত্যে জন্ম নাহি হয় আর ॥
এত বলি স্তুতি আর ঘন প্রণিপাত।
শিবের প্রসাদে পুষ্প পান পারিজাত ॥
পুষ্প মালা অঙ্গে শোভা পাইল রাজার।
হরষিত নারীগণ জয় জয় কার ॥
প্রশংসা করিয়া কহে সোম কন্যাগণ।
সুললিত স্বরে কহে মধুর বচন।
পুণ্য হেতু ভূপতি আইলে এতদূরে ॥,
এক বোল বলি রাজা শিবের মন্দিরে ॥
সোমেশ্বর রাজ্যে তুমি হও দণ্ডধর।
যাবত থাকিবে পৃথি চন্দ্র দিবাকর ॥
আমাদের স্বামী হৈয়া থাকিবা আনন্দে।
স্বর্গ সুখ পাবে অন্তে দেখিবা গোবিন্দে ॥
মর্ত্ত্যে রাজা হয়ে তুমি পাইয়াছ দুঃখ।
সোমেশ্বর পুরে থাকি পাইবেক সুখ ॥
ছয় জন মধ্যেতে জীবিত দুইজন।
যাইতে হইবে পথে ভীমের মরণ ॥
একক যাইবে স্বর্গে কোন সুখ হেতু।
যে বিচারি আসে আজ্ঞা কর ধর্ম্মসেতু ॥
কন্যাগণ বচনে বিস্মিত যুধিষ্ঠির।
আশ্বাসিয়া বলিলেন বচন গম্ভীর ॥

অনুচিত কি কারণ বল কন্যাগণ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন দেখি নারায়ণ॥
শুনিয়া রাজার মুখে নিষ্ঠুর ভারতী।
কন্যাগণ গেল পরে যে যার বসতি॥
সোমেশ্বর বন্দি রাজা চলিল উত্তরে।
মহাহিম ভেদিলেক বীর বৃকোদরে॥
সোমেশ্বর পার হৈতে নারি প্রাণপণে।
ভেদিল ভীমের দেহ পড়িল অজ্ঞানে॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
ভীমসেন পতনে কম্পিত ধরাধর॥
সমুদ্রে সুমেরু গিরি যেন দিল ঝম্প।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে থাকিয়া বাসুকি হৈল কম্প॥
পড়িলেন বৃকোদর পর্ব্বত বিশালে।
চরাচর কম্পমান সাগর উথলে॥
বাসুকি এড়িল বিষ যোদ্ধা এড়ে বাণ।
চমকিত পশু পক্ষী ছাড়িল যে প্রাণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।
চারিদিকে শব্দে পড়ে লঙ্কার দুয়ার॥
ইন্দ্র শঙ্কা পান মনে বিষম আহ্লাদে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত গগনমণ্ডলে॥
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত দুর্ব্বার।
শব্দে সেতুবন্ধ হৈল তরঙ্গ ঝঙ্কার॥
ঋষি মুনি তপস্বির ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
বন এড়ি পশু ধায় লইয়া সে প্রাণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।
বৃকোদর পড়িলেন খণ্ডে ক্ষিতিভার॥
যুধিষ্ঠির দেখিল পড়িল ভীম ভাই।
মূর্চ্ছিত হইল শোকে জ্ঞান সজ্ঞা নাই॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর।
হাহাকার করিয়া ভাবেন বৃকোদর॥
মরিতে করিল ভাই স্বর্গ আরোহণ।
প্রাণের অধিক তুমি বিক্রমে শমন॥
সংসার হইল শূন্য তোমার বিহনে।
শুনিয়া পাইল ভয় গিরিবাসীগণে॥
যার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতি মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপরে॥
কারে নিয়া যাব স্বর্গ দেখিতে মুরারি।
কেবা জিজ্ঞাসিবে পথে বচন মাধুরী॥
কে আর তারিবে দুষ্ট দৈত্যগণ হৈতে।
কে করিবে আর গর্ব্ব কৌরব মারিতে॥
কিবা নিয়া যাব স্বর্গ দেখিবারে হরি।
তুমি বিনে মম বৃথা প্রাণ ধরি॥

যবে জতুগৃহ কৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন॥
চলিতে না পারি সুড়ঙ্গের পথ ঘোরে।
পঞ্চ জনে লয়ে ভাই গেলে একেশ্বরে॥
হিড়িম্বেরে মারিলা হিড়িম্বা পরিণয়।
কত দৈত্য পাইল দেখিয়া তোমা ভয়॥
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলে বিনাশিয়া বকে।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লোভিলে দ্রৌপদীকে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হই তোমার প্রতাপে।
মরিল কীচক বীর তব বীরদাপে॥
বিরাটেরে মুক্ত কৈলে সুশর্ম্মার ঠাই।
মম বাক্য বিনা কিছু না জানিতে ভাই॥
জরাসন্ধ বধ কৈলে মগধ প্রধান।
জটাসুর মারি বনে কৈলা পরিত্রাণ॥
নিষ্ক্ষত্রি করিলে ক্ষিতি ভারত সমরে।
মম সঙ্গে আইলে যাইতে সুরপুরে॥
তবে কেন এড়ি মোরে পড়িলে পর্ব্বতে।
উত্তর না দেও কেন ভ কি স্নেহ মতে॥
পর্ব্বতে পড়িলে ভাই ছাড়িয়া আমারে।
জিজ্ঞাসিবে কে পথ বৃত্তান্ত বারেবারে॥
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে মৃগমাংসে॥
কির্ম্মিরাদি বিনাশ করিলে ঘোর বনে।
যুদ্ধ দেখি দ্রৌপদী সন্তুষ্ট হৈলা মনে॥
আমরা নিদ্রিত হৈলে থাকিতে জাগিয়া।
আমারে ত্যজিয়া কেন রহিলে শুইয়া॥
বড় দুঃখ দিয়া গেলে আমার অন্তরে।
উঠ উঠ প্রাণ ভাই উঠ ধরি করে॥
মম বাক্য বশ ভাই মম বাক্যে স্থিত।
মম সেবা বিনা ভাই জীতে মৃত্যু কৃত॥
যেকালে আইনু ধৃতরাষ্ট্র ভেটিবারে।
অন্ধের আছিল মন তোমা মারিবারে॥
গোবিন্দ রাখেন তোমা লোহ ভীম দিয়া।
হেন ভাই নিদ্রা গেলে পর্ব্বতে পড়িয়া॥
এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
চারি ভাই ভার্য্যা ভাবি আকুল অন্তরে॥
লক্ষ্মণ পড়িল যবে রাবণের শেলে।
ক্রন্দন করেন রাম ভাই লৈয়া কোলে॥
সেইমত কান্দিলেন ভীমে কোলে নিয়া।
হিমে তনু কাপে তবু ব্যাকুল কান্দিয়া॥
প্রবোধ করিবে হেন নাহি কোন জন।
ধর্ম্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন॥

জননীরে স্মরিয়া কহিল শোক পাই।
এ হেন দুখিরে কেন গর্ব্ভে দিল ঠাই॥
শৈশবে মরিল পিতা না পড়ি সে শোকে।
পিতামহ ভীষ্মদেব পালিল সবাকে॥
হিংসা হেতু বিষ লাড়ু ভীমে খাওয়াইল॥
পাপ দুর্য্যোধন যবে ভাসাইয়া দিল॥
উদ্দেশ না পায়ে কান্দে জননী আমার।
সাত দিন পিতামহ ছিল অনাহার॥
অনন্ত করিয়া কৃপা দিল প্রাণ দান।
তাতে না মরিলে ভাই পাইয়াছ ত্রাণ।
দেখিবারে গোবিন্দ আইলে স্বর্গপুরী।
না পাইলে দেখিবারে প্রসন্ন শ্রীহরি॥
হায় বীর পার্থ কৃষ্ণা সুন্দর নকুল।
হায় সহদেব বীর বিক্রমে অতুল॥
তোমা সবা বিনা প্রাণ না রহে আমার।
তোমা সবাকারে চক্ষে না দেখিব আর॥
হায় বিধি মম ভাগ্যে কি আছে না জানি।
মম কর্ম্মে এত দুঃখ লিখিলা আপনি॥
কোন জন্মে আমার আছিল কোন পাপ।
এ কারণে দহে তনু শোকের সন্তাপ॥
কি করিনু কি হইল আর কিবা হয়।
এত বলি কান্দিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
হায় মাতা পিতা মোহে কোথা গেলে ছাড়ি।
হায় দুর্য্যোধন অন্ধ বিদুর গান্ধারী॥
হায় ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পঞ্চাল কুমারী।
তোমাসবাকার শোক সহিতে না পারি॥
হায় ভীমার্জ্জুন হায় মাদ্রীপুত্র ভ্রাতা।
হায় কৃষ্ণা প্রাণপ্রিয়া ছাড় গেলে কোথা॥
এক দণ্ড কোথা না যাইতে আজ্ঞা বিনা।
তবে আমা একা রাখি ছাড়ি গেলে কিনা॥
সব দুঃখ যায় যদি পাপ আত্মা ছাড়ি।
এত বলি কান্দিছেন ভূমিতলে পড়ি॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া ধর্ম্মের তনয়।
ক্রন্দন সম্বরি রাজা ভাবিল হৃদয়॥
কোন পাপে বৃকোদর স্বর্গে নাহি গেল।
এই কথা ভূপতির মনেতে হইল॥
মিথ্যা বলি দ্রোণ গুরু বিনাশিল রণে।
স্বর্গে নাহি গেল ভাই ইহার কারণে॥
এই চিন্তা করি রাজা ভাবিত অন্তরে।
একান্তে গোবিন্দ চিন্তি চলিল উত্তরে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
যাহার চরিত্র রীতি ভুবনে প্রকাশ॥
কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দ ভাবিয়া।
তরিবে শমন দায় শুন মন দিয়া॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্র ও কুক্কুর রূপী ধর্ম্মের সংবাদ।

মুনি বলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
উত্তরেতে চলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
কতদূরে দেখি গন্ধমাদন পর্ব্বত।
যাহার সৌরভ যায় যোজনেক পথ॥
তাহে উঠি শুনলেন স্বর্গের বাজনা।
ভূপতি করিল মনে পুরিল কামনা॥
স্বর্গের দুর্লভ ভোগ সেই গিরিবরে।
আরোহণ করিলেন হরিষ অন্তরে॥
অপূর্ব্ব মহেশ লিঙ্গ মরকত ময়।
পর্ব্বতে দেখিল তবে ধর্ম্মের তনয়॥
অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান লোকে মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল মনোহর॥
হিরা মণি মাণিক্যের মন্দির সুঠাম।
দেখি রাজা ভক্তিভাবে করিল প্রণাম॥
ভ্রাতৃশোকে ভার্য্যা শোকেজ্ঞাতিপুত্রশোকে।
করযোড়ে স্তব স্তোত্র করেন সম্মুখে॥
হরি হর এক তনু ভিন্ন কভু নয়।
হরি ভক্ত মোরে হর হবেন সদয়॥
এত বলি বর মাগি যান নরবরে।
কতকালে পার হব দুঃখের সাগরে॥
বিষাদ ভাবেন মনে ধর্ম্মের নন্দন।
কারে নিয়া যাব আমি ত্রিদিব ভুবন॥
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণ সহিতে।
হিমে যদি যায় তনু তরি দুঃখ হৈতে॥
বংশক্ষয় করিয়াছি স্বর্গে আরোহিয়া।
চারি ভাই ভার্য্যা বনে বিসর্জ্জন দিয়া॥
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ।
কোন মুনি দেব ঋষি মোরে দিল শাপ॥
কান্দেন ভূপতি স্মরি দ্রৌপদী সুন্দরী।
হেনকালে আসে যত গন্ধর্ব্বের নারী॥
কন্যাগণ বলে রাজা কান্দ কি কারণ।
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ গন্ধমাদন॥
স্বর্গে আসি কান্দ কেন কহ বিবরণ।
এ স্থানে না হয় কেহ দুঃখের ভাজন।
কন্যাগণ বাক্য শুনি কহেন পরে।
চারি ভাই ভার্য্যা মৈল পর্ব্বত উপরে॥
ছয় জন মধ্যে আমি আছি এক জন।
মহাহিমে স্বর্গপথে মৈল পঞ্চজন॥

মহাবীর ভাই ভার্য্যা না দেখি আর।
এই হেতু কান্দি কন্যা শুন সমাচার॥
রাজার বচন শুনি কন্যাগণ হাসে।
প্রবোধ বচন কিছু কহে মৃদুভাষে॥
ভাবিত না হও রাজা ভার্য্যা ভ্রাতৃশোকে।
তব অগ্রে তারা সবা গেছে স্বর্গ লোকে॥
কি কারণে কান্দ রাজা হৈয়া বিচক্ষণ।
স্বর্গেতে সবার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্বর্গ পথে আসিতে পড়িল রাজা সব।
তারা সব অগ্রে গেল শুনহ পাণ্ডব॥
উপেন্দ্র খগেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
তুমি মহারাজ তেঁই আইলে হেথায়॥
আর এক বাক্য রাজা শুন সাবধানে।
এত দূরে আসিয়াছ পুণ্যের কারণে॥
মনুষ্যের শক্তি নাহি এত দূর আসে।
অতএব এক বাক্য বলিব বিশেষে॥
রাজা হৈয়া থাক গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
স্বর্গের অধিক সুখ ভুঞ্জ আনন্দেতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন কন্যাগণ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করি স্বর্গে আরোহণ॥
সংকল্প করিনু আমি অবনী ভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমর নগর॥
প্রাণ তুল্য ভাই ভার্য্যা পড়িল বিবাদে।
কি কার্য্য রাজ্যেতে মম বিপুল সম্পদে॥
এত শুনি নিবৃত্ত হইল কন্যাগণ।
যুধিষ্ঠির করিলেন স্বর্গ আরোহণ।
কত দূরে দেখিলেন কিন্নরের পুরী।
পদ্মিনী রমণীগণ আর বিদ্যাধরী॥
যুধিষ্ঠিরে বলে তুমি কোন পুণ্যবান।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ আমাদের প্রাণ।
আমা সবাকার স্বামী হও মহামতি।
যাচিকা হইয়া বলে যতেক যুবতী॥
পুরুষ না আছে আর রাজ্যেতে আমার।
তুমি রাজা হও নারী হইব তোমার॥
অকাল মরণ নাহি নরা মৃত্যুভয়।
নানা সুখ পাবে রাজা জানিবে নিশ্চয়।
অবশেষে মহাশাস্ত্র শিখাব তোমারে।
শীত ভেদী অনায়াসে যাবে সুরপুরে॥
শুনি কন্যাগণ বাক্য বলিল রাজন।
সুখ অভিলাষ নাহি করে মম মন॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে দেবকন্যাগণ।
স্বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ॥

দ্বাপরের শেষ হৈল কলি অবতার।
সত্য ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত অতি কদাচার॥
এ কারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভুবন।
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞা নারায়ণ॥
করিয়াছি সংকল্প যাইব স্বর্গপুরি।
ইহা জানি ক্ষমা মোরে করিবা সুন্দরী॥
কন্যাগণ বলে রাজা তুমি মুর্খজন।
কি ফল পাইবা স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
হেথা ফল কত পাবে কি কব তোমারে।
না শুনিয়া নরপতি চলিল উত্তরে।
পাইল লিঙ্গময় গিরি অতি মনোহর।
নারীগণ আসে যথা পুজিতে শঙ্কর॥
ত্রিভুবন সার বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত।
চতুর্দ্দশ সহস্রেক শিবলিঙ্গ স্থিত॥
পরম সুন্দর গিরি কি কহিতে পারি।
সুমেরু কৈলাস জিনি মহেশ্বর পুরী॥
বিচিত্র নগর ঘর অতি মনোরমে।
কন্যাগণ আসে নিত্য শিবের আশ্রমে॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান চন্দ্র সম কান্তি।
রূপ দেখি মুনিগণ মনে হয় ভ্রান্তি॥
নানা অলঙ্কার শোভা ত্রৈলোক্য মোহিনী।
মুখপদ্ম করপদ্ম সকল পদ্মিনী॥
বিচিত্র চম্পক দাম শোভিত গলায়।
কেহ কেহ নৃত্য করে কেহ গীত গায়॥
যুধিষ্ঠির ভূপতি আসিল সেই পথে।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া যায় তাহার সাক্ষাতে॥
ঋষি মুনিগণ শুনি ধর্ম্মের প্রয়াণ।
দেখিতে আসিলা সবে আনন্দ বিধান॥
পৃথিবীর রাজা হেথা অতি পুণ্যভোগে।
ত্বরীত আইল সবে যুধিষ্ঠির আগে॥
দেব ঋষিগণ আসি করিলা সম্ভাষ।
অন্ধকার ঘুচি গেল হইল প্রকাশ॥
প্রণাম করেন রাজা ঋষি মুনিগণে।
ভূপতিরে আশীর্ব্বাদ কৈল সর্ব্বজনে॥
শোভা পায় সে পর্ব্বতে বৈতরণী তীর।
অতি অপরূপ তাহা সুললিত নীর।
পর্ব্বতে বেষ্টিত জল অতি সুশোভন।
অষ্টাশী তপস্বী তপে রত অনুক্ষণ॥
ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর।
সুন্দর কনক পদ্ম ফুটে নিরন্তর॥
অষ্টাশী সহস্র ঋষি দেখি গুণধাম।
যোড়হাতে নরপতি করিল প্রণাম॥

যুধিষ্ঠীরে দেখিয়া প্রশংসি মুনিগণ।
বলিলেন ধন্য রাজা হরি পরায়ণ॥
তোমা সম পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
সশরীরে আসিয়াছ অমর ভুবনে॥
এই বৈতরণী নদী পরম নির্ম্মল।
উত্তর হইতে হবে দক্ষিণ মণ্ডল॥
দক্ষিণে শমন পুরে প্রবল তরঙ্গ।
পাপী পার হইতে নারে দেখে দেয় ভঙ্গ॥
মনেতে গোদান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হইয়া যায় নৌকা আরোহণে॥
ভূপতি বলেন আমি পাপী নরাধম।
মুনিগণ বলিলেন মহা পুণ্যতম॥
এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত্ত ডাকিয়া।
ভূপতিরে পার কৈল নৌকা যোগ দিয়া॥
ঋষিগণে বন্দি রাজা হৈয়া নদী পার।
পুণ্য হেতু দেখিলেন সুরপুর দ্বার॥
চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ দেখেন প্রত্যেক।
স্বর্গ আরোহণ হৈতে আছে যোজনেক॥
পার হৈয়া বৃক্ষতলে বসি নরেশ্বর।
স্বর্গময় দেখি হলেন চিন্তিত অন্তর॥
কি অদ্ভুত স্বর্গ দ্বার দেখি বিদ্যমান।
নানা ধাতু বিরাজিত প্রবাল প্রমাণ।
হাতে অস্ত্র দ্বারপাল চৌদিকে বেষ্টিত।
কোন লোক পুণ্যবান তথা নিবারিত॥
ইন্দ্র আজ্ঞা বিনা দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে।
বুকের দাণ্ডাইয়া স্তিতকর যোড়ে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হইল অগ্রসরি।
দ্বারপালগণ কহে করযোড় করি॥
তোমার জনক পূর্ব্বে পাণ্ডু নরপতি।
মৃগ ঋষি শাপে তার না হয় সন্ততি॥
বিমুখ হইয়া রাজা সর্ব্ব সুখ তায়।
কুন্তী মাদ্রী ভার্য্যা সহ আইল হেথায়॥
অপুত্রক হেতু ইন্দ্র আজ্ঞা নাহি দিলা।
হেথা হৈতে পুনঃ তিনি মর্ত্যপুরে গেলা॥
দৈবে হৈতে জন্ম হৈল তোমা পঞ্চ ভাই।
পুত্রবান হইয়া বৈকুণ্ঠ পান ঠাঁই॥
তার ক্ষেত্রে জন্ম তব ধর্ম্মের ঔরসে।
তুমি মহাধর্ম্মশীল জানি সবিশেষে॥
মুহূর্ত্তেক বৈস রাজা শূন্য সিংহাসনে।
ইন্দ্রে জানাইয়া স্বর্গে লব এইক্ষণে॥
দ্বারপাল গিয়া বার্ত্তা দিল পুরন্দরে।
যুধিষ্ঠির রাজা আইলেন সুরপুরে॥
শুনিয়া কহিল দেব সবে ইন্দ্র প্রতি।
স্বর্গে করি যুধিষ্ঠিরে আন শীঘ্রগতি॥
এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি।
যুধিষ্ঠীরে ছলিবারে যান শীঘ্র করি॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কপট দ্বিজাতি॥
জিজ্ঞাসিলা যুধিষ্ঠীরে কপট ব্রাহ্মণ।
বড় পুণ্যবান তুমি বল কোন জন॥
কোন দ্বীপে রাজা ছিলে হৈলে কোন দানে।
কোন পুণ্য স্বদেহে আইলা দেবস্থানে॥
এত শুনি ভূপতি কহেন যোড়হাতে।
পরিচয় মহাশয় কহিব তোমাতে॥
জম্বু দ্বীপ নামে দ্বীপ আছে পৃথিবীতে।
জন্মিলেন যাতে ব্রহ্মা তার দিবারিতে॥
চন্দ্রবংশে দেব অংশে হস্তিনায় ধাম।
পাণ্ডু পুত্র ঋষি গোত্র যুধিষ্ঠীর নাম॥
রাজ্যলোভে সবাকারে বধিলাম রণে।
লোভে পাপ পাপে তাপ হৈল মম মনে।
জ্যেষ্ঠতাত সহ মাতা গেল তপোবনে।
পঞ্চ ভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানা স্থানে॥
আমার বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ।
আজ্ঞা দেন কর রাজা স্বর্গ আরোহণ॥
কলি অবতার হবে দ্বাপরের শেষ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ।
যদুবংশ করি ত্রাণ ব্রহ্মশাপ ছলে।
আপনি বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু গেলেন কৌশলে॥
তবে মোরা পঞ্চ ভাই করিয়া বিচার।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্য অধিকার॥
পঞ্চ ভাই ভার্য্যা সহ আসি স্বর্গপথে।
হিম শীতে পঞ্চ ভাই পড়িল পর্ব্বতে॥
শোক দুঃখ সন্তাপে তাপিত মম মন।
এই তিন তত্ত্ব দ্বিজ করি নিবেদন॥
একেশ্বর দ্বিজবর যাব স্বর্গপুরী।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া দেখিব মুরারি॥
কিম্বা প্রাণ যাক কিম্বা যাই স্বর্গপুরে।
করিয়া সংকল্প এই আসি এত দূর॥
কত দূরে আছে স্বর্গ কহ দ্বিজবর।
যাইতে পারিব কিম্বা যাবে কলেবর॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ধর্ম্ম নরবর।
এখনি দেখিবে রাজা পঞ্চ সহোদর॥
কুরুক্ষেত্রে ছিল যে আঠার অক্ষৌহিণী।
পুরাকারে ক্ষণেকে দেখিবা নৃপমণি॥

এড় হৈলা সর্ব্ব দুঃখ আর চিন্তা নাই ।
আমি লয়ে যাব তোমা ঈশ্বরের ঠাঁই ॥
নিকট হইল স্বর্গ যাবে মুহূর্ত্তেকে ।
শোক দুঃখ পরিহর জানাই তোমাকে ॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির কথা হয় এই মতে ।
তথা ধর্ম্ম আইলেন কুকুর রূপেতে ॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে মন যায় ॥
দণ্ড নিয়া ব্রাহ্মণ মারিল তাঁর গায় ।
নির্ঘাত প্রহার হয় কুকুরের দেহে ।
পরিত্রাণ হেতু মন যুধিষ্ঠিরে কহে ॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহাপুণ্যবান ।
নির্দ্দয় ব্রাহ্মণে বধে কর পরিত্রাণ ॥
দণ্ডের প্রহারে মম কম্পমান দেহ
উদ্ধার করিতে নাহি তোমা বিনা কেহ ॥
কুকুরের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে ।
বলিল বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে ॥
নাহি মার কুকুরেরে শুন দ্বিজবর ।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর ॥
হাতে দণ্ড বলিলেন নৃপতির প্রতি ।
মম হাতে কুকুরের নাহি অব্যাহতি ॥
পুণ্য হীন কুকুরের নাহি পরিত্রাণ ।
পুণ্য বিনা স্বর্গে বাস নাহি মতিমান ॥
ভূপতি বলেন রাখ কুকুরের প্রাণ ।
সত্যের অর্দ্ধেক পুণ্য দিব আমি দান ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধর্ম্ম হাসি মনে ।
ধরিলেন নিজ মূর্ত্তি রাজা বিদ্যমানে ॥
তদন্তরে দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি ধরি ।
পরিচয় কহিলেন হাস্য তুণ্ড করি ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র দেখি রাজা আপন নয়নে ।
লোটাইয়া পড়িলেন অষ্টাঙ্গে চরণে ॥
কোলে করি ধর্ম্ম সাধু বলিল তাঁহাকে ।
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির না চিন আমাকে ॥
ধর্ম্ম বলি মর্ত্ত্যলোকে বলয়ে আমারে ।
আমার ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে ॥
ইনি ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গ অধিপতি ।
আইস কোলেতে করি কেন দুঃখমতি ॥
প্রচারিল তোমার চরিত্র ত্রিভুবনে ।
স্বর্গপুরে চল চড় পুষ্পক বিমানে ॥
পদব্রজে পর্ব্বতে পাইয়াছ বড় পীড়া ।
একে সুকোমল তনু শোক চিন্তা বাড়া ॥
সর্ব্ব দুঃখ দূরে ত্যজি চল স্বর্গপুরে ।
মাতা পিতা দেখিবে সকল সহোদরে ॥

এতেক কহিল যদি ধর্ম্ম মহাশয় ।
আনন্দিত হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
অপূর্ব্ব ভারত কথা স্বর্গ আরোহণে ।
যুধিষ্ঠির স্বর্গে যান কাশীদাস ভণে ॥

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী গমন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

ধর্ম্ম আদি দেবচয়, দেখি রাজা সবিনয়,
প্রণাম করেন সবাকারে ।
মাতলি ইঙ্গিত পেয়ে, দিব্য পুষ্পরথ লয়ে,
যোগাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র দুই জনে, গন্ধ মাল্য আভরণে,
যুধিষ্ঠিরে করিল ভূষিত ।
বিবিধ বন্ধন ছন্দ, মস্তকে মুকুট বন্ধ,
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় গীত ॥
পারিজাতপুষ্পমালা, শোভিত রাজার গলা,
বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল ।
উর্ব্বশী প্রভৃতি নাচে, কেহ আগে কেহ পাছে,
জয়শঙ্খ কাংস করতাল ॥
মাতলি সারথি রথে, ধর্ম্ম ইন্দ্র আদি সাথে,
বায়ু চন্দ্র বরুণ হুতাশ ।
কেহ ছত্র শিরে ধরে, হুলাহুলি জয় করে,
কেহ করে চামর বাতাস ।
কেহ অগ্রে যায় ধেয়ে, পঞ্চ বাদ্য বাজাইয়ে,
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দ প্রচুর ।
মুনিগণে বেদ গান, ধর্ম্মপুত্র স্বর্গে যান,
মুহূর্ত্তে গেলেন সুরপুর ॥
প্রথমে দেখেন চারু, পারিজাত পুষ্পতরু,
নানা বর্ণে দেবের নগর ।
চারি পাশে সারি সারি, অতি মনোহর পুরী,
হাট বাট নাহি পাঠান্তর ॥
দেখি রাজা পূর্ণ করি, সকল সুবর্ণ পুরী,
সর্ব্ব গৃহে কিন্নরের গান ।
সদা মহানন্দময়, নাহি জরা মৃত্যু ভয়,
কৌতুকে বিহরে পুণ্যবান ॥
স্বর্গ গত নৃপবর, তারে দেখি পুরন্দর,
বসাইল স্বর্ণ সিংহাসনে ।
পদ প্রক্ষালিতে বারি, ভরিয়া সুবর্ণ ঝারি,
যোগাইল যত দাসগণে ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা পেয়ে পরে, নানা দ্রব্য উপহারে,
ভোজন করায় নরনাথে ॥
কর্পূর তাম্বূল দিয়া, পালঙ্কেতে বসাইয়া,
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্ম্মসুতে ॥

বিদ্যাধরী শত শত, স্বর্গে বৈসে যত যত,
নৃত্য করে রাজার সমীপে।
তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব আদি, গায় গীত স্বর সাধি,
সুরপুরী মোহিত আলাপে॥
ইন্দ্র বলিলেন ধীর পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির
নর দেহে স্থিত স্বর্গপুরে।
এ পুরী অমরাবতী, হও তুমি অধিপতি
যুক্তি আসে আমার বিচারে॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী; যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
বলিলেন বিনয় বচন॥
তব ভাবে পাই ত্রাস, কেন কর পরিহাস,
আমি মূঢ়মতি অকিঞ্চন॥
সত্য বৈনু মর্ত্যপুরী; বৈকুণ্ঠ দেখিব হরি,
তুমি মম সব দুঃখ জান।
তুমি পিতা দেব আর্য্য, কর মম এই কার্য্য,
স্বর্গসুখে নাহি মম মন॥
ইন্দ্র বলিলেন বাণী অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,
পঞ্চ ভাই শতেক কৌরবে।
পিতা খুড়া জ্যেষ্ঠতাত;জ্ঞাতিগোত্র তব মাত
সর্ব্ব সঙ্গে বৈকুণ্ঠে মিলিবে॥
এত বলি সেইক্ষণে, পুষ্পরথ আরোহণে,
পাঠাইল স্বর্গ পরকাশ।
ভারত সঙ্গীত গীত; হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
নিজ পুণ্যে স্বর্গে যান ধর্ম্মের তনয়॥
পুষ্পরথে আরোহিয়া গেল বিষ্ণুপুরে।
অগ্রে পাছে দেবগণ জয়শব্দ করে॥
রম্ভা তিলোত্তমা আদি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
কেহ গীত গায় কেহ নাচে তাল ধরি॥
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর বাতাস।
দুই ভিতে সারি২ দেবের আবাস॥
ব্রহ্মলোকে দেখি রাজা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ।
প্রণমিয়া করিলেন সম্ভাষ কৌতুক॥
অতি সমাদরে ব্রহ্মা প্রিয় আলিঙ্গনে।
চারি মুখে প্রশংসেন ধর্ম্মের নন্দনে॥
তথা হৈতে নরপতি নানা স্বর্গ দেখি।
অপুর্ব্ব কৈলাসপুরী দেখিলা কৌতুকী॥
ইন্দ্রধনু জিনি পুরী পরম উজ্জ্বল।
দিবা রাত্রি শুভ্র জ্যোৎ সদা ঝলমল॥
গণেশ কার্ত্তিক নন্দি ভৃঙ্গ মহাকাল।
সভা দেখি আনন্দিত ধর্ম্ম মহীপাল॥
হরগৌরী দোঁহারে দেখিয়া একাসনে।
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করিল চরণে॥
আইস ভূপতি বলিলেন শূলপাণি।
ভাল হৈল স্বর্গে গতি ত্যজিয়া অবনী॥
তোমা সম পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
সকায়ে আইলে এই অমর ভুবনে॥
এত বলি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
প্রণাম করিয়া যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কতক্ষণে বৈকুণ্ঠে হইল উপনীত।
পুরী দেখি নরপতি হইল বিস্মিত॥
করিলেন কিরূপে নির্ম্মাণ নারায়ণ।
ত্রিভুবনে নাহি পুরী ইহার তুলন॥
রত্নের মন্দির যত শত সূর্য্য তেজে।
কমল পতাকা শ্বেত চামর বিরাজে॥
সকল আলয় মণি মরকত ময়।
চারু চক্র বিরাজিত পরম সদয়॥
প্রবেশ করেন পুরী জয় জয় দিয়া।
রত্নাসনে নারায়ণ দেখিলেন গিয়া॥
রথ হৈতে নামি পরে, যান পদব্রজে।
প্রণাম করেন গিয়া বিষ্ণু চতুর্ভুজে॥
বিদ্যমানে নারায়ণ দেখিয়া ভূপতি।
চমৎকার মানিলেন অঙ্গের আকৃতি॥
হস্ত পদ সুশোভিত কর্ণে শতদল।
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল॥
শ্যাম অঙ্গ পীতবাস হাটক নিছনি॥
নবজলধর মাঝে যেন সৌদামিনী।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শোভে চারি হাতে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভে মরকতে॥
বামদিকে কমলা দক্ষিণে সরস্বতী।
এই বেশে হৃষিকেশ দেখিল ভূপতি॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি পড়িল চরণে।
বলিলেন নারায়ণ আনন্দিত মনে॥
আইসহ হে নরপতি ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম।
অনুক্ষণ না দেখিয়া পাই ব্যথা মর্ম্ম॥
অগ্রসরি উঠিয়া করিল আলিঙ্গন।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন॥
পদ পাখালিতে বারি যোগান দেবতা।
চামর বাতাস দিল ইন্দ্র চন্দ্র ছাতা॥
কেহ পদ পাখালয়ে কেহ পদ মুছে।
কিন্নরী গন্ধর্ব্ব গায় বিদ্যাধরী নাচে॥

সুখাসনে দুই জনে বসিয়া কৌতুকে।
জিজ্ঞাসেন গোবিন্দ বৃত্তান্ত হাস্যমুখে॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সব অত্যন্ত।
পরীক্ষিতে করিলাম রাজ্যে দণ্ডধর॥
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ আসি স্বর্গ পথে।
মহাহিমে পাঁচজন পড়িল পর্ব্বতে॥
শোকে দুঃখে একাকী আইনু স্বর্গলোকে।
শরীর সার্থক হৈল দেখিয়া তোমাকে॥
শুনিয়া কহেন সমাদরে নারায়ণ।
অগ্রে আসিয়াছে তারা আমার সদন॥
করযোড়ে কহিলেন ধর্ম্মের তনয়।
নয়নে দেখিলে সবে হইবে প্রত্যয়॥
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়া।
চলিল উত্তর মুখে দ্বার খসাইয়া॥
দক্ষিণেতে শমনের চির অধিকার।
চর্ম্মচক্ষে দেখিলেন সর্ব্ব অন্ধকার॥
প্রবেশ করিল ভূপ অবিলম্বে তথা।
দেখিতে না পাইলেন কেবা আছে কোথা॥
যুধিষ্ঠীরে পাইলেন জ্ঞাতি গোত্রগণে।
চতুর্দ্দিকে ডাকিলেন হরষিত মনে॥
দ্রোণ কর্ণ ভীষ্ম শত ভাই দুর্য্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুন্দর।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী পুত্রগণে।
কুন্তী মাদ্রী দুই দেখি পাণ্ডু রাজা সনে॥
দ্রৌপদী গান্ধারী আদি যত কুরুনারী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী আছে সেই পুরী॥
বলিলেন সবে ধর্ম্ম তুমি পুণ্যবান।
স্বকায়ে দেখিলে স্বর্গ দেব ভগবান॥
অল্প পাপ হেতু মোরা পাই বড় ক্লেশ।
দরশনে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ॥
তোমা দরশনে দুঃখ হইল বিনাশ।
চন্দ্রের সদৃশ যেন তোমার প্রকাশ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠীর চান চারি পানে।
দেখিতে না পান মাত্র শুনিলেন কাণে॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পান ভয়।
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয়॥
ভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণেরে।
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি বান্ধবেরে॥
কেন বা হইল মম নরক দর্শন।
বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ স্থির কর মন॥
গোবিন্দ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
কিছু পাপ হৈতে হৈল নরক দর্শন॥
জ্ঞাতি গোত্র নাহি দেখ ইহার কারণে।
পাপ ক্ষয় হৈল এবে ভয় ত্যজ মনে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হেতু শ্বেতদ্বীপে গমন ও স্বজনাদি দর্শন।

মুনি বলিলেন শুন রাজা সাবধানে।
যুধিষ্ঠীরের পাপ হৈল যাহার কারণে॥
ভারত সমরে যবে হয় মহারণ।
অর্জ্জুনের সারথি হইল নারায়ণ॥
মারিলেন বহু সৈন্য উপরে থাকিয়া।
ভীষ্ম বীরে বধিলেন শিখণ্ডী রাখিয়া॥
তবে সেনাপতি হয় দ্রোণ মহাশয়।
কোন মতে দ্রোণবীর নহে পরাজয়॥
অনেক প্রকারে দ্রোণ না হন বিনাশ।
করিলেন দেখিয়া উপায় শ্রীনিবাস॥
কপটে মারেন হস্তী অশ্বত্থামা নামে॥
অশ্বত্থামা হত শব্দ হইল সংগ্রামে॥
শুনি চমৎকার লাগে দ্রোণের অন্তরে।
অশ্বত্থামা হত হরি কহিল সমরে॥
প্রত্যয় না যান দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
দ্রোণ বাক্য শুনিয়া চিন্তিত নৃপমণি।
কি রূপে কহিব আমি এ অসত্য বাণী॥
বলিলেন কৃষ্ণ রাজা না কহিলে নয়।
মিথ্যা না কহিলে দ্রোণ নাহি পরাজয়॥
পুনঃ২ নিন্দিয়া বলিল বৃকোদর।
অশ্বত্থামা হত দ্রোণে কহ নরবর॥
মিথ্যাবাক্য ভয় যদি কর নরেশ্বর।
অশ্বত্থামা হত ইতি বল লঘুস্বর॥
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা না কহিলে নয়।
বলিলেন ডাকিয়া দ্রোণেরে মহাশয়॥
অশ্বত্থামা হত হইল ইহা আমি জানি।
লঘুশব্দে গজ ইতি বলেন আপনি।
অশ্বত্থামা হত শুনি ধর্ম্মের বদনে।
দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে॥
এই পাপ করিলেন ধর্ম্মের কুমার।
এই পাপে যুধিষ্ঠীর দেখে অন্ধকার॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ।
কহিলেন কপট করিয়া নারায়ণ॥

কৌরব সহিতে যবে হইল সমর ।
চক্রব্যূহ করি যুদ্ধে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে জর্জ্জরিত করিল তোমারে ।
অভিমন্যু ডাকি তুমি কহিলে তোমারে ॥
পিতার সমান তুমি মহাশুদ্ধমতি ।
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ মহারথী ॥
গুরুবধে আজ্ঞা দিলে হৈয়া ক্রোধমন ।
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ॥
গুরুবধ মহাপাপ শুন নরপতি ।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি ॥
পাপেতে নরক রাজা দেখ অন্ধকার ।
রাজা বলিলেন কর সঙ্কটে উদ্ধার ॥
তবে হরি অনুজ্ঞা দিলেন খগেশ্বরে ।
নৃপে নিয়া যাও শ্বেতদ্বীপ সরোবরে ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি ।
দেখাইব ধর্ম্মে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর ।
যুধিষ্ঠিরে নিয়া গেল সরোবর তীর ।
পাষসাটে পর্ব্বত উভয়ে দৃঢ়তর ।
মহূর্ত্তেক সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বর ॥
সরোবর দেখিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥
জলে জলচরগণ নানা ক্রীড়া করে ।
ঋষি মুনি মুনিন্দ্র যোগিন্দ্র চারি ধারে ॥
বিচিত্র উদ্যান বন নগর চত্বর ।
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতি মনোহর ।
বিহরেন দেবগণ দেবকন্যা নিয়া ।
হর হরি পূজারত নানা দ্রব্য দিয়া ॥
অনেক ঈশ্বর মূর্ত্তি সর্ব্ব দেব স্থান ।
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান ॥
মনুষ্য হইয়া যদি তাহে স্নান করে ।
দেব দেহ পায়ে যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
হেন সরোবর দেখি ধর্ম্মের নন্দন ।
পুণ্যজলে স্নান করি করিল তর্পণ ॥
মানব শরীরে তথা দেব দেহ হন ।
দুঃখ শোক পাসরিয়া সব সিদ্ধি মন ॥
নর দেহ এড়ি রাজা দেব দেহ ধরে ।
পৃষ্ঠে করি গরুড় উড়িল বায়ুভরে ॥
মুহূর্ত্তেকে গেল যথা দেব নারায়ণ ।
চতুর্ভুজ ধর্ম্মরাজে কৈল সমর্পণ ॥
রাজারে কহিল হরি না করিয়া মায়া ।
নিমিষে হইল তুমি নাহি অঙ্গছায়া ॥

কিরূপ আছিলে রাজা হইলে কি রূপ ।
বিচারিয়া মনে বুঝ আপনার রূপ ॥
ভূপতি বলেন শুন অনাদি গোসাই ।
তোমার প্রসাদে মম পূর্ব্বরূপ নাই ॥
দেবত্ব পাইনু মম হেন হয় জ্ঞান ।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান ॥
মত্যেতে রাখিলা হরি অশেষ সঙ্কটে ।
নিজ পুরী এড় সদা ভক্তের নিকটে ॥
রাজসূয় করাইল নিজে বক্ষ বল ।
শিশুপাল দন্তবক্র দিলা প্রতিফল ॥
রাখিলা দ্রৌপদী লজ্জা কৌরব সমাজে ।
দ্বাদশ বৎসর রক্ষা কৈল বনমাঝে ॥
দুর্ব্বাসারে দুর্য্যোধন পাঠাইল যবে ।
সেই দিন সমাধা যে করিত পাণ্ডবে ॥
নিশাকালে রক্ষা কৈলা কাননেতে গিয়া ।
মোহিলা মুনির মন বিষ্ণুমায়া দিয়া ॥
তদন্তরে সান্দিপন মুনির আশ্রমে ।
আত্র হেতু সঙ্কটে তারিলা পথশ্রমে ।
অজ্ঞাত বৎসর এক বিরাট ভবনে ।
শত্রু হৈতে রক্ষা কৈলা চক্র আচ্ছাদনে ॥
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া ।
আপনি হাস্তিনাপুরে গেলে দূত হৈয়া ॥
আমারে বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধনে ।
বান্ধিয়া রাখিতে তোমা বিচারিল মনে ॥
আপনি বিরাট মূর্ত্তি দেখাইলে তারে ।
সমূলে করিলে ক্ষয় সমরে সবারে ॥
জ্ঞাতি বধ পাপে মম শরীর বিকল ।
অশ্বমেধ করাইলে হইয়া সবল ॥
পুত্র হস্তে অর্জ্জুন মরিল মণিপুরে ।
প্রাণ দিয়া যজ্ঞপূর্ণ কৈলা একেশ্বরে ।
তোমার অসাধ্য কর্ম্ম না দেখি গোসাই ।
দৈত্যগণ দানব নাশিলা কত ঠাঁই ॥
কংস কেশী অঘা বক ধেনুক ধারণ ।
তৃণাবর্ত্ত পুতনার হরিলা জীবন ॥
খণ্ডাইল নরকে মারিয়া ক্ষিতিভার ।
অনন্ত তোমার নাম অনন্তাবতার ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ হইয়া খর্ব্বরূপে ।
পাতালে রাখিলা তুমি ছলি বলিভূপে ॥
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম ।
বৌদ্ধ কল্কি নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম ।
বারে বারে জন্ম লও দুষ্ট বিনাশিতে ।
যুগে যুগে অবতার দেবতার হিতে ।

তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি।
জ্ঞাতি গোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখী॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন মধুর বচন॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল রাজা না কর সন্তাপ।
সবন্ধু কুটুম্ব গোত্র দেখহ মা বাপ॥
এত বলি যান হরি রাজারে লইয়া।
কুরুপুরে প্রবেশেন দ্বার ঘুচাইয়া॥
রাজারে কহেন হরি শুন ধর্ম্মপুত্র।
অনুপম দেখহ দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পত্তি বহুতর।
একে২ প্রত্যক্ষে দেখহ নরেশ্বর॥
পিতা পাণ্ডু দেখ রাজা জননী কুন্তীকে।
শ্বেত ছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে॥
বামে মাদ্রী দেখ এই মদ্রের কুমারী।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সহিত গান্ধারী॥
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরব কুমার।
দুর্য্যোধন শত ভাই সহ পরিবার॥
ভগদত্ত শল্য মদ্ররাজ জয়দ্রথ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সুরথ ভরত॥
বিরাট দ্রুপদ দেখ সপুত্র সহিতে।
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র দেখহ নিশ্চিতে॥
শকুনি উত্তর গুরু দ্রোণাচার্য্য গুরু।
ভগদত্ত শল্যরাজ সিন্ধু ভীম উরু॥
শিশুপাল সুশর্ম্মা মগধ নৃপপতি।
একে২ দেখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥
পঞ্চ জন পড়িলেন স্বর্গেতে আসিতে।
চারি ভাই দেখ রাজা দ্রৌপদী সহিতে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা কৃষ্ণের বচনে।
চিত্তের পুত্তলী প্রায় চান চারি পানে॥
পাসরিয়া মর্ত্ত্যের সকল শত্রুকার্য্য।
যথাযোগ্য মিলন করেন হৈয়া ধৈর্য্য॥
আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল তনু মন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ জ্ঞাতিগণ॥
কেহ আশীর্ব্বাদ দেন কেহ প্রণিপাত।
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাতে বন্দি নরনাথ॥
দ্রোণ কর্ণ বীরে করি দণ্ডবৎ মতি।
মহা আনন্দিত রাজা দেখি গোত্র জ্ঞাতি॥
হৃষ্ট হৈয়া করিলেন কৃষ্ণের স্তবন।
তব মায়া কে বুঝিতে পারে নারায়ণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি প্রভু হর্ত্তা।
প্রধান পুরুষ তুমি ভুবনের ভর্ত্তা॥
মীনরূপে উদ্ধারিলা বেদ তুমি জলে।
কূর্ম্মরূপে ধরণী ধরিলে অবহেলে॥
ধরিয়া বরাহ কায় দন্তে হৈলা ক্ষিতি।
হিরণ্যকশিপু হত্যা নৃসিংহ আকৃতি॥
বামন আকারে বলি দিলা রসাতলে।
তিনপদে ত্রিভুবনে ব্যাপিলে সবলে॥
রামরূপে রাবণের সবংশে সংহার।
নিক্ষত্র করিলা ভৃগুরাম অবতার॥
সূর্য্যসুতা আকর্ষিলা বলরাম রূপে।
কল্কি রূপে বিনাশ করিলা ম্লেচ্ছ ভূপে॥
ঋষি মুনি যোগী যার না পান তদন্ত।
চারি বেদে যাহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত॥
মোরে উদ্ধারিলা মহা বিপদে তরণী।
রহিল অদ্ভুত কীর্ত্তি যাবত ধরণী॥
এত স্তুতি ভূপতি করিল নারায়ণে।
সন্তুষ্ট করিলা হরি তারে আলিঙ্গনে॥
গোবিন্দ বলিল রাজা তুমি মম প্রাণ।
সশরীরে আইলে আমার বিদ্যমান॥
কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন লৈয়া।
রহিলেন হরিপুরে হরষিত হৈয়া॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ।
পাইল পরম পদ পাণ্ডুপুত্রগণ॥
ব্যাসের রচিত গ্রন্থ শ্রীমহাভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব বিজয়॥
ব্রহ্মবধ পাপ মুক্ত হৈল অতঃপরে।
দান তপ দ্বিজ সেবা পূজা বৈশ্বানরে॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া দেখহ বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দূর হৈল ভারত শ্রবণে॥
দেখি সব সভাসদ হইল বিস্ময়।
ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত হৈলা জন্মেজয়॥
সাধু শব্দ জয় শব্দ হয় মর্ত্ত্যপুরে।
আকাশে কুসুম বৃষ্টি দেব ভাগে করে॥
সুগন্ধি পবন বহে ঝরে মকরন্দ।
ভারত সম্পূর্ণ হৈবে দেবের আনন্দ॥
জন্মেজয়ে প্রশংসিয়া গেল দেবগণে।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় নাচে হৃষ্টমনে॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ কাংস্য করতাল।
ঝাঝরি মহুরি বাজে শুনিতে রসাল॥

নাচে ডিমক ডক্কা শাঙ্খ বীণা বেণু ।
চন্দনের ছড়া দিয়া নিবারিল রেণু ॥
তবে জন্মেজয় রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ।
মুনির চরণে পড়ি কহিলা লুটিয়া ॥
উদ্ধার করিলা মোরে মহাপাপ হতে ।
বিখ্যাত তোমার কীর্ত্তি রহিল জগতে ॥
লক্ষ শ্লোক ভারত রাখিল কলিযুগে ।
এতে পাপী পার হবে এই পাপ ভোগে ॥
এত বলি পদে পূজা কৈল কায়মনে ।
বস্ত্র অলঙ্কারে মাল্য কুঙ্কুম চন্দনে ॥
[illegible]ক পান কৈল গোষ্ঠির সহিত ।
[illegible] মুনিরে পূজিল যথোচিত ॥
বিদায় হইয়া গেল যত মুনিগণ ।
তপোবনে চলিলেন শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
মুক্ত হৈয়া কৈলা রাজা পঞ্চ তীর্থে স্নান ।
দ্বিজগণে দিলা স্বর্ণ গাভী ভূমি দান ॥
আনন্দে ঢালিল ঘৃত সহস্র কলসী ।
মিষ্টান্ন ভোজনে বিপ্রগণেরে সন্তোষি ॥
দিলেন অপূর্ব্ব বস্ত্র দিব্য আভরণ ।
দক্ষিণা পাইয়া গৃহে গেলা দ্বিজগণ ॥
[illegible] জ্ঞাতি গোত্র সবার ভোজন ।
রাম নাম মহামন্ত্র করিলা কীর্ত্তন ॥
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বিদ্যাধরী ।
ভারত সম্পূর্ণ হৈল বল হরি হরি ॥
নিষ্পাপ শরীর রাজা পাত্র মন্ত্রী লৈয়া ।
রাজ্যে রত জন্মেজয় হরষিত হৈয়া ॥
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ হৈল এত দূরে ।
যাহার শ্রবণে মহাপঞ্চ পাপে তরে ॥
শুদ্ধমতি হয়ে যেবা এক পর্ব্ব শুনে ।
অশ্বমেধ ফল হয় ব্যাসের বচনে ॥
যার গৃহে থাকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভারত ।
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত ॥
অগ্নি ভয় জরা চোর ভয় মৃত্যু ভয় ।
পাপ তাপ শোক দুঃখ সব হয় ক্ষয় ॥
রাজদণ্ড যমদণ্ড অকাল মরণ ।
প্রেত ভূত আদি যক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে ।
এ সকল পীড়া তারে কভু নাহি ধরে ॥
বন্ধ্যা নারী পায় পুত্র একান্ত শুনিলে ।
ধন বৃদ্ধি বল বৃদ্ধি তার পরকালে ॥
বিপ্রের বিজ্ঞান বাড়ে ভূপতির রাজ্য ।
আর যার যেই বাঞ্ছা সিদ্ধি সর্ব্ব কার্য্য ॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে বাড়য়ে ধন ধান্য ।
পাপী জনে শুনে স্বর্গে যায় হয়ে ধন্য ॥
যেই জন বাঞ্ছা করি শুনয়ে ভারত ।
গোবিন্দ করেন পূর্ণ তার মনোরথ ॥
ব্যাসের বচন ইহা না হয় অন্যথা ।
সকল গ্রন্থের সার ভারতের কথা ॥
শুচি হৈয়া শুদ্ধ চিত্তে শুনে যেই জন ।
অন্তকালে স্বর্গপুরে দেখে নারায়ণ ॥
শ্লোক ছন্দে বিরচিল মহ মুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গি গ্রাম ।
প্রিয়বর দাস পুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা ।
কৃষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীত ।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দিত ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর ।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর ॥
কৃষ্ণ২ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ ॥
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিবে হেলা ।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা ॥
নীচ গৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট ।
অনায়াসে শুনিলে পাতক হয় নষ্ট ॥
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন ।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ ॥
কাশীদাস বিরচিত গোবিন্দ ভাবিয়া ॥
পাইবে পরম সুখ শুন মন দিয়া ॥

ইতি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সমাপ্ত ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড ৺ বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট ১৭ নম্বর ভবনে কবিতারত্নাকর যন্ত্রে শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।